উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 19 May 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 1

গর্বের

৪৬

আমরা গড়ে রোজ

১,৪৫,৮৭১*

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ছাপি

যা উত্তরবঙ্গ থেকে প্রকাশিত বাকি সব

বাংলা-ইংরেজি-হিন্দি-নেপালি

সংবাদপত্রের মিলিত প্রচারসংখ্যার চেয়েও বেশি

সে কারণেই

বিজ্ঞাপন হোক বা খবর

প্রতিপক্ষেরও

প্রথম পছন্দ

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

এগিয়ে

আমাদের দাবি নয়, পাঠকের মত

অনলাইনে খবর পড়তে স্ক্যান করুন

www.uttarbangasambad.com

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

* As certified by Audit Bureau of Circulations (ABC) for July-December 2024.

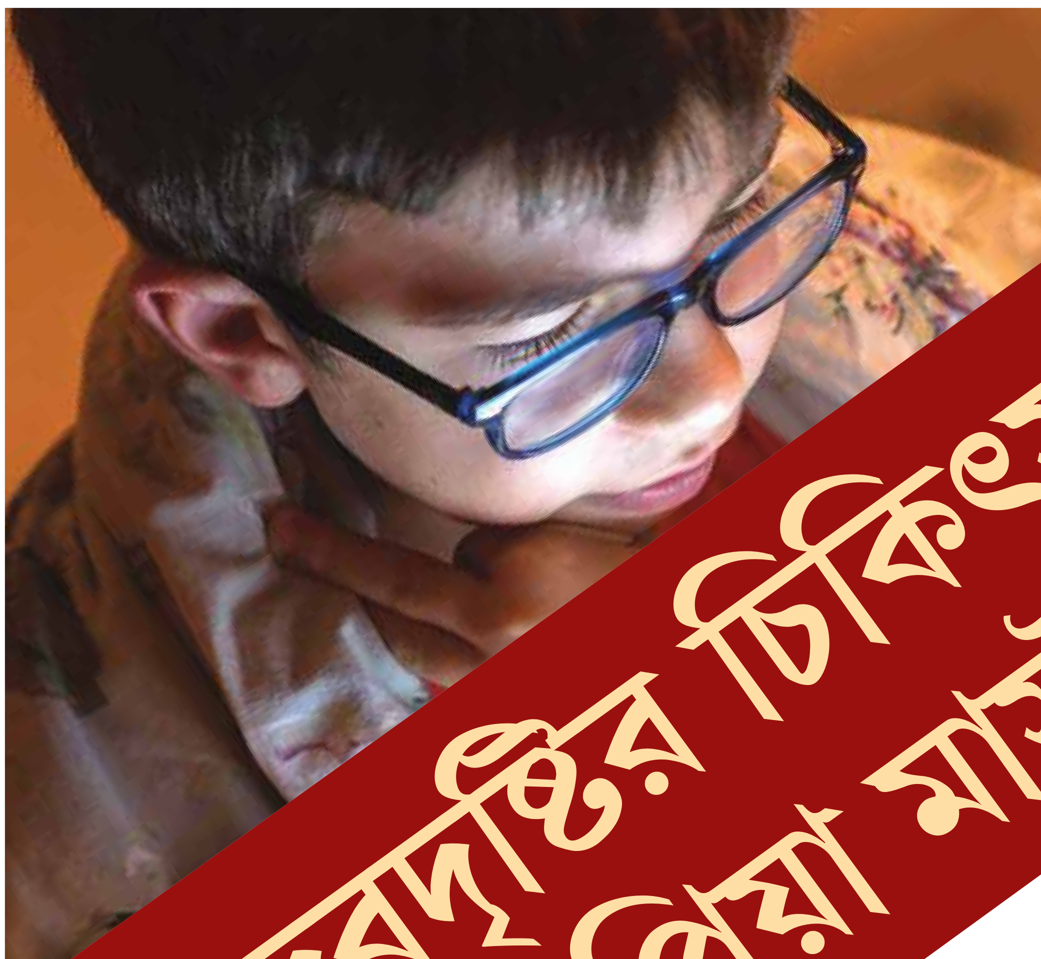

অ-দূরদৃষ্টির চিকিৎসায় মায়োপিয়া মাস্টার

চলতি মাসের ২৩ থেকে ২৮ তারিখ বিশ্বজুড়ে উদযাপিত হতে চলেছে মায়োপিয়া সচেতনতা সপ্তাহ। মায়োপিয়া কী, এর চিকিৎসা কী এবং কীভাবে এর প্রতিরোধ করা যায়, জানালেন ডাঃ ভাওয়ালস মায়োপিয়া ক্লিনিকের সিনিয়ার আই সার্জন

ডাঃ অর্জুন সি ভাওয়াল

মায়োপিয়া কী

মায়োপিয়া বা অ-দূরদৃষ্টি একটি প্রতিসরণ ত্রুটি। এই ত্রুটির কারণে দূরের জিনিস ঝাপসা আর কাছের জিনিস স্পষ্ট দেখা যায়। চোখ অতি লম্বা কিংবা কর্নিয়া অতি বাঁকা হলে আলোর ফোকাস রেটিনার ওপরে না পড়ে সামনে পড়ে। এতে মায়োপিয়া হয়। মায়োপিয়া মৃদু, মাঝারি কিংবা তীব্র হতে পারে।

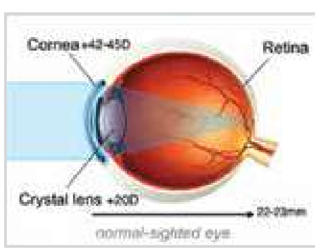

সাম্প্রতিক বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, আমাদের জনসমাজের মধ্যে বিশেষ করে শিশু ও তরুণদের মধ্যে মায়োপিয়ার প্রকোপ বাড়ছে। ২০৫০ সাল নাগাদ শিশুদের মধ্যে ৫০ শতাংশ মায়োপিয়ায় আক্রান্ত হবে।

উপসর্গ

আপনার শিশুসন্তান যদি খুব কাছে বসে টিভি দেখতে চায়, টিভি দেখতে দেখতে চোখ কচলায়, ক্লাসে ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা পড়তে না পারে তাহলে তার মায়োপিয়া হয়ে থাকতে পারে। এমন

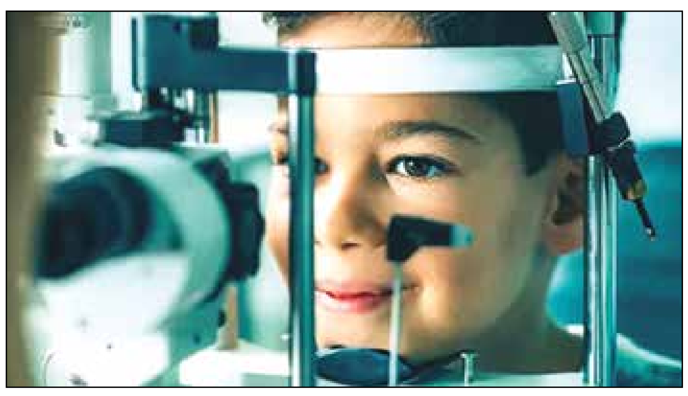

হলে দেরি না করে রোগ নির্ণয়ে ও নিয়ন্ত্রণে চোখের ডাক্তারের কাছে যাওয়া আবশ্যক। জেনেটিক কারণ ছাড়াও, চোখ স্ক্রিনের কাছে নিয়ে দীর্ঘ সময় কাজ করলে, ঘরের বাইরে কাজকর্ম কমিয়ে দিলে, টিভি, কম্পিউটার, স্মার্টফোনের স্ক্রিনে বেশিক্ষণ চোখ রাখলে, পুষ্টির ঘাটতি হলে এবং অন্য কোনও রোগে ভুগলেও মায়োপিয়া হতে পারে।

মায়োপিয়া মাস্টার কী

এটি এমন একটি যন্ত্র বা ডিভাইস যা একাধারে কর্নিয়া থেকে লেন্স পর্যন্ত চোখের পাওয়ার সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় পরিমাপ ও বিশ্লেষণ করতে পারে, চোখের তারার দৈর্ঘ্য পরিমাপ করতে পারে, প্রাক-মায়োপিয়া বা মায়োপিয়ার প্রাথমিক পর্যায় নির্ণয় করতে পারে এবং এই অবস্থার সঠিক মোকাবিলার যথার্থ পরিকল্পনা বলে দিতে পারে।

কাদের জন্য এই পরীক্ষা আবশ্যক

- যেসব শিশুর বাবা-মা অথবা বাবা কিংবা মা অদূরদৃষ্টিসম্পন্ন তাদের জন্য প্রয়োজন।
- প্রাক-অদূরদৃষ্টি বা স্কুল মায়োপিয়ার সমস্যা রয়েছে কি না তা নির্ণয়ের জন্য ৫ বছর বয়সের সব শিশুর এই পরীক্ষা করানো উচিত।
- অদূরদৃষ্টির সমস্যায় আক্রান্তদের নিজেদের অবস্থার অগ্রগতি এবং ঝুঁকি জানার জন্য এই পরীক্ষা করা প্রয়োজন।
- সমস্যার বৃদ্ধি বিশ্লেষণ ও অগ্রগতি মনিটর করার জন্য সব অদূরদৃষ্টির সমস্যায় আক্রান্তদের এই পরীক্ষা করানো প্রয়োজন।
- অদূরদৃষ্টির সমস্যার বৃদ্ধি বা অগ্রগতি আটকানোর পথ রয়েছে, যেমন মায়োপিয়া নিয়ন্ত্রণে বিশেষ লেন্স, অর্থো-কে লেন্স, অ্যাট্রোপিন থেরাপি কিংবা জীবনশৈলী সংশোধন। কার জন্য কোনটা উপযোগী তা জানার জন্য অদূরদৃষ্টির সমস্যায় আক্রান্তদের সবার এই পরীক্ষা করানো জরুরি।

একা মায়োপিয়া মাস্টারই সবগুলি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বা প্যারামিটার বিশ্লেষণ করে প্রমাণভিত্তিক মায়োপিয়া রিপোর্ট দেয় এবং সবচেয়ে উপযোগী চিকিৎসা সুপারিশ করে।

রোগ মোকাবিলায়

মায়োপিয়া মোকাবিলা মানে মায়োপিয়ার চিকিৎসা, সঙ্গে রোগটা যাতে বাড়তে না পারে তা ঠেকানো। এই রোগ নিয়ন্ত্রণে স্লোগান হল, মায়োপিয়া দূরে রাখতে বাইরে যান এবং খেলুন। মায়োপিয়া নিয়ন্ত্রণে মহার্ঘ লেন্স বা অর্থো-কে লেন্স কিনবেন না যদি না মায়োপিয়া মাস্টার বা অনুরূপ কোনও ডিভাইস দ্বারা আপনার চোখের অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে।

৫০ পেরোলে নারীর খাদ্যাভ্যাস

৫০ বছর পেরোনো একজন নারীর সামনে জীবনটা দেখা দেয় ভিন্নরূপে। শারীরিক পরিবর্তন তো ঘটেই, মনের জগতেও ঘটে অদলবদল। এই বয়সে শরীরের চাই আরও বেশি যত্ন, আরও বেশি মনোযোগ। এজন্য জোর দিতে হবে পুষ্টির ওপর, বাদ দিতে হবে কিছু খাবার।

প্রথমেই বাড়তি লবণ খাওয়া ছাড়তে হবে। পাতে কিংবা কোনও পানীয়তে বাড়তি লবণ নেবেন না। লবণ, বিট লবণ, পিংক সল্ট, টেস্টিং সল্ট – সবেতেই স্বাস্থ্য ঝুঁকি। অতিরিক্ত লবণযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। চিপস, চানাচুর, শুঁটকি ও অন্যান্য প্রক্রিয়াজাত খাবার, সস, সয়া সস, মেয়োনিজ, পনির, কাসুন্দি, ইনস্ট্যান্ট নুডলস প্রভৃতিতে বেশ খানিকটা বাড়তি লবণ থাকে। এগুলো এড়িয়ে চললে উচ্চ রক্তচাপজনিত জটিলতার ঝুঁকি কমবে।

দ্বিতীয়ত, চিনি এড়িয়ে চলুন। মধু বা গুড়ও চিনির বিকল্প নয়। ভাত, রুটি, আলু কম খাবেন। চাল, আটা বা ময়দা দিয়ে তৈরি করা অন্যান্য খাবারও কম খেতে হবে। এভাবে সব দিক মেনে চলতে পারলে ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকবে। ডায়াবিটিস ও অন্যান্য রোগের ঝুঁকি কমবে।

তৃতীয়ত, মেনোপজের পর নারীদের হুট করে বেশি গরম লাগার সমস্যা হতে পারে। তাই এমন খাবার খেতে হবে, যাতে শরীর ঠান্ডা থাকে। যেসব সবজিতে জলের পরিমাণ বেশি যেমন, লাউ, ঝিঙে, চিচিঙ্গা, চালকুমড়ো, ধুন্দুল, পটল প্রভৃতি পাতে রাখুন। এছাড়া ডাবের জল, শসা, পাকা পেঁপে, পাকা বেল, তরমুজ, কলা, টক ফল, পুদিনা পাতা প্রভৃতি খেলে শরীর ঠান্ডা থাকে। আর অবশ্যই পর্যাপ্ত জল খাবেন।

চতুর্থত, ফাইবার বা আঁশযুক্ত ফল ও সবজি খাবেন। মিষ্টিকুমড়ো, চালকুমড়ো, ঝিঙে, চিচিঙ্গায় প্রচুর আঁশ পাবেন। কলাতেও আঁশ আছে। তাছাড়া খোসা সহ কিছু ফল খেতে পারেন। কিছু সবজির খোসা বিভিন্ন পদ তৈরিতে ব্যবহার করা যায়। এসবেও প্রচুর আঁশ আছে। পাশাপাশি গোটা শস্য দিয়ে তৈরি খাবার খান। ডাল ও বাদাম থেকেও খানিকটা আঁশ পাবেন।

পঞ্চমত, খাদ্য তালিকায় যেন ক্যালসিয়াম থাকে। এজন্য কাঁটা সহ ছোট মাছ খেতে পারেন। এক গ্লাস দুধ কিংবা তা দিয়ে তৈরি খাবার বা দইও খেতে পারেন। পালং শাক, ব্রোকোলি ও কাঠবাদামে রয়েছে কিছুটা ক্যালসিয়াম। এছাড়া ভিটামিন-ডি'র চাহিদা মেটাতে সকাল ৭টা থেকে ১২টার মধ্যে অন্তত ২০ মিনিট শরীরে রোদ লাগান।

অতিরিক্ত কাজে প্রভাব মস্তিষ্কে

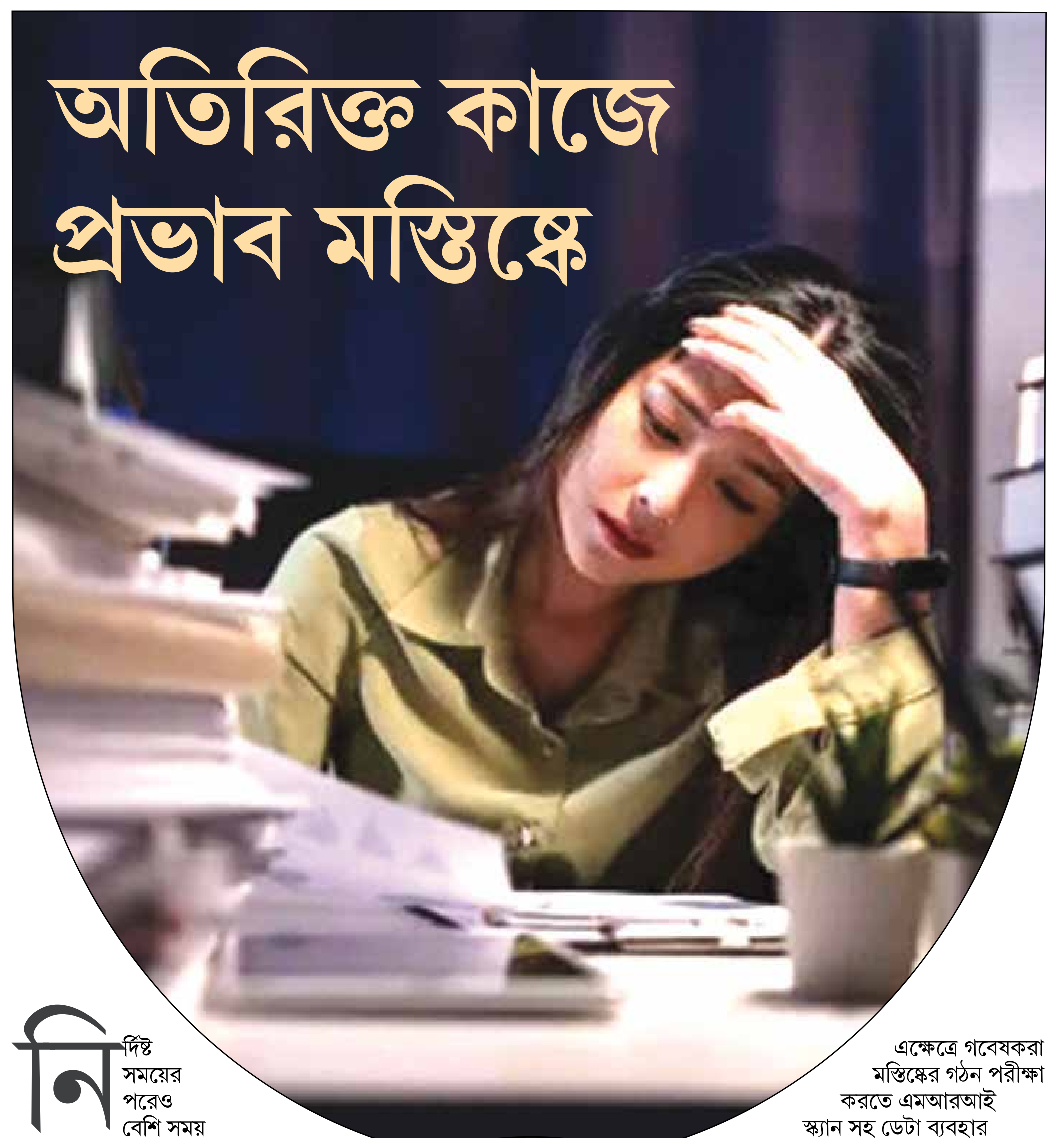

নির্দিষ্ট সময়ের পরেও বেশি সময় কাজ করলে বদলে যেতে পারে মস্তিষ্কের গঠন। সম্প্রতি অকুপেশনাল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল মেডিসিন জার্নালে প্রকাশিত গবেষণার এমনটাই দাবি। সেখানে বলা হয়েছে, যাঁরা অতিরিক্ত কাজ বা পরিশ্রম করেন তাঁদের মস্তিষ্কে উল্লেখোযোগ্য পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। এই গবেষণা পরিচালনায় ছিলেন দক্ষিণ কোরিয়ার চুং-আং বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইয়োনসেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন বিজ্ঞানী। গবেষণাটি কিছু স্বাস্থ্যকর্মীকে নিয়ে করা হয়েছে, যাঁরা বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মিত সপ্তাহে ৫২ ঘণ্টারও বেশি কাজ করেন। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে ১১০ জন কর্মীকে রাখা হয়েছিল, যাঁদের মধ্যে ৩২ জন অতিরিক্ত সময় এবং বাকি ৭৮ জন স্বাভাবিক সময় কাজ করেছেন।

এক্ষেত্রে গবেষকরা মস্তিষ্কের গঠন পরীক্ষা করতে এমআরআই স্ক্যান সহ ডেটা ব্যবহার করেছেন। তাঁদের মতে, এই সমীক্ষা অতিরিক্ত কাজ ও মস্তিষ্কের কিছু অংশে পরিবর্তনের মধ্যে সম্ভাব্য সম্পর্ক নির্দেশ করে।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, 'অতিরিক্ত কাজ' মস্তিষ্কের সেই অংশে প্রভাব ফেলতে পারে, যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং স্মৃতিশক্তির সংযোগ থাকে। এছাড়া মানসিক স্বাস্থ্য, পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করেছে। প্রভাব ফেলেছে আবেগ নিয়ন্ত্রণেও। সেইসঙ্গে মিডল ফ্রন্টাল জাইরাস মস্তিষ্কের একটি অংশ, যা স্মৃতি এবং ভাষা তৈরির সঙ্গে যুক্ত, সেই অংশে সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। প্রভাব পড়েছে ইনসুলা অংশে, যা আবেগের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে এবং নিজের চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন থাকার বিষয়ে সাহায্য করে।

হাঁটতে হাঁটতে যোগব্যায়াম

আমরা যোগব্যায়াম এবং হাঁটার একগুচ্ছ উপকারিতা জানি। কিন্তু উভয়ই একসঙ্গে করার কথা কখনও শুনিনি। হাঁটতে হাঁটতে যোগব্যায়াম বা ওয়াকিং ইয়োগা একটি অসাধারণ অনুশীলন, যাতে সাধারণ হাঁটার সঙ্গে যোগব্যায়ামের নীতির সমন্বয় ঘটে। যোগ থেরাপিস্ট রুচি খোসলার কথায়, এই ধরনের ব্যায়াম খুব হালকা কিন্তু শক্তিশালী উপায়, যা আপনার শরীরকে যত্নে রাখতে, মনকে শান্ত করতে এবং অভ্যন্তরীণ সত্তার সঙ্গে সংযোগস্থাপনে সাহায্য করে।' আর এই ধরনের ব্যায়ামে যোগব্যায়ামের চিরাচরিত ভঙ্গির প্রয়োজন নেই বা ম্যাটও লাগে না, শুধু হাঁটতে হাঁটতেই আপনি স্ট্রেচিং বা শ্বাসপ্রশ্বাসের বিভিন্ন কৌশল করতে পারেন।

হাঁটতে হাঁটতে যোগের প্রতিটা পদক্ষেপে মিশে থাকে গভীর শ্বাস এবং সাধারণ স্ট্রেচিং। কেউ কেউ এর সঙ্গে হাতের নড়াচড়া বা যোগের ছোট ছোট ভঙ্গি যুক্ত করেন। অর্থাৎ এই ধরনের ব্যায়াম সাধারণ হাঁটাকে আরামদায়ক করার পাশাপাশি ধ্যান করার ন্যায় অনুভব তৈরি করে।

শারীরিক দিক থেকে এই ধরনের ব্যায়াম রক্ত সঞ্চালন উন্নত করতে, পেশি শক্তিশালী করতে এবং হালকা নড়াচড়ার মাধ্যমে জয়েন্টের সক্রিয়তা বাড়ায়। অন্যদিকে মানসিক দিক থেকে এটি স্ট্রেস ও উদ্বেগ কমাতে সাহায্য করে, মননশীলতা ও শ্বাসপ্রশ্বাসের সচেতনতাকে উৎসাহিত করে এবং শান্ত ও স্থির থাকতে সাহায্য করে। এই ধরনের ব্যায়াম অঙ্গভঙ্গির উন্নতিতে সাহায্য করে। কারণ, টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে বা পিঠ, কাঁধ সোজা রেখে, পেটের পেশি টানটান করে খানিকটা হাঁটাচলা করলে উপকার পাওয়া যায়।

তবে হাঁটতে হাঁটতে যোগ সকলের জন্য উপযোগী নয়। যাঁরা নিয়মিত শারীরিক কসরত করতে বা জিমে যেতে অভ্যস্ত তাঁদের জন্য এই ব্যায়াম উপযোগী নাও হতে পারে। কারণ, এই ধরনের ব্যায়ামে মনোযোগের পাশাপাশি ধৈর্য প্রয়োজন।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

এবার গ্রেপ্তার বাংলাদেশি অভিনেত্রী ›› ৭

একই পরিবারের ১৭ জন মৃত

আগুনে পুড়ে তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদে মৃত্যু হল ১৭ জনের। মৃতরা সবাই একই পরিবারের সদস্য। তার মধ্যে রয়েছে ৮ শিশুও। ›› ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
২৯° সর্বোচ্চ	২২° সর্বনিম্ন	২৯° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন	২৯° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন	৩০° সর্বোচ্চ	২২° সর্বনিম্ন

মোদিকে দেখে টুকলি শরিফের ›› ৭

৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 19 May 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 1

গর্বের ৪৬

শিকড়ের খোঁজে আমরা দায়বদ্ধ

গৌতম সরকার

বৃক্ষ যত বড় হয়, তত শাখাপ্রশাখা ছড়ায়। ফলে-ফুলে পল্লবিত হয়। এগিয়ে চলার পথে ফেলে আসা বছরে উত্তরবঙ্গ সংবাদও অনেক পালক যুক্ত করেছে। আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠতে শিকড়ে পৌঁছোনোর চেষ্টা বরাবরই ছিল। শিকড় খোঁজার সেই কাজটি পরিকল্পিতভাবে করার চেষ্টা হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে। যে চেষ্টা অন্তহীন। কখনও শেষ হয় না। শিকড়ের খোঁজ চালিয়ে যাওয়া ৪৬তম বর্ষে উত্তরবঙ্গের প্রাণের সংবাদপত্রের দৃঢ় অঙ্গীকার।

সচেতন পাঠক উত্তরবঙ্গ সংবাদের সেই সংকল্প যাত্রা ইতিমধ্যে আঁচ করেছেন নিশ্চয়ই। গত কয়েক মাসে বেশ কিছু নতুন ভাবনা পল্লবিত হয়েছে। যেমন 'উত্তরের শিকড়' বিভাগ। উত্তরবঙ্গের পথে-প্রান্তরে, আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, স্মারক, সংস্কৃতি ইত্যাদির গোড়ায় পৌঁছোনো যে বিভাগের উদ্দেশ্য। নতুন প্রজন্মকে তার পূর্বপুরুষের ইতিহাস শুধু নয়, তার এলাকার ভৌগোলিক-সাংস্কৃতিক অতীত জানানো, পুরোনোদের সেই ঐতিহ্য মনে করিয়ে দেওয়ার দায়বদ্ধতা ছিল এই পরিকল্পনার পিছনে।

আরও একটি বিভাগ 'আমাদের ছোট নদী' সেই দায়বদ্ধতার আরেক স্বাক্ষর। নদী সেই এলাকার সভ্যতা বিকাশের নীরব সাক্ষী। নদীকে কেন্দ্র করে যেমন সভ্যতা বিকশিত হয়, তেমনই সংশ্লিষ্ট জনপদের সংস্কৃতি, কৃষ্টি ইত্যাদি তৈরি হয়। যেভাবে তিস্তাবুড়ি সম্পর্কে প্রচলিত বিশ্বাস, পুজো ও গান। ভাওয়াইয়া সুরে 'তোর্ষা নদীর উথাল পাথাল রে...' গান তো তোর্ষাপাড়ের অন্যতম পরিচিতি হয়ে আছে।

তিস্তা, তোর্ষা, মহানন্দা, ফুলহর, আত্রেয়ী, ডাহুক, নাগর, কালজানি, রায়ডাক,

এরপর ছয়ের পাতায়

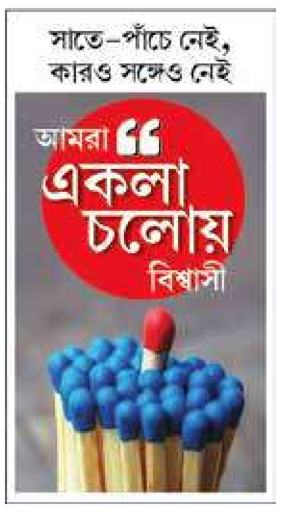

এডিশন স্পেশাল

পথ খুলছে কৈলাস মান সরোবরের ›› ছয়ের পাতায়

কালি মেখে প্রতিবাদ টেট উত্তীর্ণদের ›› সাতের পাতায়

নদী কমিশন নিয়ে কেন্দ্রকে চিঠি ›› সাতের পাতায়

জল'স্বপ্ন' অধরাই

সাংসদের চা বাগানে জলের অভাব

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১৮ মে : সাতসকালে কাজ শুরুর আগে পানীয় জল সংগ্রহে এদিক-ওদিক ছুটতে হয় সিংঘানিয়া চা বাগানের শ্রমিকদের। ওই চা বাগানের আরেকটি 'পরিচয়' রয়েছে। আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গার বসতভিটে ওই বাগানেই। একসময় তিনি এখানেই কাজ করতেন। বর্তমানে পাকাপাকি সেখানে আর না থাকলেও ভোটার তালিকায় এখনও মনোজ ওই বাগানেরই ভোটার। অথচ খোদ সাংসদের বাগানেই পরিস্রুত জল আসে না সকলের ঘরে।

পানীয় জল সরবরাহে প্রকল্প তৈরির জন্য ২০২১ সালে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরকে জমি দিয়েছিল বীরপাড়ার সিংঘানিয়া চা বাগান কর্তৃপক্ষ। ২০২২ সাল নাগাদ প্রকল্প তৈরির কাজ শুরু হয়। কয়েকমাস আগে প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়। প্রত্যেক শ্রমিকের বাড়িতে সংযোগ দেওয়ার কথা হলেও এখনও শতাধিক শ্রমিকের বাড়িতে সংযোগ দেওয়া হয়নি। সংযোগ দেওয়া জনা পঞ্চাশেক শ্রমিকের বাড়িতে জল পৌঁছায়। তাও সেই জলের 'গতি' নেই বললেই চলে।

সমস্যা সমাধানে দৌড়াদৌড়ি কম হয়নি। বাগানের সিনিয়ার ম্যানেজার অরবিন্দ সিং জানালেন, পানীয় জল সরবরাহে খামতি নিয়ে এবছরের ১৫ এপ্রিল আলিপুরদুয়ারের অতিরিক্ত জেলা শাসকের কাছে এবং ২৯ এপ্রিল জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের আলিপুরদুয়ারের নির্বাহী বাস্তুকারকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। এরপর দপ্তরের নর্দার্ন মেকানিক্যাল ডিভিশনের (২) নির্বাহী বাস্তুকার আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের নির্বাহী বাস্তুকারকে চিঠি পাঠিয়ে জানান, ওই প্রকল্পে ২টি পাম্প সহ অন্যান্য পরিকাঠামো রয়েছে। তবে পাইপলাইনের ত্রুটিতে সমস্যা হতে পারে। এনিয়ে নির্বাহী বাস্তুকারকে নজর দেওয়ার কথা বলা হয় চিঠিতে। ম্যানেজার বলেন, 'পানীয় জলের সমস্যার অভিযোগ জানাতে প্রতিদিন শ্রমিকরা অফিসে আসছেন। আমার বাংলোতেও সংযোগ দেওয়া হয়নি। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরকে জমি দিয়ে তো লাভই হল না।'

তবে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের আলিপুরদুয়ারের নির্বাহী বাস্তুকার ধীরাজ মণ্ডল বলছেন, 'সিংঘানিয়ার বেশিরভাগ বাড়িতে জল সরবরাহ করা হচ্ছে। বাকিগুলিতেও সংযোগ দেওয়া হবে। তবে প্রকল্পের মাধ্যমে কেবলমাত্র পান করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ জল সরবরাহ করা হবে। স্নান বা অন্যান্য কাজের জন্য নয়।' মনোজের পুরোনো বাড়ি ঘেঁষে বাগানকর্মী দুর্গাপ্রসাদ শর্মার বাড়ি। তাঁর কথায়, 'আমার বাড়িতে এখনও সংযোগ দেওয়া হয়নি। পানীয় জলের তীব্র সংকটে ভুগছি।' হাটখোলা লাইনের মেনুকা শর্মা বলেন,

এরপর ছয়ের পাতায়

পিএইচই'র সংযোগ নেই। বাগানের পাইপ থেকে জল সংগ্রহ সিংঘানিয়ায়।

বিপাকে বাংলাদেশ

বাণিজ্যে বিধিনিষেধে কর্মচ্যুতির শঙ্কা

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৮ মে : একদিনেই হাহাকার অধিকাংশ স্থলবন্দরে। ভারত ও বাংলাদেশ- উভয় দিকেই। শিলিগুড়ির কাছে ফুলবাড়ি দিয়ে রবিবার ভারতে এসেছে মাত্র ২০টি পণ্যবাহী ট্রাক। যেখানে অন্য সময় গড়ে অন্তত ৫০টি ট্রাক আসে রোজ। কোচবিহার জেলার চ্যাংরাবান্ধা দিয়ে এসেছে মাত্র ৪৩টি ট্রাক। অথচ শনিবারও এসেছিল ৯৬টি ট্রাক। মালদার মহদিপুর সীমান্ত অবশ্য খাঁখাঁ করেছে রবিবার। ওপার থেকে মাল বহনকারী একটি ট্রাকও আসেনি।

মহদিপুরে আমদানি ব্যবসায় জড়িত রূপকুমার সাহা আক্ষেপ করলেন, 'আসবে কী করে! যে পণ্যগুলির আমদানিতে ভারত সরকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি, সেগুলি মহদিপুর স্থলসীমান্ত দিয়ে আসেই না।' শনিবার কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রকের নিষেধাজ্ঞায় শুধু ছাড় দেওয়া হয়েছে মাছ, ভোজ্য তেল, তরল পেট্রোলিয়াম পণ্য, কুচি পাথর ইত্যাদি।

ওইসব পণ্যই শুধু ফুলবাড়ি ও চ্যাংরাবান্ধা দিয়ে উত্তরবঙ্গে এসেছে আজ। এতে দু'দেশেই বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্তদের অনিশ্চয়তার কালো মেঘ গ্রাস করেছে। 'দেশের নিরাপত্তা সবার আগে' বললেন বটে চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক উত্তম সরকার, কিন্তু বিরাট আর্থিক ধাক্কার উদ্বেগ লুকোতে পারছেন না। উত্তমের কথায়, 'দেশের স্বার্থের কারণে ভারত সরকারের সিদ্ধান্তকে আমরা সমর্থন জানাই। তবে আমদানি বাণিজ্য কম হলে ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি শ্রমিকরা কিছুটা ক্ষতির মুখে তো পড়বেনই।'

স্থলবন্দরগুলিতে ইতিমধ্যে শ্রমিক সংগঠনগুলির মাথায় হাত পড়েছে। এই বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল যে অনেক শ্রমিক পরিবার। আইএনটিইউসি'র মেখলিগঞ্জ ব্লক সভাপতি জাকির হোসেন বলেন, 'নিরাপত্তা দেখতে গিয়ে শ্রমিকদের পেটের দিকে না তাকালে তো চলবে না। শ্রমিক পরিবারগুলোর রুজিরুটি এভাবেই চলে।' তাঁর হিসেবে শুধু চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দরের ওপর নির্ভরশীল প্রায় ৫ হাজার মানুষ।

ভারত সরকার বাংলাদেশ থেকে সড়কপথে রেডিমেড পোশাক, ফলের স্বাদযুক্ত পানীয়, বিভিন্ন মুখরোচক খাবার, চিপস, তুলা, প্লাস্টিক, কাঠের আসবাব, মিষ্টান্ন দ্রব্য ইত্যাদি আমদানি নিষিদ্ধ করেছে শনিবার রাতে। হতাশ মহদিপুরের আমদানি ব্যবসায়ী রূপকুমার সাহা বললেন, দু'দেশের তিক্ত সম্পর্কের প্রভাব কবে যে গলবে!

মালদা মহদিপুর এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রসেনজিৎ ঘোষ জানান, ওই স্থলবন্দর দিয়ে মূলত প্রতিদিন ২০ থেকে ২৫ লরি পাট আসে। তাতে মাসে বাণিজ্য হত ৫০ কোটি টাকারও বেশি। এছাড়া মশারি, বস্ত্র, অন্যান্য পণ্যের আমদানিতে মাসে সবমিলিয়ে ১০০ কোটি টাকার ব্যবসা হয়।

এরপর ছয়ের পাতায়

সীমান্তের ওপারে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশি ট্রাক। চ্যাংরাবান্ধায়।

বড় সংকট

- বাংলাদেশ থেকে পণ্য নিয়ে আসা বহু ট্রাক সীমান্তের ওপারে দাঁড়িয়েছিল
- চ্যাংরাবান্ধা, ফুলবাড়ি, মহদিপুর দিয়ে অধিকাংশ ট্রাক ভারতে ঢোকার অনুমতি পায়নি
- ভারত আমদানি বন্ধ করায় সেদেশের অর্থনীতিতে বড় প্রভাব পড়বে বলে মত বাংলাদেশের ট্রাকচালকদের
- এপারেও ব্যবসায় প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা বাড়ছে

সময়ের কথা

চা শিল্প, শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবার কেউ নেই

রুপম দেব

প্রায় দেড় শতাব্দী ধরে চা শিল্প উত্তরবঙ্গের লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে। চা শিল্প উত্তরের আর্থসামাজিক বাস্তবতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কিন্তু স্বার্থান্বেষীদের ফাঁদে পড়ে চা শিল্প ধ্বংসের মুখে। দার্জিলিংয়ের চা বাস্তবে ধুঁকছে। সঠিক নীতি এবং মূল্যায়নের অভাব, রাজনৈতিক মুনাফা, নেতাদের অজ্ঞতা নানা কারণে চা বলয়ে ঘনাচ্ছে আশঙ্কার কালো মেঘ। তা সত্ত্বেও হেলদোল নেই কারও। শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছেন না কেউই।

উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ বন্ধ চা বাগান পুনরায় খোলা হয়েছে। বর্তমানে বড়জোর ৫-৬টি বাগান বন্ধ রয়েছে। এটা প্রচারে এনে শাসকদল নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করতে ব্যস্ত। বাস্তবে খুলে দেওয়া বাগানগুলোর বহু জায়গায় মাসের পর মাস শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি দেওয়া হচ্ছে না। সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেস পিএফ সংক্রান্ত দাবিতে একটি পদযাত্রার আয়োজন করলেও বীরপাড়া-মাদারিহাট ব্লকের হান্টাপাড়া ও ধুমচিপাড়া বাগানে তারা প্রবেশ করেনি। কারণ, এই বাগানগুলিতে বিগত চার মাস ধরে শ্রমিকরা কোনও মজুরি পাচ্ছেন না।

এরপর ছয়ের পাতায়

পাঁচকোলগুড়ির ডাইভারশনে জল-যন্ত্রণা

সুপারি গাছ দিয়ে নালা পার

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ১৮ মে : হঠাৎ বৃষ্টি। আবার হঠাৎ রোদের দেখা। কয়েকদিন থেকেই রোদ-বৃষ্টির লুকোচুরি খেলা চলছে আলিপুরদুয়ারে। এই বৃষ্টিতেই বিভিন্ন এলাকায় জনজীবনে দেখা দিয়েছে সমস্যা। নদীতে জল বাড়ায় ভেঙেছে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সাঁকো। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পাঁচকোলগুড়ি আট মাইল এলাকার হাজার দুয়েক বাসিন্দাও সমস্যায় পড়েছেন। এখানে বৃষ্টি নিয়ে ভোগান্তি আরও বেড়েছে নতুন ডাইভারশনের জন্য।

সমস্যাটা কী? আগে সেখানে একটি সেতু ছিল। তার তলা দিয়ে আগে গ্রামের রাস্তায় জমা জল সুষ্ঠুভাবে বেরিয়ে যেত। তবে সেটা এখন আটকে থাকছে। আর সেই জমে থাকা জল পার করার জন্য কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি। কোনও মতে কাজ চালানোর জন্য সুপারি গাছ কেটে তার কাণ্ড দিয়ে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাকে সাঁকো বললে বাহুল্যই হবে। পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা নিয়েই সেই সুপারি গাছের কাণ্ডের ওপর দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে।

সমস্যার কথা বিভিন্ন জায়গায় জানানো হয়েছে বলে দাবি স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা রিনা দাস অধিকারীর। তাঁর কথায়, 'ওই এলাকায় জল আটকে রয়েছে সেটা শুনেছি। সেটা সরেজমিনে গিয়ে দেখা হবে। যেখানে সাঁকো ছিল সেখানে একটি কালভার্ট তৈরির জন্য উদ্যোগী হয়েছিলাম। সেটা এখনও করা যায়নি। আমরা চেষ্টা করছি।'

পাঁচকোলগুড়ি আট মাইল বাজারের পিছনেই এই সমস্যা সব থেকে বেশি। স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, গ্রামের ওই জায়গা থেকে ৫০০ মিটার দূরে একটি ছোট সেতু ছিল।

এরপর ছয়ের পাতায়

সুপারি গাছ দিয়ে এইভাবে যাতায়াত করতে হচ্ছে।

খোলা আকাশের নীচে পুরসভার বহুমূল্য গাড়ি

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৮ মে : রাস্তায় জল দেওয়ার গাড়ি, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের ট্র্যাক্টর রাখা হয়েছে শিশু সদনের মাঠে। বর্জ্য তোলার গাড়িগুলি রাখা হয়েছে পুরসভা অফিসের সামনে। এছাড়া আরও নামীদামি গাড়ি, যন্ত্রাংশ পড়ে রয়েছে এদিক-ওদিক। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে কেনা এইসব গাড়ি ও যন্ত্রপাতি এখন খোলা আকাশের নীচে রেখেছে ফালাকাটা পুরসভা। রাখার জায়গাই তো নেই। তাই কয়েক কোটি টাকায় কেনা এই গাড়িগুলি নিয়েই এখন বিপাকে পড়েছে পুরসভা কর্তৃপক্ষ। সামনেই বর্ষা। দ্রুত সেসব আচ্ছাদনের নীচে রাখার ব্যবস্থা না হলে নষ্ট হওয়ার আশঙ্কাও করা হচ্ছে।

সমস্যার কথা মেনে নিয়েছেন ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি। চেয়ারম্যানের কথায়, 'রাজ্য থেকেই আমাদের এসডব্লিউএম প্রকল্পের জন্য গাড়ি, ট্র্যাক্টর, হাইড্রা ক্রেন সহ আরও বেশ কিছু যন্ত্রাংশ পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এগুলো রাখার জন্য আমাদের কোনও জায়গা নেই। বাধ্য হয়েই বিভিন্ন জায়গায় রাখতে হচ্ছে। সমস্যার কথা আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।'

পুরসভা সূত্রে খবর, ফালাকাটায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্প তৈরি হয়ে গেলে পরিষেবা যাতে দ্রুত শুরু করা যায় তার জন্য উদ্যোগ নেয় পুরসভা। তারা রাজ্যের কাছে পরিষেবা দেওয়ার জন্য যাবতীয় গাড়ি, ট্র্যাক্টর সহ অন্য সামগ্রী চেয়ে আবেদন করেছিল। এর পরেই রাজ্য থেকে ফালাকাটায় ৪টি ট্রলি সমেত ট্র্যাক্টর, ১টি হাইড্রা ক্রেন, ১টি আর্থমুভার এবং ১টি ১২ হাজার লিটার জলধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন বিশেষ সুবিধাযুক্ত ওয়াটার স্প্রিংকলার গাড়ি পাঠানো হয়। মাসখানেক আগে আবার গোটা ছয়েক বর্জ্য সংগ্রহের গাড়িও পাঠানো হয়েছে। পুরসভা জানিয়েছে, উৎসব অনুষ্ঠানে জল পৌঁছে দিতেও তারা কয়েকটি ট্যাংকার কিনেছে।

এরপর ছয়ের পাতায়

নষ্ট হচ্ছে

- রাজ্য থেকে ৪টি ট্রলি সমেত ট্র্যাক্টর, ১টি হাইড্রা ক্রেন, ১টি আর্থমুভার পাঠানো হয়েছে
- এসেছে ১টি ১২ হাজার লিটার জলধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন বিশেষ সুবিধাযুক্ত ওয়াটার স্প্রিংকলার গাড়ি
- মাসখানেক আগে গোটা ছয়েক বর্জ্য সংগ্রহের গাড়িও পাঠানো হয়েছে

মণিপুরকে মনে করাচ্ছে 'লইবাড়ি হাট'

হবিবপুরের একটি গ্রাম লইবাড়ি। 'লইবাড়ি হাট' এখানেই বসে। বিশেষত্ব বলতে এটি পুরোপুরিভাবে মহিলা পরিচালিত। বিক্রেতারা তো বটেই, এই হাটে যাঁরা কেনাকাটা করতে আসেন তাঁরাও বেশিরভাগই মহিলা।

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

হবিবপুর, ১৮ মে : সড়কপথে দূরত্ব মোটামুটিভাবে ১২০০-১৩০০ কিলোমিটার। 'লইবাড়ি হাট'-এর কল্যাণে মালদার হবিবপুর আর মণিপুরের ইম্ফলের সেই দূরত্ব যেন হেলায় উধাও। হবিবপুরের একটি গ্রাম লইবাড়ি। 'লইবাড়ি হাট' এখানেই বসে। বিশেষত্ব বলতে এটি পুরোপুরিভাবে মহিলা পরিচালিত। বিক্রেতারা তো বটেই, এই হাটে যাঁরা কেনাকাটা করতে আসেন তাঁরাও বেশিরভাগই মহিলা। অনেকেই জানেন, ইম্ফলেও এমনই একটি হাট বসে। 'ইমা কিথল' নামে সেই হাট 'মায়েদের হাট' নামেও পরিচিত। পার্থক্য বলতে, ইম্ফলের সেই হাট দেশজুড়ে সবার কাছে যতটা পরিচিত, হবিবপুরের হাটটি মোটেও ততটা নয়। অথচ এই হাটের ইতিহাস কিন্তু বেশ পুরোনো। কম করেও অন্তত ৫০ বছর। এই সময়কালে এটি ধীরে ধীরে বেড়ে কলেবরে আজ অনেকটাই বড়। মালদা জেলায় তো বটেই, পশ্চিমবঙ্গে এমন হাট দ্বিতীয়টি নেই। মণিপুরের হাটটিকে বাদ দিলে দেশে হয়তো এমন আর কোনও তৃতীয় হাটের খোঁজ নেই।

কী নেই এই হাটে? টাটকা শাকসবজি, দেশি মাছ, মাংস, ডিম। বিক্রেতাদের অনেককে দেখা গেল বাড়ির পোষ্য হাঁস, মুরগি নিয়ে এসেছেন। স্টিলের পাত্রে বাড়ির পোষা গোরুর দুধ নিয়েও অনেককে সেখানে দেখা গেল। অর্থনীতিতে 'ইউএসপি' বলে একটা শব্দ আছে। ইউনিক সেলিং পয়েন্ট। অর্থাৎ যে বিশেষ গুণের জন্য কোনও সামগ্রী বাজারে খুব ভালোভাবে বিকোয়। রোজকে রোজ সংসারের লড়াই সামলে এই বাজারে যাঁরা বিক্রিবাটা সারেন তাঁদের কাছে 'ইউএসপি' শব্দটি অনেকটাই দূরের। অর্থ জানেন কি না বলে প্রশ্ন করা হলে পুষ্প মণ্ডল নামে এক বিক্রেতা স্বাভাবিকভাবেই ঘাড় নাড়লেন। বিষয়টি বুঝিয়ে বলার পর অবশ্য তাঁর মুখে হাসি ঝলমল, 'হাটে যা কিছু বিক্রি হয় সবই কিন্তু আমাদের ঘরের। বাইরের নয়।' হাট ঘুরে সব দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল 'লইবাড়ি হাট'-এর ইউএসপি নিয়ে একটি বিজ্ঞাপনী ক্যাচলাইন লিখলে অনায়াসে লেখা যায় 'বিশুদ্ধ ও খাঁটি'।

এমন একটি ক্যাচলাইন করা গেলে তা যে মোটেও ভুল হবে না সেটা হাটে বাজার করতে আসা ক্রেতা নমিতা রায় মেনে নিলেন। বললেন, 'এখানে এসে কেনাকাটা সেরে কোনওদিন খারাপ কিছু পাইনি। বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর এসব খারাপ বলে কেউ কোনওদিন অভিযোগ করেনি।' নমিতার মতো অভিজ্ঞতা প্রায় সবারই। তাই তাজপুর, শোলাডাঙ্গা, কালপেঁচি, ডাঙ্গাপাড়া, মেস্তরপাড়া, বেলতলা সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে অনেকেরই এখানে নিয়মিত আনাগোনা।

তবুও তুলনা এসেই পড়ে। স্বামীদের কেউ কৃষিকাজ করেন, কেউবা দিনমুজর। সংসারে একটু সুখের আশায় হেমলতা মণ্ডলরা এই হাটে এসে পসরা সাজিয়ে বসেন। মণিপুরের ইমা কিথল হাটের নাম শুনেছেন? নামটা শুনে হেমলতা হেসেই কুটিপাটি। তারপর সব শুনে তাঁর সহজসরল প্রশ্ন, 'ওরাও কি আমাদের দেখে এমন হাট শুরু করেছে?' পরে ওই হাটের বিষয়ে আরও কিছু শুনে বিড়বিড় করে বললেন, 'কী আজব এই দুনিয়া!'

দুনিয়া সত্যিই আজব। নইলে দিনকেদিন যেখানে সবকিছুর দাম মারাত্মকভাবে বেড়ে চলে সেখানে প্রতি সপ্তাহের রবি ও বৃহস্পতিবার বিকেলে বসা লইবাড়ি হাটের সমস্ত সামগ্রীর দাম সাধারণের অনেকটাই নাগালে।

এরপর ছয়ের পাতায়

লইবাড়ি হাটে পসরা নিয়ে তিন প্রজন্ম। -সংবাদচিত্র

উন্নত প্রজাতির আনারস চাষ মোহিতনগরে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৮ মে : রাজ্যে প্রথম উন্নতমানের সুস্বাদু এমডি ২ প্রজাতির আনারস চাষের পাইলট প্রকল্প শুরু হল জলপাইগুড়ি হর্টিকালচার দপ্তরের মোহিতনগরের পুরোনো খামারবাড়িতে। প্রায় ২ বিঘা জমিতে ১০ হাজার এই উন্নত প্রজাতির আনারসের চারা রোপণ করা হয়েছে। আগামী ১৫ মাসের মধ্যে গাছে ফলন আসবে বলে হর্টিকালচার দপ্তর জানিয়েছে। পাইলট প্রকল্প সফল হলে জলপাইগুড়ি জেলা সহ উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলাতে চাষিদের মধ্যে উন্নত প্রজাতির আনারস চাষ শুরু করা হবে।

হর্টিকালচার দপ্তরের সহকারী অধিকর্তা খুরশিদ আলম জানিয়েছেন, উন্নত এমডি ২ প্রজাতির আনারসের সঙ্গে দেশীয় আনারসের সবদিক থেকেই অনেক পার্থক্য। সাধারণ আনারসে প্রচুর অ্যাসিড থাকে। এমডি ২ প্রজাতির উন্নত আনারসে পয়েন্ট ৪ শতাংশ অ্যাসিড থাকে। সাধারণ আনারসের গায়ে অনেক চোখের মতো অংশ থাকে যা কেটে বাদ দিলে আনারসের পরিমাণ কমে যায়। উন্নত জাতের আনারসে চোখ থাকে না। সাধারণ আনারসের তুলনায় এমডি ২ প্রজাতির আনারসের মিষ্টতা অনেক বেশি। তাছাড়া উন্নত প্রজাতির আনারসে বাদামি রংয়ের রোগের প্রাদুর্ভাব থাকে না। সাধারণ আনারস গাছের পাতা খসখসে হয়, উন্নত প্রজাতির আনারসের গাছের পাতা মসৃণ হয়। এক একটি উন্নত আনারস ফল দেড় কেজি থেকে ২ কেজি ওজনের হয়। তিনি বলেন, 'পাইলট প্রোজেক্ট সফল হলে উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলাতে এই চাষ শুরু করা হবে।'

এই উন্নত প্রজাতির আনারস গাছকে টিস্যু কালচার করার পর মোহিতনগরে রোপণ করা হয়েছে। মোহিতনগর খামারের ১ বিঘা জমিতে ৫ হাজার আনারস চাষ শুরু করা হয়েছে খোলা জায়গায়। বাকি ১ বিঘা জমিতে আরও ৫ হাজার গাছ রোপণ করা হয়েছে অন্যান্য অন্য বড় গাছের ফাঁকে ফাঁকে। এই প্রকল্প রাজ্যের মধ্যে একমাত্র মোহিতনগরের খামারেই পাইলট প্রকল্প হিসেবে শুরু করা হয়েছে। যদি সফল হয় উত্তরবঙ্গজুড়েই চাষ করা হবে বলে হর্টিকালচার দপ্তর জানিয়েছে। এই উন্নত প্রজাতির আনারস স্থানীয় বাজারের পাশাপাশি রাজ্যের বাইরে পাঠানো যাবে বলে হর্টিকালচার দপ্তরের উপ অধিকর্তা অলোক মণ্ডল জানিয়েছেন। মোহিতনগরের হর্টিকালচার দপ্তরের পুরোনো খামারে দেশীয় প্রজাতির আনারস চাষ হয়ে আসছে। কিন্তু ফলন খুব একটা ভালো না হলেও মিষ্টতা তেমন থাকত না। তাই উন্নত এমডি ২ প্রজাতির আনারস চাষের পাইলট প্রকল্প শুরু করা হল। দপ্তরের বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস, যেভাবে উন্নত আনারস গাছ বেড়ে উঠছে আগামী ১৫ মাস পর ফলন ভালো দেবে।

তোপকেদাড়ায় স্নো লেপার্ডের দুই শাবকের জন্ম

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : ফের একবার তোপকেদাড়া প্রজননকেন্দ্রে সফল প্রজনন সম্পন্ন হল। এবার স্নো লেপার্ড 'রের' দুটি শাবকের জন্ম দিয়েছে। গত ১৩ মে দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু জুলজিকাল পার্কের অন্তর্গত তোপকেদাড়া ব্রিডিং সেন্টারে ওই স্নো লেপার্ডটির শাবক জন্মায়। প্রজননকেন্দ্রের তরফে জানা গিয়েছে, মা এবং সন্তানরা সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছে। সদ্যোজাত দুই শাবকের মধ্যে একজন মর্দা ও একজন মাদি।

আপাতত তাদের ক্রলে রাখা হয়েছে। সেখানেই মায়ের কাছে শাবকগুলি ধীরে ধীরে বড় হবে। তাদের স্বাস্থ্যের প্রতিও বিশেষ খেয়াল রাখা হচ্ছে। সর্বক্ষণ সিসি ক্যামেরায় নজরদারি চালানো হচ্ছে। মায়েরও বিশেষ যত্ন নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ। দার্জিলিং চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর বাসবরাজ হোলেইচি-র এ বিষয়ে বক্তব্য, 'স্নো লেপার্ড মা এবং তার শাবকরা সুস্থ রয়েছে। মায়ের স্বাস্থ্যের ওপর বিশেষ খেয়াল রাখা হচ্ছে।'

দার্জিলিংয়ের তোপকেদাড়া ব্রিডিং সেন্টার রেডপান্ডা এবং স্নো লেপার্ড প্রজননে ইতিমধ্যেই গোটা দেশে নজির গড়েছে। সফল প্রজননের পর ওই কেন্দ্র থেকে রেডপান্ডা যেমন সিঙ্গালিলার জঙ্গলে ছাড়া হয়েছে, তেমনই স্নো লেপার্ডও অন্যত্র পাঠানো হয়েছে। গত বছরের ৩১ অগাস্ট তোপকেদাড়া ব্রিডিং সেন্টারে একজোড়া স্নো লেপার্ডের জন্ম হয়েছিল।

বর্তমানে দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় স্নো লেপার্ডের সংখ্যা ১৩। তার মধ্যে চারটি মর্দা ও সাতটি মাদি। গত বছরের শেষের দিকে স্নো লেপার্ড 'রের' অন্তঃসত্ত্বা হয়। এরপর থেকেই তাকে বিশেষ যত্নে রাখা হয়েছিল।

চিকিৎসকরা ২৪ ঘণ্টা তার স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখছিলেন। তারপর গত ১৩ মে রের সফলভাবে দুটি শাবকের জন্ম দেয়। বর্তমানে মা স্নো লেপার্ডকে বেশি করে জল, মাংস ও প্রোটিন জাতীয় খাবার দেওয়া হচ্ছে। খাবারের সঙ্গে একাধিক ওষুধও রয়েছে।

যেহেতু শাবকরা মায়ের দুধ খেয়েই বড় হচ্ছে তাই দিনে বেশ কয়েকবার তাকে খেতে দেওয়া হচ্ছে বলে চিড়িয়াখানার কর্তারা জানিয়েছেন।

বিশেষ যত্ন

- সদ্যোজাত দুই শাবকের মধ্যে একটি মর্দা ও অন্যটি মাদি
- আপাতত তাদের ক্রলে রাখা হয়েছে
- সেখানেই মায়ের কাছে শাবকগুলি বড় হবে
- তাদের স্বাস্থ্যের প্রতিও বিশেষ খেয়াল রাখা হচ্ছে
- সর্বক্ষণ সিসি ক্যামেরায় নজরদারি চালানো হচ্ছে
- মায়েরও বিশেষ যত্ন নেওয়া হচ্ছে

লাটাগুড়িতে পর্যটকদের চায়ের আড্ডা

নাগরাকাটা, ১৮ মে : এ-ও আরেক 'চায়ে পে চর্চা'। ডুয়ার্সের পর্যটকদের নিয়ে চা আড্ডার আয়োজন করেছে জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতি। ২১ মে আন্তর্জাতিক চা দিবস। সেদিন লাটাগুড়িতে অনুষ্ঠানটি হবে। ক্ষুদ্র চা চাষিদের তৈরি গ্রিন, ব্ল্যাক, অর্থডক্স, হোয়াইট বা পার্পলের মতো রকমারি স্বাদ এবং গন্ধের চায়ের মৌতাত তো রয়েইছে। পাশাপাশি থাকছে স্থানীয়দের নিয়ে লোকনৃত্য, চায়ের ওপর প্রশ্নোত্তরের আসরও। বুধবারের এই আয়োজনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন।

উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, সেদিন বিকেল পাঁচটা থেকে চায়ের আড্ডা শুরু হবে। চলবে সন্ধ্যা আটটা পর্যন্ত। সব পর্যটকদের বিনামূল্যে চা খাওয়ানো হবে। থাকবে চা বিক্রির স্টলও। ময়নাগুড়ির 'জয় জল্পেশ' ফ্যাক্টরি সহ জেলার অন্যান্য জায়গার ক্ষুদ্র চা চাষিদের ছয়টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ফ্যাক্টরি কিংবা বাড়িতে নিজেদের হাতে তৈরি উচ্চ গুণগতমানের চায়ের স্বাদ পরখ করতে পারবেন পর্যটকরা। বিভিন্ন বড় বাগানের চা কিনে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাও থাকবে সেখানে।

হরিমাধব মঞ্চের শিলান্যাস প্রস্তাব মমতাকে

বালুরঘাট, ১৮ মে : সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন বাংলা নাটকের কালজয়ী নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়। তাঁর প্রয়াণের পরেরদিনই বালুরঘাট পুরসভা তাঁর স্মৃতিতে বালুরঘাটে হরিমাধব মুক্তমঞ্চ গড়ে তোলার আশ্বাস দিয়েছিল। এবার মুখ্যমন্ত্রীর হাতে সেই মঞ্চের শিলান্যাসের প্রস্তাব পাঠাল বালুরঘাট পুরসভা। সোমবার উত্তরবঙ্গ সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার ডাবগ্রামে পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে কয়েক হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন তিনি। সেখানেই বালুরঘাট শহরের সুরেশরঞ্জন পার্কের সামনে প্রয়াত হরিমাধবের স্মৃতিতে মুক্তমঞ্চের শিলান্যাস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে।

বৃষ্টি তখনও নামেনি। রবিবার বিকেলে বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের ক্যামেরায়।

স্বীকৃতি না থাকায় আসছে না অনুদান

ন্যাকের পরিদর্শন, ধোঁয়াশা পিবিইউয়ে

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৮ মে : প্রতিষ্ঠার পর এক দশকের বেশি সময় অতিক্রান্ত হলেও এতদিনে ন্যাক (ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল)-এর পরিদর্শন করাতে পারেনি কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। শুধু তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২ বি স্বীকৃতিও নেই। অধ্যাপকদের দু'-একজন জানিয়েছেন, ১২ বি স্বীকৃতি না থাকায় ইউজিসি, সিএসআইআর-এর অনুদান পাচ্ছে না বিশ্ববিদ্যালয়। ন্যাক-এর পরিদর্শন না হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনার মানও প্রশ্নের মুখে। বিষয়টি নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা এবিএন শীল কলেজ, কোচবিহার কলেজ, বাণেশ্বর সারথিবালা মহাবিদ্যালয়, মেখলিগঞ্জ কলেজ সহ নানা প্রতিষ্ঠান ন্যাক থেকে মূল্যায়ন করিয়েছে। কিন্তু উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এতদিনেও সেই পরিদর্শন তথা মূল্যায়ন না করানোয় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে। এবিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবদুল কাদের সাফেলির বক্তব্য, 'ন্যাক-এর পরিদর্শন করাতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য থাকা প্রয়োজন। যেহেতু বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যহীন, তাই তিনি এলেই সংশ্লিষ্ট প্রস্তুতি নেওয়া হবে।'

দেবকুমার মুখোপাধ্যায় উপাচার্য থাকাকালীন ইউজিসির ১২ বি স্বীকৃতি এবং ন্যাক-এর পরিদর্শন করানোর জন্য দু'-তিনবার দিল্লি গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিটি বিভাগে পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাব এবং পরিকাঠামোগত সমস্যার কারণে সেসময় প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। এদিকে উপাচার্য না থাকায় সমস্যা বাড়ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। কবে উপাচার্য আসবেন, সেদিকে তাকিয়ে রয়েছেন সকলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক মাধবচন্দ্র অধিকারী বলেন, 'ন্যাক-এর মূল্যায়ন না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা কলেজগুলির সমস্যা হতে পারে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনার মানও প্রশ্নের মুখে দাঁড়াবে। এর সমাধান দরকার।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রবীণ অধ্যাপকের মন্তব্য, 'এতদিনেও আমাদের ন্যাক-এর পরিদর্শন হয়নি। স্থায়ী উপাচার্য থাকাকালীন কর্তৃপক্ষ চেষ্টা চালালেও কোনও কারণে তা হয়নি। ১২ বি স্বীকৃতিও আমাদের নেই। কেন এবিষয়ে কারও সদিচ্ছা নেই, তা বুঝতে পারছি না।'

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানানো হয়েছে, ১২ বি স্বীকৃতি না থাকায় ইউজিসি, সিএসআইআর থেকে সেভাবে অনুদান আসছে না। এতে মূলত বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপকদের কাজের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার পর ১৩ বছর হতে চললেও প্রতিটি বিভাগে শিক্ষাকর্মীর অভাব রয়েছে। প্রতিটি বিভাগে রয়েছে পর্যাপ্ত অধ্যাপকের অভাবও। এতে প্রতি মুহূর্তে নানা সমস্যায় পড়তে হচ্ছে ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে অধ্যাপকদের। এক অধ্যাপক বলেন, 'অধ্যাপক সংখ্যা, কোয়ার্টার, আলাদা প্রশাসনিক ভবন সহ প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো কিছুই সেভাবে আমাদের নেই। এসব থাকলে ন্যাকের ক্ষেত্রে আলাদা পয়েন্ট পাওয়া যায়।'

সীমান্তের কাছে নদীতে ভাসছে বহু জুতো

অমিতকুমার রায়

মানিকগঞ্জ, ১৮ মে : নদীর জলে ভেসে আসছে রংবেরঙের নানান মাপের জুতো। এই ঘটনা ঘিরে ছড়াল আতঙ্ক ও চাঞ্চল্য। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের নগর বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। তবে প্রশ্ন একটাই, এত নতুন জুতো এল কোথা থেকে? সীমান্ত সংলগ্ন বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশেই বাংলাদেশ। সীমান্তের ওপার থেকেই কি জুতো ভেসে আসছে? তা নিয়েও চর্চা চলছে।

পঞ্চায়েতের উপপ্রধান দিলীপকুমার দাস বলেন, 'এরকম রংবেরঙের জুতো সাধারণত পাহাড়ি এলাকার মানুষ ব্যবহার করে। দুষ্কৃতীরা হয়তো কোনও দোকান বা গাড়ি থেকে এসব লুট করেছিল। এলাকায় তা বিক্রি করতে না পেরে হয়তো নদীর জলে ফেলে দিয়েছে।' জুতোগুলো বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায় মানিকগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ। জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'বস্তার জুতোগুলো পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে আতঙ্কিত হওয়ার মতো কোনও কিছু পাওয়া যায়নি। এগুলো সবই পুরোনো, ব্যবহৃত জুতো।' অকারণ গুজব না ছড়ানোর অনুরোধ করেন জেলা পুলিশ সুপার।

গত শনিবার অমরখানা এলাকায় ডোকাইচাঁদ নদী থেকে প্রথমে বস্তাবোঝাই জুতো মেলে। রবিবার ফের অমরখানা এলাকায় যমুনা নদীর জলে আরও এক বস্তাবোঝাই জুতো নদীর জলে ভাসতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তারপর রাস্তার পাশে ঝোপে, চা বাগান, চাষের জমি থেকে ঝাঁ চকচকে রংবেরঙের জুতোর দেখা মিলতে থাকে। স্থানীয় পরেশ রায় বলেন, 'নতুন জুতো দেখে কেউ কেউ লুট করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আবার অনেকেই চিন্তিত জুতোয় কোনও বিপদ লুকিয়ে রয়েছে কি না, সেটাই বুঝতে পারছে না।'

বিক্রয়

আলিপুরদুয়ার নিউটাউন পার্ক রোডের পাশে 3.75 ডেসিমেল জমি অতিসত্বর বিক্রয় হবে। Mo : 8101427002. (C/115566)

•

পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি সংহতি মোড়ের কাছে ২ কাঠা জমির ওপর তিনতলা সুসজ্জিত বাড়ি বিক্রয় করতে চাই। M : 9832093348. (C/116345)

ক্রয়

খড়িবাড়ি ব্লকে একবিঘা রেজিঃ জমি কিনতে চাই। M : 9832093348. (C/116545)

কর্মখালি

৯টা থেকে ৯টা (9 AM to 9 PM) শিলিগুড়িতে সিকিউরিটি গার্ড লাগবে, বেতন - 12,000/-, M : 8001040040.

•

শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়ায় ফ্ল্যাট-এর জন্য নাইটগার্ড লাগবে, বেতন 10,000/-, বয়স : 20-50, M: 9933119446. (C/116501)

কর্মখালি

স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয় 10-18000/-, থাকা খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/116323)

•

Linux Admin Support Engineer in State Data Centre. Location : Siliguri & Agartala Experience : 0 to 3 years, k.saikh@bluematrixsolution.com

ASSAY INDIAN MODEL SCHOOL (AIMS)

Required pure Sci, Math, Eng., Physical Sci.Teacher. Salary : 12 K-15K. Mob : 9733055032, 7363007227. (C/116502)

অ্যাভিডেভিট

আমার কিছু তথ্যাদিতে Satyajit Ray লিপিবদ্ধ আছে। গত 17.05.25, 3rd Court, সদর, কোচবিহার J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Satyajit Roy এবং Satyajit Ray এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। ব্রহ্মত্তর কশাল ডাঙ্গা, আকরারহাট বন্দর, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/115934)

•

দিনহাটা EM কোর্টে 16.5.25 অ্যাফিডেভিট বলে আমি চন্দ্রিমা রায় বেপারী এবং চন্দ্রিমা রায় একই ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। সাং জিৎপুর-১। (S/M)

CORRIGENDUM LEGAL NOTICE

I Tapash Nandi, Advocate, Siliguri have Published a Legal Notice on 16-05-2025 in Page No. 02, Col. No. 05, of UTTAR BANGA SAMBAD and the Deed Number which are lost shall be read as I - 4867 & I - 4870 for the year 1984 instead of DEED NUMBER I - 4870 for the year 1984.
Tapash Nandi (Advocate)
Siliguri, M:- 94341 51274

আজ টিভিতে

চ্যাটার্জি বাড়ির মেয়েরা সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ দেবতা, বেলা ১১.০০ ভক্তের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, দুপুর ১.০০ সেদিন দেখা হয়েছিল, বিকেল ৪.০০ রিফিউজি, সন্ধে ৭.০০ বিধিলিপি, রাত ১০.০০ মন মানে না, ১.০০ নব্যাংশ
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ সাত পাকে বাঁধা, বিকেল ৪.২০ গুরু, সন্ধে ৭.৩০ সংগ্রাম, রাত ১০.৪৫ শাপমোচন
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ মেমসাহেব, দুপুর ১.৩০ প্রাণের স্বামী, বিকেল ৪.৩০ বর কনে, রাত ১০.৩০ রূপবান, ১.১৫ জয় কালী কলকাতাওয়ালি
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ শুভ রজনী
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মস্তান
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অমর সঙ্গী
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি: দুপুর ১২.০৩ দ্য লেজেন্ড অফ মাইকেল মিশ্রা, ২.০৬ নো ওয়ান কিলড জেসিকা, বিকেল ৪.২২ দিল বেচারা, সন্ধে ৬.০৫ রাজনীতি, রাত ৯.০০ দম লগাকে হইসা, ১০.৫৪ ওহ কওন থি?
জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৩২ বিবি নম্বর ওয়ান, দুপুর ১.৫৭ স্যামি-টু, বিকেল ৪.৪৯ পিগুম, রাত ১০.৩৪ মায়োঁ
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.৩৬ দ্য হিরো : লভ স্টোরি অফ আ স্পাই, বিকেল ৫.১১ দবং-থ্রি, রাত ৮.০০ উরি : দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, ১০.৪৪ পিপা
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.১১ বার বার দেখো, দুপুর ১.৩৩ জাজমেন্টাল হ্যায় কেয়া, বিকেল ৩.৩৬ মনমর্জিয়াঁ, সন্ধে ৬.১৫ এজেন্ট বিনোদ, রাত ৯.০০ বাওয়াল, ১১.১৮ গুডবাই

আলাদিন রাত ৮.৪৫ স্টার মুভিজ এইচডি

সাতে পাকে বাঁধা দুপুর ১.৩০ জলসা মুভিজ

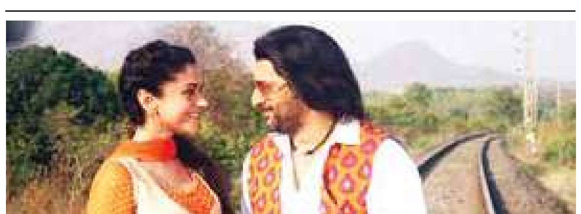

দ্য লেজেন্ড অফ মাইকেল মিশ্রা দুপুর ১২.০৩ স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

উত্তরের শিকড়

সমাধিফলক যেন ওঁদের অবদানের সাক্ষী

অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলায় চা শিল্প স্থাপনের কাণ্ডারি, তথা ইংরেজ টি প্ল্যান্টার্সরা যেন আজও জীবিত আছেন স্থানীয় সেন্ট মাইকেল অ্যান্ড অল অ্যাঞ্জেলস চার্চের তত্ত্বাবধানে থাকা সমাধিফলকে। দূর-দূরান্ত থেকে আজও অনেকেই আসেন সেসব সমাধিফলক দেখতে তথা সেই সকল চা বণিকদের সম্পর্কে জানতে।

এই চার্চের জমিতে ডুয়ার্সের নানা কবরস্থান থেকে এনে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে সমাধিফলকগুলি। তবে বহুদিন সেই ফলকগুলি অবহেলায় পড়ে ছিল। যার মধ্যে কয়েকটি সমাধিফলক তুলে এক জায়গায় উঁচু করে সাজিয়ে রেখেছে চার্চ কর্তৃপক্ষ। যেমন এখানে লুইসা ক্যাথেরিন নামে এক চা বণিকের সমাধিফলক রয়েছে। ১৯০২ সালে তিনি মারা যান ডুয়ার্সের চা বলয়ে মারণ রোগ কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে। এছাড়াও ১৮৭৭ সালে ওয়ালটার আলেকজান্ডার জন থমসনের স্ত্রী শার্লি থমসন মারা যান কলেরায়। তাঁর সমাধিফলকও এখানে রয়েছে। চার্চটির প্রতিষ্ঠার পেছনে এই মহিলার অনেক অবদান রয়েছে। আরেক ইংরেজ ক্যাপ্টেন জন গ্র্যান্টের ২১ বছরের ছেলে জেমসের কলেরায় মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর সমাধিফলকও রয়েছে সযত্নে। ১৮৯৭ সালের ২২ মার্চের মৃত্যুর এই তারিখের পাশে পাথরে ইংরেজিতে খোদাই রয়েছে julpaiguri নামটি। যদিও আজকের ইংরেজি অক্ষরে jalpaiguri বানান লেখা হয়। ডুয়ার্সের সোনগাছি, বাগরাকোট, চিলৌনির বহু ইংরেজ চা কর্তা এবং ম্যানেজারের স্মৃতি ফলক চার্চের ভেতরে জ্বলজ্বল করছে। চার্চের পরিচালন সমিতির সভাপতি সুহৃদ মণ্ডল বলেন, 'আমরা চাই ডুয়ার্সের চা বাগানের গোড়াপত্তনে ইংরেজদের অবদান ও ডুয়ার্সের নানাবিধ রোগের ইতিহাস সম্পর্কিত হেরিটেজ মিউজিয়াম গড়ে তুলতে সরকারিভাবে সাহায্য করা হোক।'

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ চলবে। প্রেমের ক্ষেত্রে অপরিচিত ব্যক্তির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। **বৃষ :** পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। দূরের কোনও বন্ধুর সঙ্গে ব্যবসায়িক যোগাযোগে উপকৃত হবেন। **মিথুন :** রাস্তায় কোনওরকম বিতর্কে জড়ালেই সমস্যা হবে। প্রিয়জনের জন্যে কিছু করতে পেরে আনন্দ। **কর্কট :** সন্তানের উচ্চশিক্ষার জন্যে খরচ বাড়বে। নতুন বাড়ি কেনার যোগ। **সিংহ :** অহেতুক কথা বলে জনপ্রিয়তা নষ্ট হবে। জমি ও বাড়ির কাগজপত্র সাবধানে রাখুন। **কন্যা :** জনহিতকর কাজে অংশগ্রহণে তৃপ্তি লাভ। দূরের বন্ধুকে কাছে পেয়ে আনন্দ। **তুলা :** সপরিবারে ভ্রমণে আনন্দ। কর্মপ্রার্থীরা কাজের সুযোগ পাবেন। ভালো কাজের জন্যে সম্মান প্রাপ্তি। **বৃশ্চিক :** সামান্য উদাসীনতায় সম্পর্কের ক্ষতি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বদলের ইঙ্গিত। **ধনু :** প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝতে পারেন। কোনও নতুন কর্মক্ষেত্র থেকে ভালো সুযোগ আসবে। **মকর :** ব্যবসায় ভালো ফল লাভ হবে। নতুন কোনও প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হতে পারে। প্রিয়জনের সহায়তা প্রাপ্তি। **কুম্ভ :** কর্মক্ষেত্র বদলের সিদ্ধান্ত। পুরোনো রোগ ফিরতে পারে। প্রেমে শুভ। **মীন :** বিদ্যার্থীদের শুভ। মায়ের পরামর্শে সংসারের সমস্যা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৪ জৈষ্ঠ্য, ১৪৩২, ভাঃ ২৯ বৈশাখ, ১৯ মে, ২০২৫, ৪ জেঠ, সংবৎ ৭ জ্যৈষ্ঠ বদি, ২০ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৪।৫৮, অঃ ৬।১০। সোমবার, সপ্তমী রাত্রি ১।২৯। শ্রবণানক্ষত্র দিবা ৩।৫৪। ব্রহ্মযোগ রাত্রি ১।২৩। বিষ্টিকরণ দিবা ১।৫৪ গতে ববকরণ রাত্রি ১।২৯ গতে বালবকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ৩।৫৪ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ৩।৪৪ গতে কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। মৃতে- একপাদদোষ, রাত্রি ১।২৯ গতে দোষ নাই। যোগিনী- বায়ুকোণে, রাত্রি ১।২৯ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ৬।৩৭ গতে ৮।১৬ মধ্যে ও ২। ৫২ গতে ৪।৩১ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১৩ গতে ১১।৩৪ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পূর্বে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ১২। ৪২ গতে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান, কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১২।৪২ গতে ২।৫২ মধ্যে নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ বৃক্ষাদিরোপণ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৮।৩০ গতে ১০।১৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।৮ গতে ১১।৫৮ মধ্যে ও ১।২২ গতে ২। ৫০ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৩।৩০ গতে ৪।১২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

অস্তিত্ব সংকটে চা বাগান

বাসরা, কালিঝোরা, পানা নদীর দাপটে বিপর্যয়ের শঙ্কা

সমীর দাস

কালচিনি, ১৮ মে : গ্রীষ্ম পেরিয়ে বর্ষা আসছে। আর বর্ষা এলেই অস্তিত্ব সংকটে ভোগে কালচিনি ব্লকের সেন্ট্রাল ডুয়ার্স চা বাগান।

বাগানটির একদিকে বাসরা নদী। অপরদিকে কালিঝোরা নদী। বাগান থেকে ৪-৫ কিলোমিটার দূরে পানা নদী। প্রতিটি নদীর উৎস ভুটান পাহাড়। আবার বাগানটির পেছনে রয়েছে ভুটান পাহাড়। বর্ষা এখনও সেভাবে শুরু হয়নি। তবে গত কয়েক বছরের মতো এবছরও ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসা নদীগুলোর জল বাড়বে, তা সহজেই অনুমেয়। আর এর ফলে আবার অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে চা বাগানের একাংশ। তা নিয়ে আতঙ্কে চা বাগানের শ্রমিক মহল। বাগানকর্মী চন্দ্রবীর থাপা বলেন, 'এভাবে প্রতিবছর নদীর পাড় ভাঙতে থাকলে আগামীদিনে বাগানটির অস্তিত্ব থাকবে না।'

বাগান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বাসরা ও কালিঝোরা নদীর ভাঙনে গত বছর বাগানের প্রায় ২৫ হেক্টর জমি নদীগর্ভে চলে গিয়েছে। গত বছর বাসরা নদীর পাড়বাঁধ নির্মাণের কাজ করার কথা থাকলেও এখনও পর্যন্ত কাজ শুরু হয়নি। এবিষয়ে সেচ দপ্তরের আলিপুরদুয়ার বিভাগের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কেশবরঞ্জন রায় বলেন, 'বাঁধের কাজের ওয়ার্ক অর্ডার বের করা হয়েছে। অতি দ্রুত বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হবে।'

সেচ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ভরা বর্ষায় ভুটান পাহাড়ের নদীগুলোতে প্রচণ্ড জলস্রোত থাকে। তাই বাঁধ দেওয়া হলে কতটা কার্যকর হবে তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছে সেচ দপ্তরই। এদিকে গত কয়েকদিনের বর্ষায় জল বেড়েছে বাসরা নদীতে। ফলে নদী পার হয়ে ওই চা বাগানের পড়ুয়ারা জয়গাঁয় যেতে পারছে না।

সেন্ট্রাল ডুয়ার্স চা বাগান সংলগ্ন বাসরা নদীতে জল বেড়েছে।

বাগানের ম্যানেজার পরিমল ভট্টাচার্য বলেন, 'নদীভাঙনের সমস্যার বিষয়টি জেলা প্রশাসনকে ই-মেল করে জানানো হয়েছে।'

ভুটানের নদীর সমস্যা নিয়ে আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল দায়ী করেছেন কেন্দ্রীয় সরকারকে। রবিবার তিনি বলেন, 'ইন্দো-বাংলাদেশ নদী কমিশন রয়েছে। ইন্দো-নেপাল নদী কমিশনও রয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত ইন্দো-ভুটান নদী কমিশন গঠন করা হয়নি। ফলে প্রতি বছর বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের জঙ্গল, জলদাপাড়া বন্যপ্রাণ বিভাগের জঙ্গল ক্রমশ নদীগর্ভে চলে যাচ্ছে।'

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আসন্ন উত্তরবঙ্গ সফরে প্রশাসনিক বৈঠকে তিনি সুযোগ পেলে সমস্যার বিষয় উপস্থাপন করবেন বলে জানান।

সমস্যা যেখানে

- একদিকে বাসরা এবং অপরদিকে কালিঝোরা নদী
- বর্ষায় নদীগুলোতে প্রচণ্ড জলস্রোত থাকে
- বাসরা নদীর পাড়বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরুর কথা ছিল
- এখনও পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হয়নি

তাঁর অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী এর আগে সর্বদলীয় জনপ্রতিনিধিদের বলেছিলেন ইন্দো-ভুটান নদী কমিশনের বিষয়টি দিল্লিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তুলে ধরতে। কিন্তু বিজেপি বিধায়করা তাতে আমল দিচ্ছেন না।

যদিও কালচিনির বিধায়ক বিজেপির বিশাল লামা পালটা বলেন, 'বিষয়টি তো প্রশাসনের তরফে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো উচিত। প্রশাসন হাত তুলে নিলে কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্যই ব্যবস্থা নেবে।' এছাড়াও তিনি বলেন, আমাদের বিরোধী দলনেতা অবশ্যই এই বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ করবেন। তিনিও বাদল অধিবেশনে সমস্যার বিষয়টি তুলে ধরবেন। তাঁর অভিযোগ, সেচ দপ্তরের তরফে কেন বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে না? বাঁধ নির্মাণের আগে বাঁধ টিকবে না, তা কীভাবে কেউ দাবি করতে পারেন? প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপির বিধায়ক।

বর্ষার আগে রেল ট্র্যাকে বিশেষ নজর

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৮ মে : বর্ষার মরশুমে রেল ট্র্যাকের নিরাপত্তায় জোর দিল রেলমন্ত্রক। রেইনকাট হলে রেল ট্র্যাকে ট্রেন চলাচল বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। তাই কোন কোন জায়গায় রেইনকাট রয়েছে তা দেখা হচ্ছে। এছাড়াও রেল ট্র্যাক সংলগ্ন নালায় যাতে জল জমতে না পারে, সেদিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে। রেলসেতু এলাকায় নদীর জল যাতে বিপদসীমা না ছাড়ায় সেদিকেও নজর রাখছে পেট্রলিং টিম।

এবিষয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের চিফ পাবলিক রিলেশন অফিসার (সিপিআরও) কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'বর্ষাকাল শুরু হতেই রেল ট্র্যাক সহ সিগন্যালিং ব্যবস্থার উপর নজর রাখতে পেট্রলিংয়ে জোর দেওয়া হয়েছে রেলের তরফে।'

রেলমন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের মধ্যে কামাখ্যাগুড়ি সংলগ্ন এলাকা, সেবক-গুলমার মতো জায়গায় প্রায় প্রতিবছরই রেইনকাটের সমস্যা দেখা যায়। এর ফলে ট্রেন চলাচল আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। বিশেষ করে নীচু ও জলা জায়গা থাকায় সমস্যা আরও বাড়ছে। রেইনকাটের এই সমস্যা বড় আকার নিলে বোল্ডার বাঁধ তৈরি করা হয়। চলতি বছরেও একই রকমভাবে বর্ষার আগেভাগে সবরকম প্রস্তুতি শুরু করা হয়েছে।

ঝড়-বৃষ্টিতে সিগন্যালিং নিয়ে সমস্যা বড় আকার নেয়। বিশেষ করে পয়েন্ট অপারেটিং গিয়ার সিগন্যালিং পরিষেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। সাধারণত পয়েন্ট অপারেটিং গিয়ার নীচু জায়গায় থাকায় অনেক সময় তা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। এতে সিগন্যালিংয়ে সমস্যা বড় আকার নেয়। ফলে সেসব জায়গায় বাড়তি নজরদারি চলে। জল যাতে না জমতে পারে, তা দেখা হয়।

এছাড়াও অনেক জায়গায় নালার জল জমে সমস্যা হয়। কখনও তা তীব্র বেগে বেরিয়ে যাওয়ার সময় রেল ট্র্যাকের মাটি ধসে যায়, আর এতে ট্রেন চলাচলের সময় আশঙ্কা দেখা দেয়। নালার জল যাতে সমস্যার কারণ হয়ে উঠতে না পারে, তাই সেখানে বিশেষ নজর রয়েছে রেলমন্ত্রকের। বর্ষার মরশুমে পেট্রলিং টিমের সদস্যদের সংখ্যাও বাড়িয়ে তোলা হয়েছে। নির্দিষ্ট স্টেশন সংলগ্ন রেল ট্র্যাক, সেতুর উপর নজরদারি রাখতে দিনরাত নজর রাখছে পেট্রলিং টিম। বৃষ্টি হলেই সতর্ক থাকতে হয়। রাতের দিকে ভারী বৃষ্টি হলে অনেক সময় তড়িঘড়ি কাজ করতে হয়। তাই রেইনকাট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এমন জায়গায় বোল্ডার মজুত রাখা হচ্ছে।

ধান মাড়াই। রবিবার বিকেলে বঞ্চুকামারিতে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

ভাড়াবাড়িতে হানা, পরকীয়ায় লিপ্ত যুব নেতা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৮ মে : প্রায় ছয় মাস থেকে নিখোঁজ এক গৃহবধূকে জেলা স্তরের এক তৃণমূল যুব কংগ্রেস নেতার সঙ্গে অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে ধরে ফেললেন ওই মহিলার স্বজনরা। শনিবার মাঝরাতে এনিয়ে শোরগোল তৈরি হলে ঘটনাস্থলে যায় আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ এবং ওই নেতাকে আটক করা হয়।

পরকীয়ায় অভিযুক্ত ওই যুব তৃণমূল নেতা জেলা স্তরের এক তৃণমূল নেতার ছায়াসঙ্গী বলেই খবর। বেশ কিছুদিন থেকেই তাকে রাতে আলিপুরদুয়ার শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডের সম্মিলনি ক্লাব এলাকার এক বাড়িতে চারচাকার গাড়ি নিয়ে আসতে দেখতেন স্থানীয়রা। তাঁরা খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারেন বাড়িটি ভাড়া করা এবং এক মহিলার সঙ্গে তিনি রাত কাটান রোজ। কোনওভাবে এই খবর যায় সংশ্লিষ্ট গৃহবধূর বাপেরবাড়ি এবং শ্বশুরবাড়িতে।

শনিবার রাতে গৃহবধূর মা, ছেলে, মেয়ে, স্বামী সহ স্বজনরা ওই ভাড়াবাড়ির সামনে হাজির হন। তবে ঘর ভেতর থেকে বন্ধ থাকায় লোকজন হাঁকডাক শুরু করলে দরজা খুলতেই ওই নেতাকে অর্ধনগ্ন অবস্থায় দেখা যায়। প্রতিবাদ করতেই ওই নেতা গৃহবধূর এক আত্মীয়ের উপর চড়াও হলে আহত হন তিনি। এলাকায় শোরগোল তৈরি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ যায় এবং মহিলাকে উদ্ধার করে।

ঘটনার নেপথ্যে

- গৃহবধূর সঙ্গে ওই যুব তৃণমূল নেতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে
- ওই গৃহবধূ ও নেতার ছেলে একই স্কুলে পড়াশোনা করে, সেই সূত্রে দুজনের পরিচয়
- ফোনে ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘনিষ্ঠতা বাড়ে
- বিষয়টি পরিবারের নজরে আসতেই অশান্তি শুরু হয়

হাতাহাতিতে আহত গৃহবধূর ওই আত্মীয় বলেন, 'আমাদের বাড়ির মেয়ে স্বামী, ছেলে-মেয়ে রেখে প্রায় ছয় মাস ধরে নিখোঁজ। পুণ্ডিবাড়ি থানায় অভিযোগ করা হয়েছিল। তবে শনিবার রাতে তাকে ওই নেতার সঙ্গে ভাড়াবাড়িতে দেখা যায়। প্রতিবাদ করলে আমাকে মারধর করে ওই নেতা।' তাঁদের অভিযোগ, ওই গৃহবধূকে ভাড়াবাড়িতে একরকম আটকে রেখেছিলেন ওই যুব নেতা। প্রভাবশালী হওয়ায় মুখ খুলতে সাহস পাননি কেউ।

রবিবার বিকেলে গৃহবধূর পরিবার আলিপুরদুয়ার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য জানান, এনিয়ে তাঁরা খোঁজখবর নিচ্ছেন।

আলিপুরদুয়ার শহরের পলাশবাড়িতে ওই গৃহবধূর শ্বশুরবাড়ি। বাপেরবাড়ি কোচবিহারের খোলটায়। সূত্রের খবর, গৃহবধূর সঙ্গে ওই যুব তৃণমূল নেতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ওই গৃহবধূ ও নেতার ছেলে একই স্কুলে পড়াশোনা করে। সেই সূত্রে দুজনের পরিচয়। ফোনে ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। বিষয়টি পরিবারের নজরে আসতেই অশান্তি শুরু হয়। ছয় মাস আগে ওই গৃহবধূ বেপাত্তা হয়ে যান। সেই সময় তাঁর মা পুণ্ডিবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। সেই ঘটনার পর বিভিন্ন জায়গায় ঘরভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করেন তাঁরা। শনিবার রাতে নেতার কুকীর্তি প্রকাশ্যে আসে।

তৃণমূলের জেলা সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর মজুমদার বলেন, 'কেউ অন্যায় করে থাকলে দল তা মানবে না। আইন আইনের পথে চলবে।'

অস্ত্র দিয়ে কোপানোয় অভিযোগ দায়ের

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৮ মে : শুক্রবার গভীর রাতে শামুকতলার এক মহিলা ব্যবসায়ী পূর্ণিমা পাল এবং তাঁর ছেলে প্রসন্ন পালকে বাড়িতে ঢুকে অস্ত্রের কোপ মেরেছিল এক দুষ্কৃতী। ওই হামলার ঘটনায় রবিবার শামুকতলা থানায় লিখিত অভিযোগ জমা পড়ল। পূর্ণিমার দেওর সাধন পাল অভিযোগ জমা করেছেন। মহিলার আত্মীয়রা জানিয়েছেন, পূর্ণিমা ও প্রসন্নের চিকিৎসা নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্যই শনিবার তাঁরা এনিয়ে কোনও অভিযোগ জমা করতে পারেননি। দুজনকে রক্তাক্ত অবস্থায় শুক্রবার রাতেই কোচবিহারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বর্তমানে সেখানেই তাঁদের চিকিৎসা চলছে। পরিবার সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, গুরুতর জখম মহিলা এখনও বিপন্মুক্ত নন। তবে তাঁর ছেলের শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। অভিযোগ পেয়ে শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে বলেন, 'আমরা খুব গুরুত্ব দিয়ে ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছি। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে আমরা রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে চেষ্টা করছি। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বাড়ি এবং দোকানের সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

অভিযুক্ত অধরা

সাধন এদিন বলেন, 'শুক্রবার গভীর রাতে শামুকতলার দুর্গাবাড়ি এলাকায় আমার বৌদির বাড়িতে এক দুষ্কৃতী বৌদি এবং ভাইপোর ওপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়েছে। রাতে আমরা খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছে ওদের প্রথমে শামুকতলায় পরে কোচবিহারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করিয়েছি। গোটা ঘটনায় আমরা সকলে হতবাক। শুক্রবার গভীর রাত থেকে শনিবার সারাদিনই আমরা তাদের চিকিৎসার জন্য ব্যস্ত ছিলাম। তাই এদিন লিখিত অভিযোগ জমা করেছি।' তবে হঠাৎ কেন এভাবে হামলা করা হল তা এখনও বুঝতে পারছেন না বলেই সাধন জানিয়েছেন। তিনি পুলিশের কাছে আর্জি করেছেন যাতে দ্রুত ঘটনার তদন্ত করে দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

যদিও ওই ঘটনায় ব্যবসায়ী মহলে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। শামুকতলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক মানিক দে এবিষয়ে বলেন, 'এই ঘটনায় আমরা রীতিমতো উদ্বিগ্ন। আমরাও পুলিশের কাছে দুষ্কৃতীকে দ্রুত চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করার আর্জি জানিয়েছি। এছাড়া এলাকায় পুলিশি নজরদারি বাড়ানোরও আবেদন করেছি। শামুকতলায় এই ধরনের ঘটনা এই প্রথম।' তবে তাঁর আশা, পুলিশ অবশ্যই এই ঘটনার আসল রহস্য উদ্‌ঘাটন করে দোষীকে খুঁজে বের করতে পারবে।

বছরের পর বছর থমকে কালভার্টের কাজ

বর্ষার আগে দুশ্চিন্তায় মুন্ডাপাড়ার বাসিন্দারা

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ১৮ মে : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাসিপাড়ার মুন্ডাপাড়ায় কালভার্ট তৈরির দাবি গ্রামবাসীদের। আসন্ন বর্ষার আগে তাঁদের দুশ্চিন্তা বাড়ছে। এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, মেঠোপথের দুইদিকে বাঁশের ঠেকনাগুলি প্রায় ভেঙে গিয়েছে। মাঝে বসানো তিনটি ছোট-বড় হিউমপাইপ। পাশে চাষের জমিতে কাজ করছিলেন গ্রামবাসী কালীচরণ মুন্ডা। তিনি বললেন, 'গত বছর বাঁশ, মাটি, হিউমপাইপ দিয়ে রাস্তাটি সারাই করা হয়। যা পরিস্থিতি তাতে বর্ষা আরম্ভ হলে এসবের অস্তিত্ব থাকবে না। গত বছর বর্ষায় চরম ভোগান্তি সইতে হয়েছে। এরপর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় আগামী বর্ষার আগে এখানে পাকা কালভার্ট তৈরি করা হবে। সেই কাজ হয়নি।' গ্রামবাসী রিন্টু মুন্ডা একই কথা বললেন। তিনি বলেন, 'ভোটের আগে কালভার্ট তৈরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ভোট ফুরোতে কেউ আর কোনও খোঁজই নেননি।'

গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে অবশ্য সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কমলেশ্বর বর্মনের কথায়, 'গত বছর মুন্ডাপাড়ায় হিউমপাইপ বসিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়েছে। এবার বর্ষায় সমস্যা হবে। গ্রাম সংসদ সভার মাধ্যমে ইতিমধ্যে কালভার্ট তৈরির প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। অর্থ বরাদ্দ হলে কাজ শুরু হবে। চলতি বর্ষার আগে কালভার্ট তৈরি না হওয়ায় হিউমপাইপগুলি ভেঙে গেলে জরুরি ভিত্তিতে সংস্কারের কাজ হবে।'

মুন্ডাপাড়ায় এখানেই কালভার্টের দাবি।

> ইতিমধ্যে গ্রাম সংসদ সভার মাধ্যমে কালভার্ট তৈরির প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। অর্থ বরাদ্দ হলে কাজ শুরু হবে। আসন্ন বর্ষার আগে কালভার্ট তৈরি না হওয়ায় হিউমপাইপগুলি ভেঙে গেলে জরুরিভিত্তিতে সংস্কারের কাজ হবে।
>
> **কমলেশ্বর বর্মন,** *উপপ্রধান, পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত*

মুন্ডাপাড়ায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের বসবাস। বাসিন্দাদের দিন কাটছে অতি কষ্টে। অধিকাংশ গ্রামবাসীর ঘরবাড়ির অবস্থা বেহাল। মুন্ডাপাড়া থেকে ৫০০ মিটার দূরেই বুড়িতোর্ষা নদী। বেশি বৃষ্টি হলে নদীর জল ঢুকে প্লাবিত হয় মুন্ডাপাড়া। চলাচলের পথ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া বর্ষাকালে আতঙ্কের কারণ। এই এলাকায় যাতায়াতের প্রধান ভরসা মেঠোপথ। সেই পথের মাঝে একটি নালা রয়েছে। শুখা মরশুমে নালায় জল থাকে না। বর্ষায় ফুলেফেঁপে ওঠে। গ্রামবাসী তরুণ শিবচরণ মুন্ডার কথায়, 'বর্ষাকালে ওই নালার শোচনীয় পরিস্থিতি হয়। এখন বাঁশ, মাটি দিয়ে বসানো হিউমপাইপ বর্ষায় জলের তোড়ে ভেঙে যাবে। এজন্য পাকা কালভার্ট প্রয়োজন।'

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরে পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে মুন্ডাপাড়ার ওই নালার উপর তড়িঘড়ি কয়েকটি হিউমপাইপ বসিয়ে চলাচলের রাস্তা সাময়িকভাবে স্বাভাবিক করা হয়। যদিও সমস্যা সেই থেকেই গিয়েছে পাকা কালভার্ট তৈরি না হওয়ায়।

নিখোঁজ তরুণীর বাড়িতে বিধায়ক

শামুকতলা, ১৮ মে : এক তরুণী নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনায় তার পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ। ছয়দিন আগে শামুকতলা থানার পার্শ্ববর্তী এলাকার এক তরুণী হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে যান। এরপরেই মেয়েটির বাবা এব্যাপারে শামুকতলা থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিলেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মেয়েটির খোঁজ পেতে প্রতিটি থানায় পুলিশ তথ্যও পাঠিয়েছে। মনোজ এদিন বলেন, 'শামুকতলা থানা এলাকার তরুণীটি গত ছয়দিন ধরে নিখোঁজ। মেয়েটির পরিবারের লোকজন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। আমি ওই পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছি। দ্রুত পুলিশ মেয়েটিকে উদ্ধার করুক আমি সেটাই চাই।'

বিধায়ক চলে যাওয়ার পর থানায় গিয়ে ওই তরুণীকে উদ্ধারের জন্য ফের একবার আর্জি জানিয়েছে শামুকতলার বিজেপি নেতৃত্ব। সেই দলে বিজেপির বেশ কিছু মহিলা কর্মীও ছিলেন। শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে এবিষয়ে বলেছেন, 'আমরা মেয়েটির খোঁজ পেতে তল্লাশি শুরু করেছি।'

মাকড়াপাড়ায় মদ সহ বাজেয়াপ্ত গাড়ি। –সংবাদচিত্র

বিজেপি নেতার পদত্যাগ

বীরপাড়া, ১৮ মে : নেতৃত্বের প্রতি অসন্তোষে পদত্যাগ করলেন ভারতীয় যুব মোর্চার মাদারিহাটের ১ নম্বর মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক শৌভনিক নাহা। শনিবার রাতে সংগঠনের অফিশিয়াল হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত জানান তিনি। অবশ্য রবিবার তিনি বলেন, 'পুরোনো কর্মীরা এখন দল ও সংগঠনে গুরুত্ব পাচ্ছেন না। তাই সংগঠন থেকে পদ ছেড়েছি। তবে আমি বিজেপির একজন সমর্থক এবং ভোটারই থাকব।'

বীরপাড়ার রবীন্দ্রনগরের শৌভনিক ২০১৮ সাল থেকে সক্রিয় বিজেপি কর্মী। ২০২১ সাল থেকে যুব সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক পদে ৩ বার মনোনীত হয়েছেন। তাঁর পদত্যাগে জল্পনা তুঙ্গে বিজেপির অন্দরে। আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গার অত্যন্ত কাছের লোক হিসেবে পরিচিত শৌভনিককে দল এবং সংগঠনের প্রতিটি কর্মসূচিতে এতদিন সক্রিয় দেখা গিয়েছে।

এবিষয়ে রবিবার মনোজ বলেন, 'শৌভনিকের পদত্যাগের খবর জানি না। এনিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলব।'

মদ পাচারের 'অভিনব' কৌশল

বীরপাড়া, ১৮ মে : নদীপথ হোক কিংবা সড়কপথ, আন্তর্জাতিক সীমানা পেরিয়ে ভুটান থেকে ভারতে পাচার করা হচ্ছে মদ ও বিয়ার। শনিবার রাতে ভুটান সীমান্তের মাকড়াপাড়া চেকিং পয়েন্টে একটি যাত্রীবাহী গাড়ি থেকে ৪৮ বোতল ভুটানি মদ ও ৭১ বোতল ভুটানি বিয়ার বাজেয়াপ্ত করল আবগারি দপ্তর এবং এসএসবি। গ্রেপ্তার করা হয়েছে গাড়ির চালককে। বীরপাড়ার ডেপুটি এক্সাইজ কালেক্টর সাহেব আলি জানিয়েছেন, গাড়ি সহ বাজেয়াপ্ত মদ ও বিয়ারের মূল্য ৯ লক্ষ ১৩ হাজার ৭৫ টাকা।

ভারত ও ভুটানের মধ্যে সুসম্পর্ক রয়েছে। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াত করেন। চলাচল করে প্রচুর গাড়ি। দু'দেশের সীমানায় নজরদারির তেমন কড়াকড়ি নেই। আর সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করছে পাচারকারীরা। গাড়ি করে মদ-বিয়ার পাচারের সময় 'বিশেষ' পন্থা অবলম্বন করছে পাচারকারীরা। পুলিশকে 'ধোঁকা' দিতে বোতলগুলি গাড়ির ডোর প্যানেল, ইঞ্জিন সহ বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে রাখা হচ্ছে। এদিনের ঘটনাতেও গাড়িটির ডোর প্যানেল এবং ফ্রন্ট বাম্পারে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল শতাধিক বোতল।

আবগারি কর্মীরা অবশ্য বলছেন, ভুটান এবং ভারতের মধ্যে চলাচল করা প্রত্যেকটি গাড়ির ওপর আলাদাভাবে নজর রাখা কার্যত অসম্ভব। তাই পাচার রুখতে নির্ভর করতে হচ্ছে গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ওপর। শনিবারও আগেভাগে খবর পেয়ে আবগারি কর্মী এবং এসএসবি'র জওয়ানরা সতর্ক ছিলেন। ভুটান থেকে ভারতে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই নির্দিষ্ট নম্বরের গাড়িটিকে আটক করা হয়।

সাম্প্রতিককালে আবগারি দপ্তরের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সীমান্ত ঘেঁষা চা বাগানগুলি। চোরাপথে আনা মদ-বিয়ার ওই বাগানে মজুত করে রেখে পরে জেলার বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করা হচ্ছে। মদ পাচারের অন্যতম ঘাঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছে বীরপাড়া থানার লঙ্কাপাড়া, তুলসীপাড়া, মাকড়াপাড়া এবং রামঝোরা চা বাগানগুলি। আর্থিক অনটনের সুযোগ নিয়ে দরিদ্র চা শ্রমিকদের পাচারচক্রে জড়িত করা হচ্ছে। ধরাও পড়ছে তারাই। কিন্তু কারবারের মাথারা এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে।

বেহাল সেচবাঁধ, সমস্যায় ৫০০ কৃষক পরিবার

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

কুমারগ্রাম, ১৮ মে : বছর তিনেক আগে বর্ষায় জলের তোড়ে ভালুকা সেচবাঁধের একাংশ ভেঙে যায়। গতবছর বন্যা পরিস্থিতিতে পুরো বাঁধ ভেঙে যায়। ফলে কুমারগ্রাম ব্লকের চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের খুট্টিমারি, ইন্দুবস্তি এবং ব্যাংডোবার বাসিন্দা ৫০০ কৃষক পরিবার সেচের জল পাচ্ছে না। জলাভাবে প্রায় চার কিলোমিটার দীর্ঘ সেচনালা শুকিয়ে গিয়েছে। এলাকায় হাজার বিঘার বেশি জমিতে ফসল ফলাতে বৃষ্টির জলই এখন একমাত্র ভরসা। ফলে বছরে একবার আমন ধান ছাড়া অন্যান্য ফসলের চাষাবাদ কার্যত বন্ধ। বিডিও রজতকুমার বলিদা বললেন, 'কুমারগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত কার্জিকে সঙ্গে নিয়ে খুট্টিমারি ইন্দুবস্তি ঘুরে এসেছি। গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেছি। ওঁরা সেচের জল সংক্রান্ত সমস্যার কথা বলেছেন।'

জীবন ও জীবিকা নিয়ে এলাকার কৃষিজীবী মানুষজন রীতিমতো বিপাকে। সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁরা খুট্টিমারির ভালুকা সেচবাঁধ দ্রুত সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন। সম্প্রতি অসহায় কৃষকরা তাঁদের দাবি আদায়ে বিডিওর দ্বারস্থ হন। সেচবাঁধ এবং সেচনালা সংস্কারের দাবিতে গণস্বাক্ষর সংবলিত দাবিপত্র কুমারগ্রামের বিডিওর কাছে তাঁরা জমা দেন। বিডিও জানিয়েছেন, গ্রামবাসীদের সমস্যা নিয়ে সেচ দপ্তরের সঙ্গে কথা বলার পরে সেচকর্মীরা গ্রামে গিয়ে বেহাল সেচবাঁধ এবং সেচনালাগুলির অবস্থা খতিয়ে দেখেছেন। সংস্কারের কাজের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। জঙ্গল লাগোয়া গ্রামে সেচনালা সংস্কারের জন্য বন দপ্তরের নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি) প্রয়োজন। তা-ও চাওয়া হয়েছে। সেচনালায় সারাবছর যাতে জল থাকে, সেজন্য পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করা হবে।

চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের খুট্টিমারি গ্রামে বেহাল ভালুকা সেচবাঁধ।

খুট্টিমারির বাসিন্দা পেশায় কৃষক কিশোর শর্মা বললেন, 'কৃষিকাজের পাশাপাশি পশুপালন করে সংসার চলে। সেচবাঁধ ভেঙে পড়ায় সেচনালায় জল আসছে না। বছরখানেক হল খুট্টিমারি এবং ইন্দুবস্তিতে সেচের জলের হাহাকার চলছে। সমস্ত জল ভালুকা নদীতে গিয়ে পড়ছে।'

স্থানীয় বাসিন্দারা আরও জানালেন, সাহেবপাড়া সেচনালা দিয়ে ঘোলানি নদীর জল ভালুকা সেচবাঁধ হয়ে গ্রামের কৃষিজমিতে পৌঁছাত। সেচের জলের অভাবে ফসল ফলানো যাচ্ছে না। পাম্প ভাড়া করে কৃষিকাজ করার মতো আর্থিক সামর্থ্য অনেকেরই নেই। গ্রামবাসী জিৎবাহাদুর রাই বললেন, 'সেচের জল না থাকায় আলু, পাট, সর্ষে, ভুট্টা, মশুর ডাল এমনকি শাকসবজির চাষ করতে পারছি না। কৃষিকাজ মার খাওয়ায় জীবনজীবিকায় টান পড়েছে। কীভাবে গোটা বছর সংসার চালাব, তা ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছি না।' গ্রামবাসী চেতকুমার শর্মা, রাজু মোচারি, বিনোদ ছেত্রী, স্বর্ণমায়া শর্মার মতো অনেকেই একই বিপদের কথা বলেছেন। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে অনেকেই সরব হয়েছেন।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রিজিদিতা মোচারির কথায়, 'হাতির উৎপাতে জমির ফসল রক্ষা করা মুশকিল। তবু সারাবছরের খাদ্য সংস্থানের জন্য কৃষিকাজ করতেই হয়। সেচের জলের অভাবে কৃষিকাজ ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত।' কুমারগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত কার্জির আশ্বাস, 'সেচনালা সংস্কারে বন দপ্তরের প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র যাতে দ্রুত মেলে, সেব্যাপারে চেষ্টা করছি।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

রঙিন।। বালুরঘাটের দোগাছি ফরেস্টে ছবিটি তুলেছেন অন্তরা ঘোষ।

তিন ঘণ্টা ফেঁসে ভুট্টার ট্রাক

বুড়িতোর্ষা ডাইভারশনে যানজটে ভোগান্তি

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ১৮ মে : টানা বৃষ্টিতে দিনেরবেলা তো ভোগান্তি হচ্ছেই। এবার রাতেও বিপত্তি। শনিবার রাতে ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার সড়কের বুড়িতোর্ষা ডাইভারশনে একটি ভুট্টার ট্রাক ফেঁসে যায়। প্রায় তিন ঘণ্টা গাড়িটি ফেঁসে ছিল। এরফলে রাতের দিকে দূরপাল্লার বাসে বাড়ি ফিরতে থাকা যাত্রীদের চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, সড়ক কর্তৃপক্ষের গাফিলতির জেরেই এই দুর্ভোগ।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাসে শিলিগুড়ি থেকে বাড়ি ফিরছিলেন আলিপুরদুয়ারের তন্ময় সরকার। তাঁর কথায়, 'এই রাস্তাই দুশ্চিন্তার বড় কারণ। সময়মতো বাড়িতে ফিরতে পারলাম না।'

এবিষয়ে মহাসড়কের সংশ্লিষ্ট এলাকার সাইট ইনচার্জ বিজয় গুপ্তা বলেন, 'রাতেই আর্থমুভার দিয়ে ট্রাকটিকে সরানো হয়েছে। রোজ বৃষ্টি হওয়ায় এই সমস্যা। ডাইভারশনটিও রবিবার সংস্কার করা হয়।'

ডাইভারশনের বেহাল দশা নিয়ে ভুট্টাচাষি ও ব্যবসায়ীদের মধ্যেও অসন্তোষ ছড়িয়েছে। স্থানীয় ভুট্টা ব্যবসায়ী মঙ্গল সরকার বলেন, 'ভুট্টার জন্য গ্রামের অর্থনীতি এখন চাঙ্গা। ফালাকাটা থেকে ট্রেনে করে ভুট্টা বাইরে রপ্তানি হচ্ছে। কিন্তু গ্রাম থেকে ভুট্টা ট্রাকে করে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে বেহাল রাস্তা আমাদের কাছেও দুশ্চিন্তার কারণ।'

আটকে ভুট্টাবোঝাই ট্রাক। মহাসড়কের বুড়িতোর্ষা ডাইভারশনে।

গাড়ি ফেঁসে যাওয়ায় সেখানে আসেন ভুট্টাচাষি গণেশ বর্মন। তাঁর দাবি, বেহাল রাস্তার কারণেই হয়তো ভুট্টার দাম কমে যাবে।

ফালাকাটায় নির্মীয়মাণ মহাসড়কে বেশ কিছু ডাইভারশন বর্ষাকালে ভোগান্তির অন্যতম কারণ। কয়েক দিনের বৃষ্টিতে চরতোর্ষা ডাইভারশন বেহাল হয়ে পড়েছে। তিনদিন আগেও সেখানে একটি গাড়ি আধ ঘণ্টা ফেঁসেছিল। আর চরতোর্ষা থেকে তিন কিমি পূর্ব দিকেই বুড়িতোর্ষা নদীর উপর ডাইভারশন। এখানে অবশ্য মহাসড়কের একটি সেতুর অধিকাংশ কাজ সম্পন্ন। তবে দুই দিকের অ্যাপ্রোচ রাস্তা তৈরি না হওয়ায় সেতুটি চালু হয়নি। লাগাতার বৃষ্টিতে ডাইভারশনের খানাখন্দে জল জমে কাদা হচ্ছে। স্থানীয়রা বলছেন, সেই জল, কাদায় কিছু নরম মাটি এনে নির্মাণশ্রমিকরা ফেলে দেন। কিন্তু এতেই হিতে বিপরীত হয়।

শনিবার রাত দশটা নাগাদ ওই ডাইভারশনে ফেঁসে যায় ভুট্টাবোঝাই ট্রাকের চাকা। রাস্তায় ব্যাপক যানজট হওয়ায় সড়ক নির্মাণকারী সংস্থার কর্মীরা ডাইভারশনে আসেন। প্রথমে একটি ছোট আর্থমুভার নিয়ে আসা হয়। সেটি দিয়ে ট্রাক সরানো যায়নি। কারণ, ট্রাকে প্রায় ২০ টন ভুট্টা ছিল। পরে বড় আর্থমুভার লাগিয়ে ট্রাকটিকে সরানো সম্ভব হয়। স্থানীয় অবিনাশ বর্মন জানালেন, দ্রুত অ্যাপ্রোচ রোড তৈরি করে সেতুটি চালু করে দিতে হবে। তা না হলে বর্ষায় ভোগান্তি আরও বাড়বে।

বুথ সশক্তিকরণ

ফালাকাটা ও জটেশ্বর, ১৮ মে : বিধানসভা নির্বাচনের লক্ষ্যে বুথকে শক্তিশালী করতে ময়দানে নেমেছে বিজেপি। রবিবার ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বংশীধরপুর গ্রামের ১৩/২২৯ নম্বর বুথে বিজেপির তরফে বুথ সশক্তিকরণ সভা হয়। সেখানে দলের ফালাকাটা ৩ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি রণজিৎ মুন্ডা, মণ্ডল সাধারণ সম্পাদক অনন্ত দাস সহ অন্যরা বুথকর্মীদের বুথকে শক্তিশালী করার সবরকমের পরামর্শ দেন। আবার বুথ স্তরের কর্মীরাও নিজেদের সুবিধা-অসুবিধার কথা তুলে ধরেন। এদিন আবার দলগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতে ৩৭ নম্বর বুথে নয়া বুথ কমিটি গঠন করল বিজেপির ১ নম্বর মণ্ডল।

ফের মাটির বাঁধ

ফালাকাটা, ১৮ মে : চরতোর্ষা নদীতে গত শনিবার একটি মাটির বাঁধ ভেঙে যায়। এজন্য মহাসড়কের পাকা সেতুর কাজে কিছুটা সমস্যা হচ্ছিল। তাই রবিবার পাকা সেতুর পিলারের পাশ বরাবর আরও কিছুটা অংশে আর্থমুভার দিয়ে মাটির বাঁধ তৈরি করা হয়। নির্মাণকাজের কর্মীরা জানান, আগে বাঁধটি ছিল কিছুটা উত্তরদিকে। ওই বাঁধ করায় নদীর গতি কিছুটা ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। তারপর সেতুর পিলারের কাজ চলে। ওই বাঁধটি ভাঙায় পিলারগুলির নীচে জল চলে আসে। তাই পিলারের পাশ বরাবর আরও একটা বাঁধ দেওয়া হল। যাতে সেতুর কাজে সুবিধা হয়।

সভা

বারবিশা, ১৮ মে : রবিবার কুমারগ্রাম ব্লকের বারবিশায় কুমারগ্রাম-আলিপুরদুয়ার দুই প্রেস ক্লাবের বিশেষ সভা হল। ব্যবসায়ী সমিতির অতিথি নিবাসে অয়োজিত সভায় সাংগঠনিক নানা বিষয় ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নিয়ে বিশদে আলোচনা করেন প্রেস ক্লাবের সম্পাদক বাবুল সরকার, সভাপতি মলয় দেবনাথ, সহ সভাপতি উজ্জ্বল দাস সহ বাকি সদস্যরা। মলয় বলেন, আগামী ১ জুন ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

তৃণমূলের মিছিল

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

১৮ মে : শনিবারের পর রবিবারও আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে জাতীয়তাবাদী মিছিল করা হয়। বিভিন্ন জায়গায় হয় পথসভা। এদিন কালচিনি ব্লক তৃণমূলের তরফে দেশের সেনা জওয়ানদের ধন্যবাদ ও শ্রদ্ধা জানাতে মিছিলটি বের করা হয়।

কালচিনি থানা ময়দান থেকে বের হয়ে রাঙ্গামাটি রোডের পুরোনো পেট্রোল পাম্পে গিয়ে শেষ হয় মিছিলটি। পরে কার্গিল চকে পথসভা ছাড়াও শহিদ সেনাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া হয়। ব্লকের সব এলাকার জনপ্রতিনিধি ও দলীয় কর্মী ও সমর্থকরা কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

বীরপাড়ার পুরোনো বাসস্ট্যান্ড চত্বরে আয়োজিত কর্মসূচিতে ছিলেন মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো, তৃণমূলের জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব ধর, তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নকুল সোনার প্রমুখ।

শনিবার আবার শালকুমার মোড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক কমিটির ডাকে জাতীয়তাবাদী মিছিল করা হয়েছিল। এই মিছিলে পুরুষদের পাশাপাশি দলের মহিলা সমর্থকদের ভিড় দেখা গিয়েছিল।

তবে ওই মিছিলে এদিন তাল কাটে নির্মীয়মাণ মহাসড়কে। শালকুমার মোড় থেকে এই মিছিল পলাশবাড়িতে পৌঁছানোর কথা ছিল। কিন্তু রাস্তার খারাপ পরিস্থিতির কারণে পলাশবাড়ি পর্যন্ত মিছিলটি যায়নি।

টুকরো খবর

সাহিত্য সভা

বারবিশা, ১৮ মে : রবিবার কুমারগ্রাম ব্লকের ভক্সা বারবিশা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব শালবাড়ি এসসি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে প্রথম বর্ষ কোচ সাহিত্য সভা হল। এই সাহিত্য বাসর ঘিরে 'সান ফা ফালাক' অর্থাৎ দিনের আলোয় 'সাওরায়্যাচল' অর্থাৎ আলোচনা সভায় অংশ নেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কোচ ভাষা গবেষক, সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। উপস্থিত ছিলেন কোচ ভাষায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলি অর্থাৎ 'সেওচি চায়' অনুবাদক ভবেন্দ্র উনি (রাভা), কোচ সাহিত্য সভার সভাপতি শান্তিরাম নগমান রাভা, বিশিষ্ট ভাষা গবেষক ও সাহিত্যিক সুশীল পৌমৌরাই রাভা সহ অন্যরা।

কচ্ছপ উদ্ধার

রাঙ্গালিবাজনা, ১৮ মে : ফালাকাটা ব্লকের পূর্ব দেওগাঁওয়ের আবদুল রফিক শনিবার রাতে বাড়ির উঠোনে একটি কচ্ছপ দেখতে পেয়ে বালতিতে তুলে রাখেন। রবিবার তিনি খবর দিলে বন দপ্তরের উত্তর খয়েরবাড়ি বিটের কর্মীরা কচ্ছপটি নিয়ে যান। বন দপ্তর সূত্রের খবর, সেটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, কচ্ছপটি ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাপশেল টার্টল প্রজাতির। পূর্ব দেওগাঁও ঘেঁষা খয়েরবাড়ি ফরেস্ট থেকে কচ্ছপটি লোকালয়ে ঢুকে পড়ে, অনুমান স্থানীয়দের।

রবীন্দ্র সন্ধ্যা

আলিপুরদুয়ার, ১৮ মে : রবিবার আলিপুরদুয়ারের জংশন এলাকায় নোনাই সাহিত্য চক্র ও পত্রিকার তরফে পালিত হল রবীন্দ্র সন্ধ্যা। এছাড়াও সেখানে 'নোনাই' নববর্ষ সংখ্যা, ১৪৩২-এর প্রকাশ হয়। পত্রিকার সম্পাদক সুব্রত সেনগুপ্ত, প্রকাশক মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়, বিশিষ্ট সাহিত্যিক হারাধন পাল পত্রিকার মোড়ক উন্মোচন করেন। এছাড়াও কবিতা পাঠ, সংগীত ও আলোচনায় কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন রেলওয়ে ডিভিশন হাসপাতালের চিকিৎসক জীবেশকুমার সরকারও।

ঘোষণা স্থগিত

কালচিনি, ১৮ মে : ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কালচিনি ব্লক কমিটি গঠন নিয়ে রবিবার সংগঠনের বিশেষ সভা হল কালচিনির অ্যাথলেটিক ক্লাবের সভাকক্ষে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রাজেশ বারলা জানিয়েছেন, সংগঠনের চেয়ারম্যান সাংসদ মনোজ টিগ্গা ও সভাপতি যুগলকিশোর ঝা কোনও কারণে সভায় উপস্থিত না থাকতে পারায় নতুন ব্লক কমিটির ঘোষণা করা হয়নি।

জন্মবার্ষিকী

আলিপুরদুয়ার, ১৮ মে : রবিবার আলিপুরদুয়ার শহরের কোর্ট মোড় এলাকায় জেলা বিজেপির কার্যালয়ে অহল্যাবাই হোলকারের জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। এদিন বিজেপির কার্যালয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। বিজেপির কার্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা, জেলা বিজেপির সভাপতি মিঠু দাস।

শোভাযাত্রা

কামাখ্যাগুড়ি, ১৮ মে : রবিবার উত্তরাঞ্চল-২ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের ৪৩তম সম্মেলন উপলক্ষ্যে কামাখ্যাগুড়ি রামকৃষ্ণ সেবা সংঘ থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা হয়।

'মালসাগাঁও ভিন্ন হোক'

জটেশ্বর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে যুক্ত করার দাবি

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৮ মে : জন্ম-মৃত্যু প্রমাণপত্র হোক কিংবা অন্য কোনও জরুরি নথি, গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস থেকে এগুলো আনতে কেটে যায় গোটা একটা দিন। সেই রাস্তা দিয়ে আবার কোনও গাড়ি চলে না। কখনও হেঁটে, কখনও আবার বাইকে করে গুয়াবরনগর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস ছুটতে হয়। ফলে দীর্ঘদিন ধরেই চরম সমস্যায় পড়েছেন গুয়াবরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মালসাগাঁও, মধ্য আলিনগরের একাংশ, নোটাহারা সহ বিস্তীর্ণ এলাকার প্রায় ১০ হাজার বাসিন্দা। এইসব এলাকা থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের দূরত্ব প্রায় ১৫ থেকে ১৮ কিমি। উন্নয়নের ছোঁয়াও তেমন লাগেনি বলেই অভিযোগ। এই অবস্থায় এবার মালসাগাঁওকে জটেশ্বর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে যুক্ত করার দাবি উঠল। গুয়াবরনগর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে আলাদা হতে চান মালসাগাঁওবাসী।

মালসাগাঁও গ্রাম।-সংবাদচিত্র

স্থানীয়দের সঙ্গে সহমত প্রকাশ করে এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য জীতেন রায় বলেন, 'মালসাগাঁওয়ের কলি নদীর পাড় এলাকা থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস প্রায় ২০ কিমি দূরে। তাই সকলের সুবিধার কথা ভেবেই এই এলাকাকে জটেশ্বর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে যুক্ত করার দাবি জানিয়েছি আমরা।'

ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বরের পঞ্চানন মোড় থেকে খগেনহাট যাবার রাস্তার দু'পাশেই রয়েছে মালসাগাঁও। পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে কলি নদী। ভৌগোলিক দিক থেকে এলাকাটি জটেশ্বরের ভেতরে অবস্থিত। কিন্তু প্রশাসনিক দিক থেকে গুয়াবরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত। এই জায়গা থেকেই গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় প্রায় ১৫ থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। মালসাগাঁও সহ আশপাশের বাসিন্দাদের গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস যেতে হলে সারাদিন কেটে যায়। একটি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস থেকে ন্যূনতম সুযোগসুবিধা পেতে চাইলে বাসিন্দাদের কাকভোরে উঠে হাঁটা দিতে হয়, তা না হলে কারও বাইকের জন্য অপেক্ষা করতে হয় বাসিন্দাদের। দীর্ঘদিন ধরে এভাবেই নানা যন্ত্রণা সহ্য করে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সুবিধা পাওয়ার আশায় বসে থাকেন মালসাগাঁওয়ের বাসিন্দারা। কিন্তু এবার এই যন্ত্রণা ঘোচানোর ডাক দিয়েছেন তাঁরা। জহিনুর ইসলামরা দীর্ঘদিন ধরেই প্রমোদনগর এলাকায় আলাদা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস করার দাবি জানিয়েছেন। সেটা না হলে জটেশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করার আর্জিও জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'আমরা এলাকায় প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার বাসিন্দা আছি। কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস এতটাই দূর যে, কোনও কাজে যাতায়াতে একটি দিন লেগে যায়।'

এলাকার ববিতা খাতুনও ক্ষুব্ধ। তাঁর বক্তব্য, 'গুয়াবরনগর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস যাওয়ার জন্য কোনও গাড়ি চলে না। ফলে ভরসা টোটো। যার ভাড়া পড়ে প্রায় ১০০ থেকে ১৫০ টাকা।'

মালসাগাঁও এলাকায় ৩ জন পঞ্চায়েত সদস্য রয়েছেন। গুয়াবরনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এটি একটি অন্যতম কৃষিপ্রধান অঞ্চল। তবে ভৌগোলিক কারণে মূল গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে এই এলাকার দূরত্ব অনেকটাই। তাই সব কাজের জন্য জটেশ্বরের উপরেই নির্ভর করতে হয়।

সমস্যায় স্থানীয়রা

- গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস থেকে যে কোনও জরুরি নথি আনতে কেটে যায় গোটা একটা দিন
- কখনও হেঁটে, কখনও বাইকে করে গুয়াবরনগর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস ছুটতে হয়
- দীর্ঘদিন ধরেই চরম সমস্যায় পড়েছেন বিস্তীর্ণ এলাকার প্রায় ১০ হাজার বাসিন্দা

জলে যাব না।। রবিবার কোচবিহারের টাকাগাছ তোর্ষা নদীর পাড়ে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

জয়গাঁয় বৃদ্ধার ঘরে আগুন, দগ্ধ নাতি

জয়গাঁ, ১৮ মে : তখন গভীর রাত। ঘুমে আচ্ছন্ন সকলে। হঠাৎ ঘরের ভেতরে দাউদাউ করে আগুন। তীব্র আলো ও অসহনীয় তপ্ত আঁচে ঘুম ভেঙে যায় বৃদ্ধার। পরিমরি করে বাইরে বেরিয়ে এসে চিৎকার জুড়ে দেন তিনি। জ্বলন্ত ঘরের ভেতর তখনও তাঁর বছর উনিশের মানসিক ভারসাম্যহীন নাতি যে! চিৎকারে প্রতিবেশীরা বাইরে বেরিয়ে আসেন বটে, কিন্তু ঘরের ভেতরে ঢোকার মতো পরিস্থিতি ছিল না। সকলে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকেন ভয়ানক ওই দৃশ্য। পরবর্তীতে আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও অগ্নিদগ্ধ হয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বৃদ্ধার নাতি।

শনিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে জয়গাঁর ছোট মেচিয়া বস্তিতে। হঠাৎ করেই বৃদ্ধা পবিত্রা ছেত্রীর বাড়িতে আগুন লেগে যায়। বৃদ্ধার সঙ্গে ওই বাড়িতে থাকেন তাঁর নাতি গৌরব বর্মন। বৃদ্ধা কোনওরকমে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলেও মানসিক ভারসাম্যহীন নাতিকে বের কর আনতে পারেননি। প্রতিবেশীরা বাইরে বেরিয়ে জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন, চেষ্টা করেন গৌরবকে বাইরে বের করে আনারও। তবে আগুনের তীব্রতায় তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। খবর দেওয়া হয় দমকল ও পুলিশকে। দমকলের গাড়ি এসে আগুন নিভিয়ে ফেলে বটে, কিন্তু ততক্ষণে বৃদ্ধার দোকান ঘর, গোয়াল, একটি থাকার ঘর পুড়ে গিয়েছে। ঘরের ভেতর থেকে গৌরবকে উদ্ধার করে পুলিশ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠায়। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। মৃত্যুর সঙ্গে তিনি লড়াই করছেন।

> কোথা থেকে কী হয়ে গেল বুঝলামই না। আগুনের কী বিশাল লেলিহান শিখা, বোঝাতে পারব না আমি। ওর মধ্যেই রয়ে গেল আমার নাতি...।
>
> -পবিত্রা ছেত্রী

বৃদ্ধার বাড়ি লাগোয়া রামকুমার বিশ্বকর্মার বাড়ি। রামকুমার বলেন, 'পবিত্রা জেঠিমার চিৎকার শুনে আমি বাইরে বেরিয়ে আসি। আগুন দেখে আমার বাড়ির বাকিদের বের করি। আমি তো ভেবেছিলাম আমার বাড়ি শেষ হয়ে যাবে। দমকলের গাড়ি চলে আসায় রক্ষা পেলাম।' তবে অসহায় বৃদ্ধার এই কঠিন সময়ে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন প্রতিবেশীরা।

একে তো চরম দারিদ্র্য, তার ওপর ভাগ্যের এরকম কঠিন পরিহাস। চোখের জল থামছেই না পবিত্রার। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'কোথা থেকে কী হয়ে গেল বুঝলামই না। আগুনের কী বিশাল লেলিহান শিখা, বোঝাতে পারব না আমি। ওর মধ্যেই রয়ে গেল আমার নাতি...।'

জয়গাঁ দমকলকেন্দ্র সূত্রে জানানো হয়েছে, শর্ট সার্কিটের জেরে আগুন লেগেছে। এরপর আগুন গ্যাস সিলিন্ডারে পৌঁছাতেই আগ্নিকাণ্ড বড় আকার নেয়।

পুলিশের 'পরামর্শে' কর্মসূচি বদল

বীরপাড়া ও কালচিনি, ১৮ মে : কাজ করেও পারিশ্রমিক মিলছে না। তাই চা শ্রমিকরা আইনি লড়াইয়ের পথে নেমেছিলেন। রবিবার চা শ্রমিকরা আলিপুরদুয়ার জেলার একাধিক থানায় মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে যান। পুলিশ অবশ্য এফআইআরের বদলে গণস্বাক্ষর সংবলিত স্মারকলিপি দেওয়ার পরামর্শ দেয়। বাধ্য হয়ে শ্রমিকরা তাই করেন। বিষয়টি নিয়ে পুলিশের ভূমিকায় তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন। তবে বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস এবিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। এমনকি এদিন তিনি থানায় ছিলেন না।

এদিন পশ্চিমবঙ্গ চা মজদুর সমিতি নামে একটি সংগঠন 'আইন মানো' কর্মসূচির উদ্যোগ নেয়। বীরপাড়া থানা চত্বরে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সন্দীপ সিং বলেন, 'শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়ে টাকা না দিয়ে মালিকপক্ষ প্রতারণা করছে। এছাড়া মজুরি থেকে প্রভিডেন্ট ফান্ড বাবদ টাকা কেটে নেওয়া হলেও নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া হচ্ছে না। এটা চুরি ছাড়া কিছু নয়। তাই আইনি পথে শ্রমিকদের প্রাপ্য আদায়ে নেমেছি। শ্রমিকরা প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে চা বাগানের মালিকের বিরুদ্ধে এফআইআর করতে এসেছিলেন। কিন্তু পুলিশ এফআইআর না নিয়ে স্মারকলিপি দেওয়ার পরামর্শ দেয়।'

বকেয়া পাননি চা শ্রমিকরা

বীরপাড়া থানায় এদিন ডিমডিমা, বীরপাড়া, বান্দাপানি ও তুলসীপাড়া চা বাগানের শ্রমিকরা ভিড় জমান। ওই বাগানগুলি মেরিকো টি কোম্পানির হাতে রয়েছে। পারিশ্রমিক না পেয়ে বান্দাপানির শ্রমিক কর্মচারীরা দোলের দিন থেকে কাজ করছেন না। বান্দাপানির শ্রমিক আমিন ওরাওঁয়ের কথায়, 'টাকা না পেলে কাজ করা সম্ভব নয়। শ্রমিকদের অনেকে দিনমজুরি করছেন। অনেকে আবার ভিনরাজ্যে পাড়ি দিয়েছেন। কারণ ওই বাগানে শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরির টাকা দেওয়া হয়নি।' বান্দাপানির প্রয়াত শ্রমিক লরেনতুস খালকোর ছেলে হেমন্ত খালকোর অভিযোগ, বাবার বদলে তাঁর কাজ পাওয়ার কথা। কিন্তু তাঁকে নিয়োগ করা হয়নি।

এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ চা মজদুর সমিতির নেতৃত্বে এদিন কালচিনি ব্লকের মধু চা বাগানের শ্রমিক কর্মচারীরা হাসিমারা পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ জানাতে যান। সেখানেও শ্রমিকদের পুলিশ বোঝায়, পৃথকভাবে অভিযোগ জমা দিলে অনেক কাগজ জমা নিতে হবে। তাই তাঁরা একটি কাগজে সবাইকে বক্তব্য জানানোর 'পরামর্শ' দেয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিনয় কেরকেট্টার বক্তব্য, 'পুলিশের সঙ্গে আলোচনা করে পৃথকভাবে এফআইআরের বদলে শ্রমিকরা স্মারকলিপি জমা দিয়েছে। মধু বাগানের স্থায়ী শ্রমিকদের ৬ পাক্ষিক এবং রিপ্লেসমেন্টে নিযুক্ত শ্রমিকদের ১২ পাক্ষিক মজুরি বকেয়া। আমরা রাজ্য সরকারের স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং সিস্টেম (এসওপি) কার্যকর করে মালিকানা পরিবর্তনের দাবি জানাচ্ছি।'

অন্যদিকে, তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের তরফেও মধু চা বাগানের অব্যবস্থা নিয়ে লাগাতার 'গো স্লো' আন্দোলন চলছে।

অবৈধ নির্মাণ নিয়ে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১৮ মে : প্রশাসনের বেঁধে দেওয়া সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও অবৈধ নির্মাণ ভাঙেননি মাদারিহাট হাটের অধিকাংশ ব্যবসায়ী। মার্চ মাসে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদ মাদারিহাট হাটে অবৈধ নির্মাণ ভাঙার জন্য অভিযান চালিয়েছিল। অবৈধ নির্মাণকারীদের চূড়ান্ত সময় দেওয়া হয়েছিল ৭ এপ্রিল। কিন্তু ভেঙেছেন হাতেগোনা কয়েকজন মাত্র। বিষয়টি নিয়ে জেলা পরিষদের দিকে পক্ষপাতিত্বের আঙুল উঠছে।

যাঁরা অবৈধ নির্মাণ সময়ের মধ্যেই ভেঙে ফেলেছেন, তাঁদের অভিযোগ, প্রভাবশালী বলেই কি বাকিদের ছাড় দেওয়া হল? তাহলে তাঁরা কি অপরাধ করলেন? এখন হাটের দেখভালের দায়িত্বে থাকা জেলা পরিষদ বলছে, আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করবে।

আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের তরফে গত মার্চ মাসে বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে অভিযান চালানো হয়। সঙ্গে ছিলেন বিডিও, যুগ্ম বিডিও, জেলা পরিষদের হাট সংক্রান্ত বিভাগের আধিকারিকরাও। তাঁরা ২৬ মার্চ অভিযান চালিয়ে বলে যান, ৩১ মার্চের মধ্যেই অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলতে হবে। কিন্তু ব্যবসায়ীরা ৭ এপ্রিল পর্যন্ত সময় চেয়েছিলেন। সেই সময় পার হয়ে যাওয়ার মাসখানেকেরও বেশি হয়ে গিয়েছে। এদিকে, অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলা নিয়ে প্রশাসনের আর কোনও উচ্চবাচ্য নেই।

সবজি বিক্রেতা অভিজিৎ সাহার কথায়, 'আমরা জেলা পরিষদের আধিকারিকদের নির্দেশ মেনে সময়মতো অবৈধ অতিরিক্ত অংশ ভেঙে ফেলেছি। আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু অনেকেই তো কিছু করেনি।' অভিজিতের মতো আরও কয়েকজন ব্যবসায়ীর হুংকার, বাকি ব্যবসায়ীরা তাঁদের দোকানপাটের অবৈধ অংশ না ভাঙলে তাঁরা আবার অবৈধ নির্মাণ গড়ে তুলবেন।

মাদারিহাট হাটের ভেতর অবৈধ নির্মাণ। -সংবাদচিত্র

এর পিছনে প্রভাবশালী তত্ত্ব খাড়া করেছেন বিজেপির মাদারিহাট ৩ নম্বর মণ্ডল কমিটির সভাপতি সতীশ মাহাতো এবং সহ সভাপতি দিলীপ সাহা। তাঁরা বলছেন, যেসব ব্যবসায়ী আর্থিকভাবে দুর্বল, তাঁদের দোকানের অতিরিক্ত অংশ ভেঙে ফেলা হয়েছে নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গেই। অথচ যাঁরা প্রভাবশালী, তাঁরা বহালতবিয়তেই ব্যবসা করছেন।

> আমরা জেলা পরিষদের আধিকারিকদের নির্দেশ মেনে সময়মতো অবৈধ অতিরিক্ত অংশ ভেঙে ফেলেছি। আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু অনেকেই তো কিছু করেনি।
>
> -অভিজিৎ সাহা
> *সবজি বিক্রেতা*

জেলা পরিষদের অতিরিক্ত সহ সচিব মৈনাক ঝা জানিয়েছেন, তাঁরা আপাতত সোনাপুরের কাছে মহাসড়কের জন্য দোকানপাট ভাঙা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। তবে শীঘ্রই মাদারিহাট বাজারের অবৈধ নির্মাণ ভাঙা হবে।

মাদারিহাট হাটের ভেতর রয়েছে কয়েকশো দোকানপাট। আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদ থেকে ব্যবসায়ীদের জন্য স্থায়ী ঘর বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাঁর পরেও কিছু দোকানদার দোকানের সামনে অবৈধভাবে চালা দিয়ে বাড়িয়ে নিয়েছেন। দখল হয়ে গিয়েছে বাজারের চলাফেরার রাস্তা। ফলে যাতায়াতের রাস্তা সংকীর্ণ হয়েছে। পাশাপাশি বাজারের ভেতর আগুন লাগলে দমকলের ইঞ্জিন ঢোকার জায়গা পর্যন্ত নেই। সেইজন্য আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে প্রথমে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই নোটিশকে গুরুত্ব দেয়নি অবৈধ নির্মাণকারীদের একাংশ। এরপর অভিযান হয়। তারপরও ছবিটা বদলায়নি।

ছোট্ট তারা

সারদা শিশুতীর্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী অভিশ্রুতি দেব। পড়াশোনার পাশাপাশি সে আবৃত্তি, নাচ ও আঁকায় পারদর্শী। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পুরস্কার পেয়েছে।

সম্প্রতি আত্মীয়ের বাড়ি যাওয়ার সময়ে গাড়ির ওপরে গাছ উপড়ে পড়ায় মৃত্যু হয় বনি বসু দেব নামের এক শিক্ষিকার। কোনওমতে প্রাণে বাঁচে তাঁর চার বছরের ছেলে। দুর্ঘটনা ঘটেছিল কামাখ্যাগুড়িতে। বনির বাড়ি আলিপুরদুয়ারে। সেই ঘটনার পরেই কামাখ্যাগুড়ি সহ আলিপুরদুয়ারের রাস্তার পাশে বিপজ্জনক অবস্থায় থাকা একাধিক গাছ নিয়ে রীতিমতো চিন্তায় দুই শহরের বাসিন্দারা। খোঁজ নিল
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

গাছে 'ঝুঁকি'। আলিপুরদুয়ারের পার্ক রোড ও কোর্ট চত্বরে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

বিপদের 'অপেক্ষা'

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ১৮ মে : গত সপ্তাহের বিকালে হঠাৎ কালো মেঘ জমেছিল আকাশে। ঝোড়ো হাওয়ায় নেমে এসেছিল ধুলোর ঝড়। কামাখ্যাগুড়ির শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজ সংলগ্ন রাস্তায় দাঁড়ানো গাড়িতে এক শিক্ষিকা বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। ঠিক তখনই ভয়াবহ ঘটনা- এক বিশাল গাছের ভারী ডাল ভেঙে পড়ল তাঁর গাড়ির ওপর। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই শিক্ষিকার।

এই দুর্ঘটনা আলিপুরদুয়ার শহরজুড়ে নাগরিকদের মধ্যে চরম আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। কারণ এমন বিপজ্জনক গাছ শহরের এক কোণায় নয়, বীরপাড়া থেকে জংশন পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে অজস্র জায়গায়। স্কুল, আদালত, পার্ক, বাসস্ট্যান্ড -জনবহুল এলাকাগুলোর কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে এই 'নীরব মৃত্যুফাঁদ'। বিশেষত ডিআরএম চৌপথির পাশের বিলিতি শিরীষ গাছগুলিকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক তীব্র। সেখানেই সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকে জয়ন্তী রুটের অটো। অটোচালক রামকৃষ্ণ রায় বলেন, 'ঝড় উঠলেই আমরা অটো রাস্তার মাঝখানে টেনে আনি। গাছের ডাল যদি পড়ে যায়, যাত্রী নিয়ে কিছু হয়ে গেলে কে দায় নেবে?' লিচুতলা সংলগ্ন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক জানান, তাঁরা পড়ুয়াদের বারবার সাবধানে চলতে বলেন। কিন্তু রাস্তার ধারে এত বড় বড় গাছ, কখন কোনটার ডাল ভেঙে পড়বে বোঝা যায় না। স্কুল চলাকালীন এমন ঝড় ওঠা মানেই আতঙ্কে শিক্ষক থেকে শুরু করে অভিভাবক মহল সকলেই।

শহরের পার্ক রোড ও কোর্ট চত্বরে একাধিক পুরোনো গাছ রয়েছে। বাসিন্দা মৌসুমী সেন বলেন, 'একবার কোর্টের সামনে একটি গাছের ডাল পড়ে একটা বাইকের ওপর। ভাগ্য ভালো চালক তখন সেখানে ছিলেন না। কিন্তু যদি হত?' তারপরেই তাঁর সংযোজন, 'পুরসভা বছর বছর বাজেট করে, কিন্তু এই গাছগুলো ছাঁটার কোনও উদ্যোগ নেই।'

এবিষয়ে পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ করকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানান, বিষয়টি সম্পর্কে তাঁরা অবগত। ইতিমধ্যে পিডব্লিউডি-র সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। খুব দ্রুত বড় ডালগুলো কেটে দেওয়া হবে। যদিও স্থানীয়দের একাংশের মত, কাজ কবে শুরু হবে তার নিশ্চয়তা না থাকলে এই আশ্বাসে ভরসা মিলছে না। আলিপুরদুয়ার নেচার ক্লাবের সম্পাদক ত্রিদিবেশ তালুকদার বলেন, 'অবিলম্বে গাছগুলোর ডাল কেটে ফেলে জায়গাগুলো নিরাপদ করতে হবে। যাতে ঝড় হলেও কোনও প্রাণহানির কারণ না হয়ে ওঠে এই গাছগুলো।' তাঁর মতে, গাছ রক্ষা করেই শহর নিরাপদ করা সম্ভব।

কলেজ পড়ুয়া অভিষেক রায় মনে করেন, একদিকে পরিবেশ রক্ষা যেমন দরকার, অন্যদিকে সাধারণের সুরক্ষাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। আর দুটোর মধ্যে ভারসাম্য আনাটাই প্রশাসনের কাজ। অন্যদিকে, প্রবীণ বাসিন্দা চিন্ময় দত্তের বক্তব্য, 'এটা তো নতুন সমস্যা নয়। পুরসভা, বন দপ্তর সবাই জানে। তবু ব্যবস্থা নেয় না। একজন মারা যাওয়ার পরও এই নিয়ে সতর্ক না হলে সেটা শুধু দায়িত্বজ্ঞানহীনতা নয়, এটা অবহেলাও।'

> অবিলম্বে গাছগুলোর ডাল কেটে ফেলে জায়গাগুলো নিরাপদ করতে হবে। যাতে ঝড় হলেও কোনও প্রাণহানির কারণ না হয়ে ওঠে এই গাছগুলো।
>
> – **ত্রিদিবেশ তালুকদার,** *সম্পাদক আলিপুরদুয়ার নেচার ক্লাব*

কোথায় কোথায়

শহরের পার্ক রোড ও কোর্ট চত্বরে একাধিক পুরোনো গাছ রয়েছে

ডিআরএম চৌপথির পাশে রয়েছে বিলিতি শিরীষ গাছগুলি

একবার কোর্টের সামনে একটি গাছের ডাল পড়েছিল বাইকের ওপর

> প্রতিটি রিপোর্ট সংগ্রহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে বিপজ্জনক গাছগুলো যেসব দপ্তরের অধীনস্থ তাদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হবে।
>
> – **দেবব্রত রায়** *মহকুমা শাসক*

যেখানে গাছের ভয়

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ১৮ মে : কামাখ্যাগুড়ির আলিপুরদুয়ার-ভল্কা রোডের বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় গাছ বিপজ্জনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। অথচ প্রশাসনের তরফ থেকে সেসমস্ত গাছের ডাল ছাঁটাইয়ের জন্য কোনওরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না বলেই অভিযোগ। আর এতেই গাছগুলো এখন এতটাই বিপজ্জনক হয়ে গিয়েছে যে, যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে। গত ১০ মে কামাখ্যাগুড়ি কলেজ হল্ট এলাকায় এইভাবে গাছ ভেঙেই মৃত্যু হয়েছে আলিপুরদুয়ারের এক শিক্ষিকার। তারপর থেকেই ওই বিপজ্জনক গাছগুলো নিয়ে সাধারণের মধ্যে বিশেষ করে হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা এবং ব্যবসায়ীদের চিন্তা যেন আরও বেড়ে গিয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায় জানান, তিনি ওই মর্মান্তিক ঘটনার দিন ওখানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। পরে উদ্ধারকাজেও হাত লাগান। তাঁর কথায়, 'রাস্তার ওপর ভয়ংকরভাবে রয়েছে গাছগুলো। আর এই অবস্থায় গাছগুলো দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছে। তবুও প্রশাসনের তরফে কোনওরকম পদক্ষেপ করা হয়নি, আর তাই আজ এই ধরনের ঘটনা হল, যেখানে একটি শিশুকে মাতৃহারা হতে হল।' তিনি আরও জানান, প্রতি ঝড়েই এরকমভাবে গাছ ভাঙে। আগামীদিনে প্রশাসনের তরফে দ্রুত এবিষয়ে পদক্ষেপ না করা হলে এধরনের দুর্ঘটনা আরও ঘটবে। অন্যদিকে, হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকার ব্যবসায়ীরা কেউ এবিষয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে চাননি। তবে তাঁদের মধ্যে একজন নাম না প্রকাশ করার শর্তে জানান, দীর্ঘদিন ধরেই এলাকার গাছগুলোর এই অবস্থা। কিন্তু প্রশাসনের তরফ থেকে কোনও ভূমিকা নেওয়া হয়নি। গাছ পড়ে শিক্ষিকার মৃত্যুর পর তাঁরাও এখন আতঙ্কে রয়েছেন। এবিষয়ে কামাখ্যাগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক প্রাণকৃষ্ণ সাহা বলেন, 'কামাখ্যাগুড়িতে দীর্ঘদিন ধরে গাছগুলো বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। ইতিমধ্যে একজনের প্রাণহানি হল। আমরা প্রশাসনের কাছে আর্জি জানাই খুব দ্রুত পদক্ষেপ করা হোক নইলে আরও বড় বিপদের আশঙ্কা রয়ে যাবে।'

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রসূন দত্ত জানান, এই গাছের বিষয়টি তাঁদের গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ নয়। বিষয়টি মৌখিকভাবে প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। তাঁর আশা, খুব দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। অন্যদিকে, গাছ কাটার বিষয়ে পূর্ত দপ্তর ভূমিকা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা বরাবরই অভিযোগ তুলেছেন। পূর্ত দপ্তর এই গাছগুলো রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে উদাসীন বলে তাঁরা জানান। এবিষয়ে জানতে পূর্ত দপ্তরের আলিপুরদুয়ার কনস্ট্রাকশন ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার প্রদীপ হালদারকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন না ধরায় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

জনগণের মুখে

রাস্তার ওপর ভয়ংকরভাবে রয়েছে গাছগুলো। আর এই অবস্থায় গাছগুলো দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছে। তবুও প্রশাসনের তরফে কোনওরকম পদক্ষেপ করা হয়নি, আর তাই আজ এই ধরনের ঘটনা হল, যেখানে একটি শিশুকে মাতৃহারা হতে হল।

-ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়

কামাখ্যাগুড়িতে দীর্ঘদিন ধরে গাছগুলো বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। ইতিমধ্যে একজনের প্রাণহানি হল। আমরা প্রশাসনের কাছে আর্জি জানাই, খুব দ্রুত পদক্ষেপ করা হোক। নইলে আরও বড় বিপদের আশঙ্কা রয়ে যাবে।

-প্রাণকৃষ্ণ সাহা, সম্পাদক, কামাখ্যাগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতি

প্রশাসন বলছে

প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রাস্তার পাশে কতগুলো বিপজ্জনক গাছ রয়েছে সেই তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই তথ্য হাতে এলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পাঠানো হবে।

-রজতকুমার বালি, বিডিও, কুমারগ্রাম

এই গাছের বিষয়টি আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ নয়। বিষয়টি মৌখিকভাবে প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। আশা করছি খুব দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

- প্রসূন দত্ত, উপপ্রধান

বিষয়টি নিয়ে আমাদের কাছে সঠিক পদ্ধতিগতভাবে আবেদন করা হলে আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করব।

-প্রভাত বর্মন, রেঞ্জ অফিসার, কামাখ্যাগুড়ি মোবাইল রেঞ্জ

ভাড়াটিয়াকে কুপ্রস্তাব, হেনস্তা

অভিযোগ তৃণমূল শিক্ষক নেতার বিরুদ্ধে

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৮ মে : ভাড়াটিয়া মহিলাকে কুপ্রস্তাব এবং নানাভাবে হেনস্তা করার অভিযোগ উঠল এক প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ফালাকাটা শহরের একটি ইংরেজিমাধ্যম প্রাথমিক স্কুলের ওই প্রধান শিক্ষক আবার তৃণমূল শিক্ষক সংগঠনের বড় নেতা। ওই শিক্ষকের পাশাপাশি তাঁর স্ত্রী এবং আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধেও ফালাকাটা থানায় অভিযোগ জমা করেছেন সেই মহিলা। জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের স্ত্রীও শিক্ষিকা। গোটা বিষয়টি নিয়ে ফালাকাটা শহরের শিক্ষামহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা একটি অভিযোগ পেয়েছি। তারপরেই তদন্ত শুরু করা হয়েছে।' ওই মহিলা বলেন, 'মাত্র ২ মাস হল আমি ওই শিক্ষকের বাড়িতে ভাড়া এসেছি। সেখানে মেয়েকে নিয়েই থাকতে শুরু করি। কিন্তু ১৫ দিনের মধ্যেই ওই শিক্ষক আমাকে কুপ্রস্তাব দিতে থাকেন। রাজি না হওয়ায় নানাভাবে হেনস্তা করতে থাকেন। কয়েকদিন ধরে যা সহ্যের বাইরে চলে যায়। এমনকি ওই শিক্ষক তাঁর শিক্ষিকা স্ত্রী এবং কয়েকজনকে সঙ্গে এনে আমাকে শারীরিকভাবে হেনস্তা করেন। আবার বাড়ি থেকে বের করার হুমকিও দেন। তাঁদের অত্যাচার সহ্যের বাইরে চলে যাওয়াতেই এদিন ফালাকাটা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করি।'

এদিকে ফালাকাটা থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার ওই শিক্ষকের বাড়িতে তদন্তে গিয়েছিল পুলিশ। তৃণমূল শিক্ষক নেতার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ ওঠায় শহরজুড়ে আলোচনা চলছে। এমনকি ইংরেজিমাধ্যমে প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ সামনে আসায় অভিভাবকদের মধ্যেও জোর চর্চা চলছে। গোটা বিষয়টি নিয়ে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষককে ফোন করা হলে তিনি কেটে দেন। তাই কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

> মাত্র ২ মাস হল আমি ওই শিক্ষকের বাড়িতে ভাড়া এসেছি। সেখানে মেয়েকে নিয়েই থাকতে শুরু করি। কিন্তু ১৫ দিনের মধ্যেই ওই শিক্ষক আমাকে কুপ্রস্তাব দিতে থাকেন। রাজি না হওয়ায় নানাভাবে হেনস্তা করতে থাকেন। এমনকি ওই শিক্ষক তাঁর স্ত্রী এবং কয়েকজনকে সঙ্গে এনে শারীরিকভাবে হেনস্তা করেন।
>
> **অভিযোগকারী**

ট্রেনকে টাটা। আলিপুরদুয়ার ইটখোলা সংলগ্ন এলাকায় ছবিটি তুলেছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

সিভিকের বাইকের ধাক্কায় আহত বৃদ্ধ

আলিপুরদুয়ার, ১৮ মে : সিভিক ভলান্টিয়ারের বেপরোয়া বাইকের ধাক্কায় নিউটাউন এলাকায় এক বৃদ্ধ আহত হলেন রবিবার। দ্রুতগতির বাইকটি ধাক্কা মারলে ওই বৃদ্ধ মাটিতে পড়ে যান। তারপরেই মাথা, হাতে আঘাত পান বলে জানা গিয়েছে। এদিন আলিপুরদুয়ার হাসপাতালে চিকিৎসার পর ওই বৃদ্ধকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়।

এই বিষয়ে ওই বৃদ্ধর ছেলে দীপঙ্কর সাহা সামাজিক মাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরেন। এমনকি পুলিশ সুপারের কাছে মেল মারফত একটি অভিযোগ জানান তিনি।

পেশায় শিক্ষক দীপঙ্কর বলেন, 'বাবা বাড়ি ফিরছিলেন। আর সেই সময় নিউটাউনে একজন সিভিক ভলান্টিয়ারের বেপরোয়া বাইকের ধাক্কায় আমার বাবা আহত হন। জেলা হাসপাতালে ভর্তি করাও হয়। তবে সিভিকের বিরুদ্ধে থানা লিখিত অভিযোগ নেয়নি। পরে বাধ্য হয়ে পুলিশ সুপারের কাছে মেল করে বিষয়টি জানানো হয়।'

মধ্যপাড়ায় বাড়ি দীপঙ্করের। তাঁর বাবা ব্যবসায়ী। রবিবার সকালে বাড়ি থেকে নিউটাউনের দিকে আসতে গিয়েই সিভিক ভলান্টিয়ারের বাইকের ধাক্কায় পড়ে যান তিনি। এরপরই আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দীপঙ্করের অভিযোগ, আলিপুরদুয়ার থানায় সেই সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে বেপরোয়াভাবে বাইক চালানোর অভিযোগ দায়ের করতে গেলে তা থানার তরফে নেওয়া হয়নি। এতেই আরও ক্ষিপ্ত হয়ে যান তিনি। এরপরই পুলিশ সুপারের কাছে মেইল মারফত অভিযোগ জানান।

তবে আলিপুরদুয়ার থানা থেকে এই বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। আলিপুরদুয়ার থানার এক কর্তা বলেন, কোনও সিভিক ভলান্টিয়ার এমন ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নয়। এমন কোনও অভিযোগ আসেনি।

মহাপুনর্মিলন উৎসব

আলিপুরদুয়ার, ১৮ মে : ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল আগামী বছর ৯০তম বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে। সেই বিষয়কে সামনে রেখে স্কুলের প্রাক্তন ছাত্ররা মহাপুনর্মিলন উৎসবের উদ্যোগ নিয়েছেন। পোশাকি নাম গ্র্যান্ড রি ইউনিয়ন। সেজন্য তাঁরা 'গ্র্যান্ড রি ইউনিয়ন কমিটি ২০২৬' গঠন করেছেন। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে সেকথা জানালেন প্রাক্তনীরা। তাঁরা জানিয়েছেন, আগামী বছর জানুয়ারি মাসের ১৮ তারিখ স্কুল প্রাঙ্গণে মহাপুনর্মিলন উৎসব আয়োজন করা হবে।

কমিটির সম্পাদক মৃদুল গোস্বামী বলেন, 'আমাদের স্কুলের ৯০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে স্কুলের বিভিন্ন ব্যাচ নানান সময়ে পুনর্মিলন করছে। তারপরেই আমরা ভাবনাচিন্তা করি একটা মহাপুনর্মিলন উৎসবের।' ১৯৩৭ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত এই স্কুলের প্রাক্তনীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। তাতে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গিয়েছে বলে মৃদুলের দাবি। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, ৪ ফেব্রুয়ারি স্কুলের জন্মদিন। কিন্তু ২০২৬ সালের ১৮ জানুয়ারি মহাপুনর্মিলন উৎসবে শোভাযাত্রা এবং সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠান হবে। এই স্কুলের অবদান নিয়ে সমাজের কাছে পৌঁছতে চাইছেন তাঁরা। আগামী প্রজন্মের কাছে স্কুলের ইতিহাস পৌঁছে যাক, সেই উদ্দেশ্যে মহাপুনর্মিলন উৎসব হতে চলেছে।

আবদুল মান্নান প্রয়াত

ফালাকাটা, ১৮ মে : প্রয়াত হলেন ফালাকাটায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী আবদুল মান্নান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ষাট বছর। শনিবার গভীর রাতে ফালাকাটার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে তাঁর মৃত্যু হয়। রবিবার সকালে মান্নানের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই ফালাকাটায় শোকের ছায়া নেমে আসে। নেতা ছাড়াও মান্নান ছিলেন একজন দক্ষ সংগঠক, সংস্কৃতিপ্রিয় মানুষ। বিশেষ করে রক্তদান আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ফালাকাটায় তৃণমূলের প্রথমসারির সদস্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আবদুল মান্নান। তিনি তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের জেলা সভাপতি ছিলেন, পরবর্তীতে হন চেয়ারম্যান। ফালাকাটা টাউন ব্লক তৃণমূলের গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। রাজনীতি ছাড়াও একটা সময় রানার নাট্য সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন প্রয়াত নেতা।

একগুচ্ছ অনুষ্ঠানে ছুটির দিন কাটাল আলিপুরদুয়ার

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১৮ মে : রবিবার ছুটির দিনে আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন জায়গায় নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উত্তরবঙ্গ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদ, আলিপুরদুয়ার জোনের উদ্যোগে রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠান হল নেতাজি রোড দুর্গাবাড়িতে।

রবীন্দ্র জয়ন্তীর দিনটাই শুধু নয়, তারপরেও কয়েকদিন ধরে এই দিনটি পালন করে আসছে আলিপুরদুয়ারের নানা সংগঠন। রবিবার ছুটির দিন থাকায় একগুচ্ছ অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারলেন আলিপুরদুয়ার শহরের বাসিন্দারা।

রবিবার একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে গত কয়েকদিন আগে অনলাইন আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হয়েছিল। সেই প্রতিযোগিতার পুরস্কার দেওয়া হয় এদিন। সঙ্গে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকে জেলার কৃতীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পাশাপাশি একক ও সমবেত নৃত্য, সংগীত, আবৃত্তির অনুষ্ঠান হয়। উপস্থিত ছিলেন কবি বেনু সরকার, নাট্যশিল্পী অলোক ভট্টাচার্য সহ বিশিষ্টরা। পাশাপাশি আলিপুরদুয়ারে পুরসভা প্রেক্ষাগৃহে আলিপুরদুয়ার কালচারাল ইউনিটের উদ্যোগে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রবিবার হয়। অনুষ্ঠান প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়। এরপর উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে শুরু হয়। এরপর একক ও সমবেতভাবে নাচ, গান, আবৃত্তির অনুষ্ঠান হয়। সেইসঙ্গে গত ১১ ও ১২ মে হিন্দি হাইস্কুলে প্রতিযোগিতা হয়। তারও পুরস্কার দেওয়া হয় এদিন।

পাশাপাশি, 'বাউলকন্যা তিথি' লোকব্যান্ড এবং 'উদাস বাউল কার্যকরী কমিটি'র যৌথ উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার জেলা 'বাউল মিলনমেলা' অনুষ্ঠিত হয়।

১৭ ও ১৮ মে অর্থাৎ শনিবার ও রবিবার শহরের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের নিউ আলিপুরদুয়ার এলাকায় মেলাটি হয়। সেখানে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের ২০ জন বাউলশিল্পী অংশ নিয়েছিল। সেইসঙ্গে বাউলশিল্পীরা নগর পরিক্রমাও করেন। আয়োজক তিথি সরকার বলেন, 'বাউল বিষয়টি ধীরে ধীরে বিলুপ্তপ্রায় হয়ে যাচ্ছে। যাতে বাঁচিয়ে রাখা যায় সেই জন্যই প্রতিবার এই আয়োজন করা হয়।'

আয়োজকরা বলছেন, রবীন্দ্র জয়ন্তী এবং নানা অনুষ্ঠানের আয়োজনের মাধ্যমে সকলের প্রতিভা তুলে ধরাই মূল লক্ষ্য।

নিউ আলিপুরদুয়ার এলাকায় বাউল মিলনমেলা। (ডানদিকে) পুরসভা হলে অনুষ্ঠান।

অভিযুক্ত অনামিকা গুহকে থানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

সন্তান বিক্রি, পরে উদ্ধার

মালবাজার, ১৮ মে : শনিবার সকালে সন্তানকে বিক্রি করে রাতে আবার সেই সন্তানের জন্য পুলিশের দ্বারস্থ হলেন এক মহিলা। রাতেই ওই মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ শিশুটিকে উদ্ধার করে আনে। রবিবার সকালে বাচ্চা ও মাকে জলপাইগুড়ি হোমে পাঠানো হয়েছে। তবে, কোনও অভিযোগ দায়ের না হওয়ায় শিশুটির ক্রেতার বিরুদ্ধে কোনও আইনি পদক্ষেপ করা হয়নি বলে পুলিশের দাবি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে মাল শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা এক মহিলা তাঁর এক বছরের সন্তানকে ৯০০০ টাকায় বিক্রি করেন। মহিলার নাম অনামিকা গুহ। তাঁর স্বামী রাজু গুহ পেশায় হাট ব্যবসায়ী। প্রতিবেশীরাই জানিয়েছেন, ওই মহিলা মাঝেমধ্যেই স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে চলে যান।

বাজার রোডের কানু দাস নামে নিঃসন্তান ব্যক্তির কাছে তিনি সন্তান বিক্রি করেন। কানুর পরিবার সূত্রে জানা যায়, ওই মহিলা শনিবার বলেন, আমি ব্যক্তিগত সমস্যার জন্য সন্তান প্রতিপালনে ব্যর্থ। ৯০০০ টাকা দিলেই আমি আমার সন্তানকে তোমাদের হাতে তুলে দেব। সন্তান না থাকায় কানুর পরিবার রাজি হয়ে যায় বাচ্চাটির দায়িত্ব নিতে। সেইমতো স্ট্যাম্প পেপারে লিখেই শিশুটিকে নিজের বাড়িতে রেখে দেন কানু। কিন্তু রাতে অনামিকা আবার পুলিশ নিয়ে তাঁদের বাড়িতে যান এবং বাচ্চাটিকে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি করেন। তিনি বলেন, 'আমার স্বামী বিষয়টি মানতে চাইছেন না। তাই আপনাদের টাকা ফেরত নিয়ে আমার বাচ্চা ফেরত দিন।' অনামিকা প্রথমে স্বামীকে মৃত বলেছিলেন।

এমন ঘটনায় পুলিশ দ্রুত শিশু ও ওই মহিলাকে নিয়ে থানায় চলে আসে। কানু বলেন, 'নিঃসন্তান হওয়ায় আমাদের মনে একটা কষ্ট ছিল। ওই মহিলার কান্নায় ভেঙে পড়েছিলাম।'

মাল থানার আইসি সৌম্যজিৎ মল্লিক অবশ্য দাবি করেন, 'টাকার বিনিময়ে বাচ্চা বিক্রি করার কোনও ঘটনা ঘটেনি। আর্থিক সমস্যার জন্য মহিলা তাঁর সন্তানকে ওই ব্যক্তির কাছে রাখতে এসেছিলেন। যদিও পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে শিশুটিকে হোমে পাঠানো হয়। সম্ভবত ওই ব্যক্তি পরবর্তীতে শিশুটিকে দত্তক নেওয়ার জন্য আবেদন করবেন।'

জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান মান্না মুখোপাধ্যায় বলেন, 'মা ও বাচ্চাকে আমাদের কাছে পাঠানো হয়।' তবে পুলিশ কানু দাসের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হয়নি, ফলে অনেক প্রশ্ন উঠছে।

শিকড়ের খোঁজে

প্রথম পাতার পর

সংকোশ ইত্যাদি অবশ্য ছোট নদী নয়। তার বাইরে অনেকে পরিচিত-স্বল্প পরিচিত, অখ্যাত নদী-উপনদী-শাখানদীর অস্তিত্ব ছড়িয়ে আছে উত্তরবঙ্গের আট জেলায়। যেগুলির সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্থানীয় গ্রামীণ জীবন, সেখানকার সভ্যতা-সংস্কৃতি, ইতিহাসের বিস্মৃত অধ্যায়। সেই নদীগুলির বেশ কিছু এখন অস্তিত্ব সংকটে ধুঁকছে। উন্নয়ন, নগরায়ণ কিংবা নিছক দূষণের চাপে অনেক জায়গায় হারিয়ে যেতে বসেছে গ্রামীণ মানুষের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত অধ্যায়।

'আমাদের ছোট নদী' সেই অধ্যায়কে বিস্মৃতির হাত থেকে রক্ষা করে সকলের সামনে তুলে ধরার এক উল্লেখযোগ্য চেষ্টা। স্থানীয় ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রশাসনকে মনে করিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে তার কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করারও ছিল সেই পরিকল্পনার অন্যতম কারণ। জীবন তো শুধু ইতিহাস আর ঐতিহ্য নিয়ে চলে না। বাস্তবের মাটিতে উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ইত্যাদিও জরুরি।

জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনকে তাই প্রয়োজনে সবসময় কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। সেই চেষ্টার আরেকটি রূপ পাঠক গত কয়েক মাসে দেখেছেন 'জনতার চার্জশিট' বিভাগে। তেমনই বিরোধীদের দায়বদ্ধতা মনে করিয়ে দিতে নিয়মিত প্রকাশ করা হয়েছে 'পেতাম যদি সিংহাসন' বিভাগ। উত্তরবঙ্গে প্রায় সমস্ত শহরই ক্রমে আধুনিক হচ্ছে, প্রসারিত হচ্ছে। উন্নয়নের ঢাকঢোল ভালোই পেটানো হয় শহরগুলিতে। অথচ প্রতি শহরের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে নাগরিক সমস্যার অন্ত নেই।

রাস্তা, পানীয় জল, বিদ্যুতের জোগান থেকে শুরু করে খেলার মাঠ, অবসর বিনোদনের পার্ক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মঞ্চের অভাব কিংবা রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যা প্রায় প্রতি শহরে। পাশাপাশি আবর্জনা, দূষণ, অরাজকতা ইত্যাদিতে জেরবার অনেক এলাকা। এত অভাব-অভিযোগ, সমস্যার প্রতি পুর কর্তৃপক্ষের নজর আকর্ষণে উত্তরবঙ্গ সংবাদ চালু করেছে 'পাড়ায় পাড়ায়' বিভাগ। উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়ের দায়বদ্ধতার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পাঠকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন এইসব উদ্যোগের নেপথ্য কারণ।

পাঠকমাত্রই জানেন, তথ্য বিকৃতি, মিথ্যার জাল ক্রমে সংবাদজগৎকে কলুষিত করছে। সেখানে দাঁড়িয়ে সত্য যাচাইয়ের লাগাতার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে প্রকৃত তথ্য পাঠকের দুয়ারে পৌঁছে দিতে নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সাম্প্রতিক আবহে উত্তরবঙ্গ সংবাদে সেই প্রক্রিয়ার প্রতিফলন নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন পাঠক। কষ্টসাধ্য এবং অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের ক্ষতির ঝুঁকি নিয়েও সাংবাদিকতায় সেই সত্যনিষ্ঠায় অবিচল থাকতে চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

পক্ষপাত, আনুগত্য, নিছক ব্যবসায়িক স্বার্থ ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে গত ৪৫ বছর ধরে উত্তরবঙ্গ সংবাদ শুধু মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ থাকার ঐতিহ্য নির্মাণ করেছে। সর্বশেষ সেই কথাটাই বলার যে, উত্তরবঙ্গের আত্মাকে নিষ্কলুষ, পবিত্র, নির্মল রাখতে একইরকম নির্ভীক, দল ও শক্তি নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে চলার শপথ আমরা নিলাম ৪৬তম বর্ষের শুরুতেই।

সুপারি গাছ দিয়ে

প্রথম পাতার পর

বর্ষার সময় ওই গ্রামের জল সেতুর তলা দিয়ে গিয়ে পাশের কুমলাই নদীতে গিয়ে মিশত। তবে বর্তমানে পুরোনো সেতু ভেঙে নতুন সেতুর কাজ শুরু হয়েছে। নদী পার করার জন্য সেখানে একটি অস্থায়ী ডাইভারশন করা হয়েছে। তবে ডাইভারশন তৈরি করলেও জল বের করার কোনও জায়গা করা হয়নি। এরপর বৃষ্টিতে ডাইভারশন ভেঙে গেলে একটি হিউমপাইপ বসানো হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, সেই হিউমপাইপ দিয়ে জল বের হচ্ছে খুবই ধীরগতিতে। সেজন্যই একদিন বৃষ্টি হলেই সেই জল আটকে থাকছে প্রায় এক সপ্তাহ।

ওই গ্রামের বাসিন্দা মণিরাম মুন্ডার কথায়, 'গ্রামের বিভিন্ন এলাকার জমির জল একটি খাল দিয়ে গিয়ে নদীতে মিশত। তবে হিউমপাইপ দিয়ে বেশি জল বের না হতে পারায় গ্রামের খালে জল আটকে থাকছে। এই জল পার করে গ্রামের একদিকের মানুষের আরেক দিকে যেতে সমস্যা হচ্ছে।'

একই কথা শোনা গেল যিশু রায় নামে আরেক বাসিন্দার মুখেও। ওই গ্রামের মাঝে একটি সাঁকো ছিল। সেটা গত বর্ষায় ভেঙে যাওয়ায় বর্তমানে সমস্যা আরও বেশি। যেখানে সাঁকো ছিল সেখানে একটি সুপারি গাছ ফেলা হয়েছে। আর আরেকটি বাঁশ লাগানো হয়েছে ধরার জন্য। বাঁশে ভর দিয়ে সুপারি গাছের ওপর দিয়ে জমা জল পার করতে হচ্ছে আট মাইল এলাকার বাসিন্দাদের। ভারী বর্ষার আগেই গ্রামে এই পরিস্থিতি। বর্ষায় সমস্যা আরও বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দা তথা ওই এলাকার প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা বিউটি মুন্ডার কথায়, 'আগে ওখানে সাঁকো করা হয়েছিল। তখন খালে জল বাড়লেও সাঁকো দিয়ে যাতায়াত করা যেত। এখন তো কিছুই করা হচ্ছে না।'

বাগান বন্ধ

কালচিনি, ১৮ মে : আবার বন্ধ হয়ে গেল মধু চা বাগান। প্রায় ৮ বছর বন্ধ থাকার পর গত ২০২২ সালের ১৪ এপ্রিল খুলেছিল কালচিনি ব্লকের এই বাগানটি। মালিকপক্ষের দাবি, শ্রমিক অসন্তোষের জেরে তারা বাগানটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে। সেই বাগানে শ্রমিকদের প্রায় ৬টি পাক্ষিক মজুরি বকেয়া, জানিয়েছেন তৃণমূলের চা শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বীরেন্দ্র বরা ওরাওঁ। বকেয়া মেটানোর দাবিতে শ্রমিকরা লাগাতার গেট মিটিং করছিলেন। তাতে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে মালিকপক্ষ। বাগান বন্ধ হওয়ায় কাজ হারালেন প্রায় ৬০০ শ্রমিক।

চাকরি পাবেন উকিলের ছেলে

কোচবিহার, ১৮ মে : এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চুক্তিভিত্তিক কর্মী হিসাবে চাকরি পেতে চলেছেন উকিল বর্মনের ছেলে পরিতোষ বর্মন। জেলা তৃণমূলের উদ্যোগে সোমবার কোচবিহার হাসপাতালে বরাতপ্রাপ্ত এজেন্সির অধীনে একটি বিভাগে সুপারভাইজার হিসাবে কাজে যোগ দেবেন তিনি।

রাজনৈতিক মহলের মতে, আর কয়েকমাস বাদেই বিধানসভা ভোট রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে উকিল বর্মনের ছেলেকে চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়ে একদিকে রাজবংশী ভোট এবং অপরদিকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কেন্দ্র তথা বিজেপির বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভে হাওয়া দেওয়া হল।

উকিল বলেন, 'তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক আমার ছেলের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করেছেন। এজন্য আমরা হিপ্পির কাছে কৃতজ্ঞ।'

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির সরকারি প্রতিনিধি তথা তৃণমূলের কোচবিহার জেলার সভাপতি অভিজিৎ বলেন, 'এতে উকিলের পরিবার উপকৃত হবে।' বাংলাদেশে অপহৃত শীতলকুচির উকিল খুবই দুঃস্থ। তাঁর দুই ছেলেই রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতারের ওপারে উকিলের সামান্য কিছু কৃষিজমি রয়েছে।

মিছিলে দিলীপ

কলকাতা, ১৮ মে : রবিবার, খড়্গপুরে তেরঙ্গা যাত্রায় নামলেন দিলীপ ঘোষ। মিছিলে জেলা সভাপতি ছিলেন দিলীপের পাশে। দিঘা কাণ্ডের পর দলীয় বৈঠক ও কর্মসূচিতে ডাক পাননি প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি। তা নিয়ে মুখে কিছু না বললেও, মনে মনে খুব হতাশ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। আরএসএস নেতৃত্ব আপাতত কিছুদিন দিলীপকে চুপ থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন। যদিও নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের জন্য নেতৃত্বের কাছে দরবার করতে নারাজ দিলীপ। দিলীপের কথায়, 'ঠিক করেছি এখন জেলাতেই থাকব। খড়্গপুরেই বেশি সময় দেব।'

রাস্তা সারাই

বীরপাড়া, ১৮ মে : কয়েকদিনের বৃষ্টিপাতে ভুটান সীমান্তের লঙ্কাপাড়া চা বাগানের ৫ নম্বর লাইন এবং এলবি লাইনের সংযোগ রক্ষাকারী রাস্তাটি বেহাল হয়ে পড়েছিল। রবিবার স্থানীয় বাসিন্দারা স্বেচ্ছাশ্রমে রাস্তাটি মেরামত করেন। জেলা পরিষদের স্থানীয় সদস্য বিশাল গুরুং, এলাকার বাসিন্দা রবিলাল লামা, সনম গুরুং প্রমুখ ব্যক্তিগত খরচে বালি এবং সিমেন্ট কেনেন। কয়েকজন রাজমিস্ত্রি নিয়োগ করা হয়। রাস্তার গর্তে বালি ভরাট করার পাশাপাশি কয়েকটি জায়গা কংক্রিট দিয়ে ঢালাই করে দেওয়া হয়। বিশাল বলেন, 'মোটরবাইক, স্কুলবাস চলাচলের ব্যাপক সমস্যা হচ্ছিল।' এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, সরকারি উদ্যোগে রাস্তা মেরামত সময়সাপেক্ষ।

এবার সিকিম হয়ে কৈলাস যাত্রা

ফের উন্মুক্ত হচ্ছে নাথু লা'র পথ

সানি সরকার

নয়া যাত্রা

- বিদেশসচিবের চিন সফরে গলেছে বরফ, মিলেছে চিনের অনুমতি
- কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর নাথু লা দিয়ে কৈলাস যাত্রার সম্ভাবনা
- প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উত্তরাখণ্ডের পথ বন্ধ হতেই নজরে সিকিম
- কেন্দ্রের নির্দেশে গ্যাংটক ও নাথু লা-তে পরিকাঠামো তৈরি

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উত্তরাখণ্ডের পথ বন্ধ হতেই সিকিমে নজর। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ফের নাথু লা দিয়ে কৈলাস যাত্রা শুরু হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। যার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে পাহাড়ি রাজ্যটিতে। প্রথমে ভারত-চিনের ডোকালাম সংঘাত এবং পরবর্তীতে কোভিড পরিস্থিতির জেরে বন্ধ হয়ে থাকে নাথু লা দিয়ে মান সরোবর যাত্রা। সেই পথই আবার খুলতে শুরু করেছে।

কিন্তু কেমন করে বরফ গলল? প্রশাসনিক সূত্রে খবর, চলতি বছর জানুয়ারিতে চিন সফরে গিয়ে বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন চিনের বিদেশসচিব সান ওইডংয়ের সঙ্গে। ওই বৈঠকের পরই নতুন করে কৈলাস যাত্রার পথ উন্মুক্ত করতে সম্মত হয় বেজিং। বিদেশমন্ত্রক থেকে বার্তা পেয়ে পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দিয়েছে প্রেমসিং তামাংয়ের প্রশাসন।

'১৭-র ডোকালাম সংঘাত, '২০-র গালওয়ান সংঘর্ষ এবং কোভিড, ত্র্যহস্পর্শে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সিকিম দিয়ে কৈলাস মান সরোবর যাত্রা। টানা কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর বিদেশসচিবের তৎপরতায় নাথু লা-র পুরোনো পথ নতুন করে খুলতে চলেছে। মূলত কৈলাস যাত্রা জুন মাসের শেষে শুরু হয়ে চলে অগাস্ট পর্যন্ত। কেননা, এই সময় পাহাড়ি এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও, শীত-বসন্তের বরফ গলে জল হয়ে যায়। ফলে ট্রেক রুট কষ্টকর হলেও তেমন চরম সমস্যায় পড়তে হয় না পুণ্যার্থীদের। সড়ক পরিকাঠামো অনেকটা উন্নত থাকায় বাস যাত্রার ধকল আগের মতো নেই। নাথু লা থেকে মান সরোবরের দূরত্ব প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার। এর মধ্যে লিপুলেখ লা-তে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার ট্রেক করতে হয়।

পাশাপাশি রয়েছে, কৈলাস পরিক্রমার ক্ষেত্রে পাহাড়ের ওপর ৫২ কিলোমিটারের ট্রেকিং। যা করতে প্রায় তিনদিন লেগে যায়। যদিও শারীরিক দক্ষতার কারণে অনেকে তা দু'দিনে সম্পন্ন করে ফেলেন।

এবার দুই দফায় কৈলাস যাত্রার অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে পাঁচটি দল যাবে। প্রতিটি দলে থাকবেন ৫০ জন করে। পরবর্তীতেও ৫০ সদস্যের দল গঠন করে ১০টি দলকে অনুমতি দেওয়া হবে।

সিকিম প্রশাসন সূত্রে খবর, কৈলাস যাত্রার প্রস্তুতি হিসেবে রাজধানী গ্যাংটক ও নাথু লা-তে দুটি অ্যাক্লাইমেটাইজেশন সেন্টার তৈরি করা হচ্ছে। সেখানে শৌচালয় থেকে যাত্রার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সমস্ত সুযোগসুবিধা রাখা হচ্ছে। পরিকাঠামো উন্নয়নে একযোগে কাজ করছে রাজ্যের বন, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন এবং পর্যটন দপ্তর। কী কী কাজ করা হয়েছে, কোন কাজ বাকি রয়েছে, সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট চলতি সপ্তাহে পাঠানো হয়েছে কেন্দ্রের কাছে।

সিকিমের পর্যটনমন্ত্রী ছেরিং থেনডুপ ভুটিয়া বলেন, 'কৈলাস যাত্রার পরিকাঠামো তৈরির জন্য গত মাসেই কেন্দ্রের তরফে নির্দেশ আসে। সেই মোতাবেক পরিকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে।' কৈলাস মান সরোবর যাত্রাকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে পর্যটনের প্রসার হবে বলেও আত্মবিশ্বাসী তিনি।

জলের অভাব

প্রথম পাতার পর

'আমার বাড়িতেও সংযোগ দেওয়া হয়নি। আমাদের ভরসা বাগান থেকে নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ করা অল্প পরিমাণ জল। মাঝে মাঝে পান করার জল কিনেও আনতে হয়।'

পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে সম্প্রতি সমীক্ষা হয়েছে সিংঘানিয়ায়। সেখানে ১০১টি বাড়িতে এখনও সংযোগ দেওয়া হয়নি। আর সংযোগ দেওয়া হলেও ৪৩টি বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছায় নামমাত্রই। ওই চা বাগানে কমবেশি ৭০০ জন শ্রমিক কর্মচারী রয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৫৪৩ জন কাজ করেন।

সমস্যার কথা অবশ্য সাংসদ জানেন। মনোজ বলেন, 'আমি প্রতিদিন সিংঘানিয়ায় প্রাতর্ভ্রমণের সময় শ্রমিকদের মুখে পানীয় জলের সমস্যার কথা শুনি। কেন্দ্রীয় সরকারের জলজীবন মিশনের টাকা রাজ্য সরকার জলস্বপ্ন নাম দিয়ে খরচ করছে। কিন্তু সিংঘানিয়া চা বাগানে ওই প্রকল্প রূপায়ণে ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়ম হয়েছে। ফল ভুগতে হচ্ছে শ্রমিকদের।'

এদিকে, বাগানকর্মী তথা তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের বাগান ইউনিটের সম্পাদক ফারহাদ আলির বক্তব্য, 'রাজ্য সরকার প্রত্যেকটি চা বাগানে পানীয় জল সরবরাহে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। কিন্তু সিংঘানিয়ায় ঠিকাদারের গাফিলতিতে পরিষেবা মুখ থুবড়ে পড়েছে।'

বাগানে গিয়ে দেখা গেল, হাটখোলা লাইনে বাগান কর্তৃপক্ষের বসানো পাইপের মুখে ভিড়। সেখানেই আসুন্তা লাকড়া, মুলের চিকবড়াইকরা জানালেন, সকালবেলা জল সংগ্রহে বিরাট লাইন পড়ে যায়। ওঁদের বাড়িতেও পিএইচই পাইপলাইন সংযোগ দেয়নি। সীমা কুজুরের বাড়ির সামনের ট্যাপকল থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। 'এক বালতি জল সংগ্রহে প্রায় কুড়ি মিনিট সময় লাগছে।' বললেন তিনি। বীরপাড়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার গৌরব বল আশ্বাস দিচ্ছেন, 'বাগানের বাকি বাড়িগুলিতে সংযোগ দেওয়ার বিষয়টি টেন্ডার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে।'

'লইবাড়ি হাট'

প্রথম পাতার পর

আর সেই সুবাদে ভালো বিকিকিনির সুবাদে বিক্রেতার মুখে হাসি, ক্রেতারাও। সরকারি সহযোগিতা পেলে এই হাসি আরও চওড়া হওয়ার সুযোগ রয়েছে বলে কল্পনা মণ্ডলের মতো বিক্রেতারা মনে করিয়ে দিচ্ছেন। রোদ বৃষ্টি থেকে বাঁচতে সরকারিভাবে হাটখোলার জন্য টিনের ছাউনি সহ উঁচু বাঁধানো মেঝে, বর্ষায় হাটের জল যাতে সহজে বের হতে পারে সেজন্য নিকাশি ব্যবস্থার দাবিও জোরালো হয়েছে।

ঐতিহ্য ও প্রতিচ্ছবি

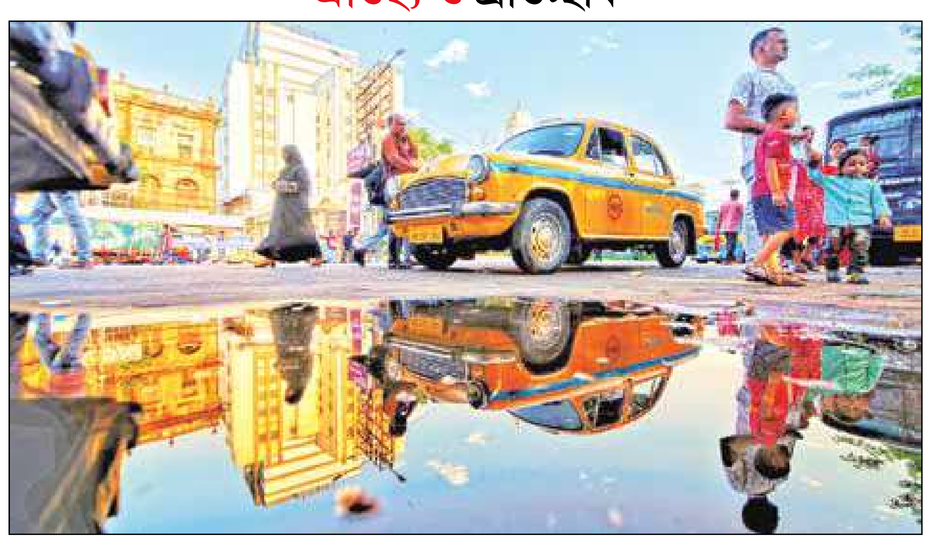

কলকাতার রাজপথ থেকে হলুদ ট্যাক্সি হারিয়ে যাওয়া যেন শুধু সময়ের অপেক্ষা। ছবি : আবির চৌধুরী

লক্ষ্যপূরণে ব্যর্থ সরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৮ মে : নজরদারির অভাবে ধুঁকছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যান্ড ফাইটোক্যামিক্যাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের সরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানটি। সরকারি প্রতিষ্ঠানটির আজ এমন দুরবস্থা যে বছরে লক্ষ্যমাত্রা ১ লক্ষ লিটার থাকলেও এই মুহূর্তে মাত্র ৭ হাজার ১৫০ লিটারের বেশি ফিনাইল ও লিকুইড সোপ উৎপাদন করতে পারছে না। উত্তরবঙ্গের সমস্ত সরকারি হাসপাতালে ফিনাইল ও লিকুইড সোপ সরবরাহের একমাত্র বরাতপ্রাপ্ত সরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান হিসেবে বেশ নাম কুড়িয়েছিল প্রতিষ্ঠানটি। অথচ দেখভাল ও পরিকাঠামোর অভাবে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উৎপাদনের সম্ভাবনা প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে। দিনের পর দিন রুগ্ন অবস্থায় থাকায় এই সুযোগে বেসরকারি সংস্থার তৈরি সামগ্রী বাজার দখল করেছে। ফিনাইল ও লিকুইড সোপের বাইরে চা গাছ ও কৃষিকাজে গাছের বৃদ্ধিতে তৈরি জৈব হরমোন উৎপাদনেও পিছিয়ে পড়েছে এই সরকারি প্রতিষ্ঠানটি। চাহিদা অনুযায়ী জোগান দিতে যেমন পারছে না, তেমনি কর্মীর অভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছে জলপাইগুড়ির তোড়লপাড়ার ফাইটো কমপ্লেক্স।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে উত্তরবঙ্গের শিল্প নিয়ে আলোচনা সভায় অংশ নেবেন। ওই আলোচনা সভাকে নিয়ে শিল্প মহলের উৎসাহ ও উদ্দীপনা তুঙ্গে। কিন্তু বাস্তবে খোদ জলপাইগুড়ির এক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বেহাল দশা কাটাতে রাজ্য সরকারের দিক থেকে গত কয়েক দশকে কোনও উদ্যোগ লক্ষ করা যায়নি। প্রচুর সম্ভাবনা ও উপার্জনের দিক থাকলেও এই

ফাইটোকেমিক্যাল কমপ্লেক্সে কাজে ব্যস্ত দুই কর্মী।

সরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানটির অবস্থা এখন দাঁড়িয়েছে ঢালতরোয়ালহীন নিধিরাম সর্দারের মতো। ফাইটো কমপ্লেক্সের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট সঞ্জিত গুহ বলেন, 'সমস্যাটি যেখানে জানানো দরকার সেখানে জানিয়েছি। এর বেশি কিছু বলতে পারব না।'

আশির দশকে জলপাইগুড়ির তোড়লপাড়ায় রাজ্য শিল্প বাণিজ্য দপ্তরের উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল ফাইটোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স। বর্তমানে ফাইটো কমপ্লেক্সে এখন বছরে মাত্র ৭৫০০ লিটার চা গাছের বৃদ্ধির জন্য গ্রোথ হরমোন তৈরি হয়। এছাড়া লিকুইড জেএম প্লাস ইডিটিএ মাত্র ২২০০ লিটার উৎপাদন করা হয় বছরে কৃষি সহ অন্যান্য গাছের বৃদ্ধির জন্য।

সরকারি এই শিল্পপ্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রি ও কর্মীর অভাব এবং উৎপাদিত সামগ্রীর চাহিদার সঙ্গে জোগানের অসামঞ্জস্যর কারণে সরকার লাভের মুখ দেখতে পারছে না। উৎপাদন বিভাগের গবেষণগারে প্রশিক্ষিত একজন কর্মী আগামী মাসে অবসর নিতে চলেছেন। তাঁর জায়গায় নতুন কাউকে না নিয়ে অন্য এক কর্মীকেই হাতে-কলমে শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে। অপরদিকে প্যাকিং, প্যাকেজিং বিভাগে মাত্র ২ জন কর্মীকে দিয়ে কাজ করাতে সমস্যা হচ্ছে। প্রয়োজন ৭ জন কর্মীর। অস্থায়ীভাবে ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে একজনকে ফাইটো কমপ্লেক্সের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি প্রতিদিন অফিস করতে পারেন না অন্য দপ্তরের দায়িত্ব থাকায়। এতবড় ফাইটো কমপ্লেক্সে যেখানে ২৫ জন কর্মীর প্রয়োজন সেখানে স্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক কর্মী মিলিয়ে মাত্র ৭ জনকে দিয়ে কাজ চলছে। নর্থবেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সাধারণ সম্পাদক কিশোর মারোদিয়ার কথায়, 'সুযোগ পেলে মুখ্যমন্ত্রীর শিল্প সম্মেলনে বিষয়টি তুলব।'

বিপাকে বাংলাদেশ

প্রথম পাতার পর

বাণিজ্যমন্ত্রকের নির্দেশে তাতে বিরাট ধাক্কা লেগেছে।

ধাক্কা সীমান্তের ওপারেও। প্লাস্টিকের দানা নিয়ে ফুলবাড়ি সীমান্ত দিয়ে এপারে এসে ট্রাকচালক মহম্মদ শাহজাহান বলেন, 'বিভিন্ন ধরনের মাল নিয়ে ১০০টির বেশি ট্রাক বাংলাদেশের বাংলাবান্ধা সীমান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আদৌ ঢুকতে পারবে কি না জানি না।'

আরেক বাংলাদেশি ট্রাকচালক ওমর ফারুক দেশে ফেরার আগে রবিবার বলেন, 'ভারত আমদানি বন্ধ করায় আমাদের দেশের অর্থনীতিতে বড় প্রভাব পড়বে।'

বাণিজ্য সম্পর্কিত নয়দিল্লির গবেষণা সংস্থা গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভের প্রকাশিত রবিবারের রিপোর্টে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য এতে ৪২ শতাংশ কমে যায়।

অর্থমূল্যে যে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৭৭০ মিলিয়ন ডলার। ওই রিপোর্ট অনুযায়ী সবচেয়ে বড় আঘাত আসবে বস্ত্রশিল্পে।

যেমন ওমর ফারুকের কথায়, 'অনেক মানুষ এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। গাড়ি চালাতে না পারলে আমার আয় বন্ধ হয়ে যাবে। আমার মতো অনেক পঞ্চগড় ও বাংলাবান্ধা সীমান্ত লাগোয়া চালকদের কাজ চলে গেল। একটা ট্রাকের ওপর অন্তত দশজন মানুষের পরিবার চলে। গাড়ি না চললে মাল তোলা ও নামানোর শ্রমিকরা কাজ হারাবেন।'

চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দরের শ্রমিক সহিদুল ইসলাম বলেন, 'আজকেই কাজ পাইনি। দশজনের পরিবার কী করে চলবে জানি না।' বাংলাদেশ থেকে কাটা কাপড় নিয়ে চ্যাংরাবান্ধা হয়ে এপারে এসেছেন বুড়িমারির ট্রাকচালক মহম্মদ সাজু হোসেন।

তাঁর বক্তব্য, 'খুব দুশ্চিন্তায় রয়েছি। ট্রাক চালিয়ে দিন গুজরান হয়। আমাদের ওদিকের প্রচুর শ্রমিক ও ট্রাকচালক এই ব্যবসার ওপর নির্ভরশীল। কমপক্ষে পাঁচ শতাধিক মানুষের পরিবার চলে এর ওপর। আমাদের এখন কী করে চলবে, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

আরেক বাংলাদেশি ট্রাকচালক আবদুল হানিফার চ্যাংরাবান্ধায় রবিবার বলেন, 'এই কাজ ছাড়া আর কিছু জানি না। প্রত্যেক ট্রিপে হাজার থেকে ১১০০ টাকা পাই। রাতে ভারতে থাকতে হলে আরও ২০০ টাকা এক্সট্রা পাওয়া যায়। সব বন্ধ হয়ে যাবে।' তাঁর কথায়, 'ভারত সরকারের এই পদক্ষেপে ভারতের ক্ষতি কিছু হবে, কিন্তু বেশি লোকসান হবে বাংলাদেশের।' *(তথ্য সহায়তা : সাগর বাগচী, শতাব্দী সাহা ও জসিমুদ্দিন আহম্মদ)*

বহুমূল্য গাড়ি

প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি আরও ৪টি ওয়াটার স্প্রিংকলার গাড়ি আসবে ফালাকাটায়। কিন্তু এইসব গাড়ি, যন্ত্রাংশ রাখার কোনও ব্যবস্থা তো নেই।

এদিকে, প্রায় ২ বছর আগে রাজ্য থেকে প্রায় ৩৪ হাজার বালতি এবং ৯০টি ভ্যান পুরসভায় পাঠিয়েছিল সুডা। বাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহের জন্য নীল ও সবুজ এই দুই রংয়ের বালতি পাঠানো হয়। দুই বছর আগে ওই বালতি ও ভ্যান স্থানীয় একটি স্কুলের ঘরে তালাবন্দি করে রাখা হয়েছিল। এখনও সেখানেই রয়েছে। বিলি করা হয়নি। অভিযোগ, সেখানে পড়ে থেকে ভ্যানগুলিতে এখন মরচে পড়ছে। বালতির গা থেকে রং উঠে যাচ্ছে। দ্রুত ভ্যান ব্যবহার না করা হলে সেগুলি নষ্ট হয়ে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এখন আবার গাড়ি, ট্র্যাক্টর সহ নানা যন্ত্রাংশ রাখার জায়গা পাচ্ছে না পুরসভা। তাই খোলা আকাশের নীচেই সেগুলি রাখা হয়েছে। এভাবে বেশিদিন থাকলে এগুলিও নষ্ট হয়ে যেতে পারে বলেই আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবার কেউ নেই

প্রথম পাতার পর

এই অঞ্চলের চা বলয়ে সদ্য সমাপ্ত উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হয়েছে। নির্বাচিত বিধায়কের বাড়ি ডিমডিমা বাগান এলাকায়। অথচ সেই বাগানেও শ্রমিকরা প্রায় দুই মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। আশ্চর্যের বিষয়, ওই ব্লকেই শাসক ও বিরোধী দুই পক্ষের সর্বাধিক কেন্দ্রীয় স্তরের চা শ্রমিক নেতা রয়েছেন। অথচ সেখানেই বাগানের সমস্যা সবচেয়ে প্রকট।

রাজ্য সরকার চা বাগান সমস্যার সমাধানে একাধিক কমিটি গঠন করেছে, তৈরি হয়েছে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর। সেই নীতি অনুসারে, যখন-তখন বাগান বন্ধ করে দেওয়া, মজুরি বকেয়া রাখা, লিজ বাতিল করা যাবে। এই নিয়ম কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ। রাজ্যের তৈরি টি অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল আসলে সমস্যার সমাধানে নয়, নেতাদের সরকারি স্টিকার লাগানো গাড়িতে ঘোরাঘুরির সুবিধা দিতেই তৈরি হয়েছে বলে মনে হয়। সম্প্রতি শ্রমমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য আবার একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হবে। কিন্তু গত সাত বছরে কুড়ি বারেরও বেশি বৈঠক করার পরেও যখন ফল মেলেনি, তখন আরেকটি কমিটির প্রতিশ্রুতি নতুন প্রতারণারই নামান্তর।

প্রকৃত সমস্যা হল, চা বলয়ে কার্যকর কোনও বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি নেই। সিপিএম তাদের শাসনকালে শ্রমিকদের প্রতি যে অবিচার করেছে, তার জন্য এখনও ক্ষমা চাইতে সাহস পাচ্ছে না। অন্যদিকে বিজেপি, অসমে যারা এখনও মজুরি সীমাবদ্ধ রেখেছে ২২৫-২৫০ টাকার মধ্যে, তারাও জমির মালিকানা বা উপজাতীয় স্বীকৃতির দাবিতে কোনও জোরালো আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। ফলে তাদের নেতারাও চা বলয়ে আস্থা তৈরি করতে পারছেন না। বরং পদ হারালেই এক দল থেকে আরেক দলে যাওয়া তাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিরই অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কলকাতাকেন্দ্রিক নেতৃত্ব এবং প্রশাসনের প্রতি অনুগত উত্তরবঙ্গের নেতারা আজ পর্যন্ত চা বাগানের জন্য কোনও স্পষ্ট বিকল্প নীতির সন্ধান দিতে পারেননি। সমবায়ের মাধ্যমে বাগান পরিচালনার প্রশ্ন উঠলেই তাঁরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। ২০২৩ সালে হঠাৎই রাজ্য সরকার ঘোষণা করে যে, চা বাগানের শ্রমিকদের জমির পাট্টা দেওয়া হবে। অথচ এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে শ্রমিকদের মতামত নেওয়া তো দূরের কথা, কোন জমিতে পাট্টা দেওয়া হবে, সেই জমির চরিত্র কী, এই পাট্টা কী সুবিধা দেবে, এসব নিয়ে কোনও স্বচ্ছতা নেই। নেতা ও প্রশাসনের মনোভাব এমন, 'এতদিন কেউ কিছু করেনি, আমরা তো করছি, এবার আর প্রশ্ন তুলো না।'

চা শিল্পের প্রকৃত চিত্র বোঝার জন্য শুধু রাজনৈতিক দিক নয়, অর্থনৈতিক কাঠামোর বিশ্লেষণও জরুরি। চায়ের একটি বড় অংশ অকশন ছাড়াই সরাসরি বিক্রি হয়ে যায়, যার কোনও হিসেব সাধারণ মানুষের কাছে নেই। মালিকপক্ষ সাধারণত অকশনে কম দাম দেখিয়ে চা শিল্পের সংকটের গল্প ফাঁদে। ফলে একটি বিশাল অঘোষিত অর্থপ্রবাহ রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে যায়। চা শিল্পে এই প্রক্রিয়া বহু আগেই শুরু হয়েছিল। কলকাতা, দিল্লি ও গুয়াহাটির প্রভাবশালী লবি আজ বাংলা ও অসমের চা শিল্প নিয়ন্ত্রণ করে। দুই রাজ্যে সরকার ভিন্ন হলেও মজুরি বৃদ্ধির হার প্রায় সমান, যাতে কোনও এক রাজ্যের শ্রমিকদের মজুরি বাড়লে অন্য রাজ্যে শ্রমিক বিক্ষোভ তৈরি না হয়। এটা হয়তো একধরনের সমঝোতা। তার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই ২০২৬-এর নির্বাচনের আগে চা বলয়ে রাজনৈতিক বিপর্যয় আসতে পেরে জেনেও যখন বাংলায় টি ট্যুরিজমের নামে চা বাগানের তিরিশ শতাংশ জমি বরাদ্দ করে দেওয়া হয় তা দেখে। অসমেও কর্পোরেট স্বার্থে শ্রমিক উচ্ছেদ করে একই কাজ করা হচ্ছে।

রাজ্য সরকার দাবি করেছে, চা পর্যটনে আশি শতাংশ স্থানীয় মানুষ কর্মসংস্থান পাবেন। তবে বাস্তবটা ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ, শিলিগুড়ি শহরের পাশের একটি চা বাগানে গড়ে ওঠা একটি রিসর্টে 'কলোনিয়াল সুইট'-এর এক রাতের ভাড়া দিয়ে দশজন শ্রমিককে এক মাস বেতন দেওয়া যায়। কিন্তু সেখানে ক'জন স্থানীয় মানুষ কাজ পেয়েছেন, সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

আসলে চা শিল্পের বাহ্যিক চাকচিক্যের আড়ালে আজও রয়ে গিয়েছে এক দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শোষণের পরম্পরা। উত্তরবঙ্গের অনুন্নয়ন এবং শ্রমিক জীবনের অবমাননার মূল শিকড় আজও গেঁথে রয়েছে ১৫০ বছরের চা শিল্প ব্যবস্থার গভীরে।

লেখক-সমাজকর্মী

অভিনেত্রী নুসরত ফারিয়া গ্রেপ্তার ঢাকায়

ঢাকা, ১৮ মে : জনপ্রিয় বাংলাদেশি অভিনেত্রী নুসরত ফারিয়াকে রবিবার ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার করল বাংলাদেশ পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে গত বছর জুলাই অভ্যুত্থানের সময় খুনের চেষ্টার অভিযোগে ভাটারা থানায় মামলা রয়েছে। সেই সূত্রেই ফারিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রবিবার থাইল্যান্ডে যাওয়ার সময় তাঁকে ইমিগ্রেশন চেকপয়েন্টে আটক করা হয়। সেখান থেকে প্রথমে ভাটারা থানায়, তারপর ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে জেরা করা হয়। সোমবার নুসরত ফারিয়াকে আদালতে তোলা হবে। দুই বাংলার একাধিক সিনেমায় অভিনয় করেছেন ফারিয়া। শ্যাম বেনেগাল নির্মিত 'মুজিব-দ্য মেকিং অফ এ নেশন'-এ শেখ হাসিনার চরিত্রে ফারিয়ার অভিনয় সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছিল। এর আগে হত্যাচেষ্টার ওই মামলায় অপু বিশ্বাস, আসনা হাবিব ভাবনা, জায়েদ খান সহ ১৭ জন তারকাকে আসামি করা হয়েছে।

কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনে সমস্যা

শ্রীহরিকোটা, ১৮ মে : পরের পর সফল অভিযানের পর পৃথিবীর কক্ষপথে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করতে গিয়ে ধাক্কা খেল ইসরো। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা জানিয়েছে, রবিবার ভোরে ইওএস-০৯ কৃত্রিম উপগ্রহ নিয়ে কক্ষপথের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল ইসরোর পিএসএলভি-সি৬১ রকেট। কিন্তু নির্দিষ্ট স্থানের কাছাকাছি পৌঁছোনোর পরেও রকেট থেকে উপগ্রহটিকে আলাদা করে কক্ষপথে স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। সমস্যার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন ইসরোর প্রধান ভি নারায়ণ। তিনি জানিয়েছেন, এদিন ভোর ৫টা ৫৯ মিনিটে শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস রিসার্চ সেন্টার থেকে

সফল উৎক্ষেপণের পর পৃথিবীর কক্ষপথে পৌঁছে নির্দিষ্ট জায়গায় ইওএস-কে স্থাপন করার কথা ছিল পিএসএলভি-সি৬১-র। কিন্তু এজন্য জ্বালানির মাধ্যমে যে পরিমাণ চাপ তৈরির কথা ছিল তা সম্ভব হয়নি। ইসরোর নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রের গবেষকদের কাছে বিষয়টি ধরা পড়ার পর অভিযান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

নারায়ণ বলেন, 'আজকের অভিযানের ৪টি ধাপ ছিল। কিন্তু তৃতীয় ধাপে লক্ষ্য করা যায় অভিযান শেষ করা সম্ভব নয়। কেন এটা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আশা করি আমরা খুব তাড়াতাড়ি সমস্যা মিটিয়ে ফেলব।' রবিবারের অভিযানটি ছিল ইসরোর ১০১তম মহাকাশ অভিযান। এজন্য যে পিএসএলভি রকেট ব্যবহার করা হয়েছিল সেটি ৬৩টি অভিযানে শামিল হয়েছিল।

আমেরিকায় টর্নেডো হত ২৭

ওয়াশিংটন, ১৮ মে : আমেরিকার কেন্টাকি ও মিসৌরি প্রদেশে ভয়ংকর টর্নেডো ঝড়ের কবলে পড়ে কমপক্ষে ২৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত বহু। কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। হতাহতের অধিকাংশ কেন্টাকির বাসিন্দা। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে সেখানকার স্থানীয় প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। কেন্টাকির গভর্নর অ্যান্ডি বেসার এক্স পোস্টে জানিয়েছেন, শুক্রবার গভীর রাতে দক্ষিণ কেন্টাকিতে আঘাত হানে টর্নেডো। ঘূর্ণিঝড়ের ধাক্কায় বহু ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে গিয়েছে। সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে লরেল কাউন্টির। প্রাণহানির খবর এসেছে মিসৌরির সেন্ট লুইস থেকেও। শহরের মেয়র কারা স্পেনসার জানান, ৫ জন বাসিন্দা মারা গিয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অন্তত ৫ হাজার বাড়িঘর।

ভারতকে অনুকরণ শরিফের

বিদেশে প্রতিনিধিদল পাঠাবে পাকিস্তানও

ইসলামাবাদ, ১৮ মে : অপারেশন সিঁদুরের পর থেকে ভারতের দেখে টুকলি করার মানসিকতা ক্রমশ জাঁকিয়ে বসছে পাকিস্তানের শাহবাজ শরিফ সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেখাদেখি সেনাঘাঁটিতে ভাষণ দেওয়ার পর এবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে কূটনৈতিক প্রতিনিধি দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল ইসলামাবাদ। সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর হিসেবে পাকিস্তানকে আন্তর্জাতিক স্তরে কোণঠাসা করতে বিশ্বের ৩২টি দেশে শাসক-বিরোধী নির্বিশেষে ৫১ জনের সাতটি প্রতিনিধি দল পাঠাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। আগামী বৃহস্পতিবার ওই দলগুলি রওনা দেবে। ভারতের এই কূটনৈতিক উদ্যোগের জবাবে এবার পাকিস্তানও দেশে দেশে প্রতিনিধি দল পাঠানোর কথা ঘোষণা করেছে।

ভারতের তরফে সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বমণ্ডলীর নাম ঘোষণার খানিকটা পরই প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বিশ্বমঞ্চে পাকিস্তানের অবস্থান তুলে ধরার দায়িত্ব তুলে দেন পিপিপি চেয়ারম্যান তথা দেশের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারির হাতে। তাঁর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল বিভিন্ন দেশে গিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে পালটা ইসলামাবাদের অবস্থান তুলে ধরবে। বেনজির-পুত্রের নেতৃত্বাধীন ওই প্রতিনিধি দলে রয়েছেন পাকিস্তানের আরও দুই প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী হিনা রাব্বানি খার এবং খুররম দস্তোগির খান। রয়েছেন প্রাক্তন বিদেশসচিব জলিল আব্বাস জিলানি। পাকিস্তানের বক্তব্য বিশ্বের সামনে তুলে ধরার দায়িত্ব তাঁর হাতে সঁপে দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বিলাওয়াল।

ভারতে যেভাবে কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর মোদি সরকারের সিদ্ধান্তের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, খানিকটা সেই সুরেই ফেসবুকে শরিফ সরকারের প্রশংসা করেছেন বেনজির-পুত্র। তিনি লিখেছেন, 'আমি এদিন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। উনি আমাকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে শান্তির জন্য পাকিস্তানের সওয়াল তুলে ধরার জন্য একটি প্রতিনিধি দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার অনুরোধ করেন। এই দায়িত্ব নিতে পেরে অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি আমি। এই কঠিন সময়ে পাকিস্তানের সেবা করতে আমি সংকল্পবদ্ধ।'

তবে শাহবাজ সরকারই নয়, জেনারেল আসিম মুনিরের সেনাবাহিনীও পাকিস্তানকে শান্তিপ্রিয় দেশ হিসেবে তুলে ধরতে চায়। শনিবার পাক সেনার জনসংযোগ দপ্তরের প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরিফ চৌধুরী বলেন, 'পাকিস্তান হিংসাত্মক দেশ নয়। তারা হিংসা চায় না। বরং শান্তি চায়। সেই কারণেই আমেরিকার মধ্যস্থতায় সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়েছে ইসলামাবাদ।'

শরিফ সরকার যেভাবে বিলাওয়ালের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দলকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাকেও সঠিক বলে মনে করছে সেনাবাহিনী। সন্ত্রাসের মদতদাতা দেশের বদলে একটি শান্তিপ্রিয় দেশ হিসেবে বিশ্বের দরবারে পাকিস্তানের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার সুযোগ এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে বলে ধারণা তাঁদের। পাশাপাশি বিলাওয়ালের মাধ্যমে ভুট্টো পরিবারের কূটনৈতিক যোগাযোগের পরম্পরাকেও কাজে লাগানোর পক্ষপাতী পাক সেনা।

ঋণের ১ম কিস্তির আগে ১১ শর্ত ইসলামাবাদকে

নয়াদিল্লি, ১৮ মে : ভারতের তীব্র বিরোধিতা উপেক্ষা করে পাকিস্তানকে বড় অঙ্কের ঋণ মঞ্জুর করেছে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (আইএমএফ)। তবে সেই বরাদ্দের প্রথম কিস্তি ছাড়ার আগে একগুচ্ছ শর্তের কথা ঘোষণা করল আন্তর্জাতিক সংস্থাটি। যার মধ্যে আর্থিক সংস্কারের পাশাপাশি রয়েছে সামরিক বাজেট বরাদ্দে আংশিক রাশ টানার মতো বিষয়। শনিবার আইএমএফের তরফে জানানো হয়েছে, মোট ১১ দফা শর্ত পূরণের বিনিময়ে ঋণের টাকা পাবে পাকিস্তান। সূত্রের খবর, এর আগে আইএমএফের ঋণ পেতে ৫০টি শর্ত পূরণ করতে হয়েছে পাক সরকারকে। এবার তার সঙ্গে যুক্ত হবে নতুন শর্তগুলি। এর মধ্যে রয়েছে আগামী অর্থবর্ষে পাকিস্তানের জাতীয় বাজেট ১৭.৬ ট্রিলিয়ন পাকিস্তানি মুদ্রায় সীমিত রাখা। সেই বাজেট সেদেশের পার্লামেন্টে অনুমোদন করাতে হবে শাহবাজ শরিফের সরকারকে।

এছাড়া বিদ্যুৎ বিল ও ঋণে বাড়তি সারচার্জ আদায়, ৩ বছরের বেশি পুরোনো গাড়ি আমদানির ওপর জারি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, ২০২৭-এর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা তৈরি করে তা জনসমক্ষে পেশ করার মতো শর্ত। শুধু তাই নয়, আইএমএফের টাকা যাতে অন্য কোনও খাতে খরচ করা না হয় পাক সরকারের কাছে সেই নিশ্চয়তা চেয়েছে আইএমএফ। এজন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর আইএমএফকে রিপোর্ট পাঠাতে বাধ্য থাকবে ইসলামাবাদ।

আইএমএফ-এর শর্ত

- জাতীয় বাজেট ১৭.৬ ট্রিলিয়ন পাকিস্তানি মুদ্রায় সীমিত রাখা
- বিদ্যুৎ বিলে বাড়তি সারচার্জ
- ৩ বছরের বেশি পুরোনো গাড়ি আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার
- ২০২৭-এর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা তৈরি করে তা জনসমক্ষে পেশ করা
- প্রতিরক্ষা বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি ১২ শতাংশের মধ্যে রাখতে হবে
- কৃষি আয়কর আইন বাস্তবায়ন
- করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি
- আয়কর আইনে সরলীকরণ
- প্রশাসনিক সংস্কার
- শিল্প পার্কগুলিকে ভরতুকি বন্ধ
- জ্বালানি ক্ষেত্র থেকে বাড়তি কর আদায়

ভারতের অপারেশন সিঁদুরে পাক সেনা ও বায়ুসেনার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ধাক্কা সামাল দিতে প্রতিরক্ষা বাজেট ১৮ শতাংশ বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। কিন্তু আইএমএফ জানিয়েছে, পাকিস্তান সরকার প্রতিরক্ষা বাজেটে বরাদ্দ গতবারের চেয়ে সর্বাধিক ১২ শতাংশ পর্যন্ত বরাদ্দ বাড়াতে পারে। পহলগাম হামলার পর পাকিস্তানকে ঋণ দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ভারত। কেন্দ্রের বক্তব্য, পাকিস্তানকে অতীতে বারবার ঋণ ও অনুদান দিয়েছে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি। কিন্তু সেই সাহায্য কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে পাকিস্তান। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের বদলে আন্তর্জাতিক ঋণের একাংশ চলে গিয়েছে সেখানকার সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির ভাঁড়ারে। ভারতের আপত্তির পরেই পাকিস্তানের ওপর আইএমএফের নয়া শর্ত আরোপ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

দুর্ঘটনাস্থল থেকে শিশুকে উদ্ধার করেছেন দমকলকর্মীরা। হায়দরাবাদে।

আগুনে মৃত এক পরিবারের ১৭

হায়দরাবাদ, ১৮ মে : আগুনে পুড়ে তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদে মৃত্যু হল ১৭ জনের। মৃতরা সবাই একই পরিবারের সদস্য। তাঁদের মধ্যে ৮টি শিশু। ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন হায়দরাবাদের চারমিনার সংলগ্ন গুলজার হাউসে। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িটি থেকে আরও ১৭ জনকে জীবন্ত উদ্ধার করেছেন দমকলকর্মীরা। রবিবার ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেন তেলেঙ্গানার মন্ত্রী পুন্নম প্রভাকর। তিনি জানান, মৃতরা এক পরিবারের সদস্য। তাঁদের বয়স ৭০ থেকে ২ বছরের মধ্যে।

রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগের ডিরেক্টর ওয়াই নাগি রেড্ডি জানিয়েছেন, কৃষ্ণা পার্লস নামে একটি দোকানে প্রথম আগুন লাগে। দোকানটি একটি বহুতলের নীচের তলে অবস্থিত। সেখান থেকে আগুন দ্রুত ওপরের তলগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। দমকলের ১১টি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছিল বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। মৃতদের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি। ক্ষতিগ্রস্তদের ২ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি হায়দরাবাদের ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন।

ট্রাম্প উপদেষ্টার জঙ্গি-যোগ

ওয়াশিংটন, ১৮ মে : আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরামর্শদাতাদের তালিকায় রয়েছে ইসমাইল রোয়ার এবং শেখ হামজা ইউসুফ। লরা লুমার নামে এক সাংবাদিকের দাবি, সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের সঙ্গে দীর্ঘদিনের যোগ রয়েছে রোয়ার ও ইউসুফের। তারপরেও

দু'জনকে কীভাবে প্রেসিডেন্টের পরামর্শদাতা কমিটিতে শামিল করা হল, সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। লুমার জানিয়েছেন, লস্কর-ই-তৈবার সদস্য রোয়ার পাকিস্তানে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছে। ২০০৪-এ আমেরিকার এক আদালত তাকে ২০ বছরের সাজার নির্দেশ দিয়েছিল। ১৩ বছর জেলে কাটিয়ে ২০১৭-য় ছাড়া পায় রোয়ার। অন্যদিকে প্যালেস্তিনীয় জঙ্গিগোষ্ঠী হামাসের সঙ্গে যুক্ত ইউসুফ।

সংবিধানই সর্বোচ্চ, বার্তা গাভাইয়ের

মুম্বই, ১৮ মে : প্রশাসন বনাম বিচারবিভাগের মধ্যে কার ক্ষমতা বেশি, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ এখনও হয়নি। অনেক ক্ষেত্রেই সরকারের শীর্ষমহল থেকে দাবি করা হয়, সংসদ বা আইনবিভাগের ক্ষমতা সর্বাধিক। এই বিতর্কের নিষ্পত্তি ঘটিয়ে রবিবার এক অনুষ্ঠানে দেশের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই বলেছেন, 'বিচারবিভাগ বা শাসনবিভাগ নয়, ভারতের সংবিধানই হল সবার ওপরে। গণতন্ত্রের তিনটি স্তম্ভই সমান। তিনটি স্তম্ভই সংবিধান অনুযায়ী কাজ করে। প্রত্যেককে তাই পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।' সম্প্রতি দেশের ৫২ তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নেন বিআর গাভাই।

রবিবার মহারাষ্ট্র ও গোয়ার বার কাউন্সিলের তরফে তাঁকে এদিন সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তার পাশাপাশি আইনজীবীদের একটি সম্মেলনেরও আয়োজন করা হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল বিধানসভায় পাশ হওয়া কোনও বিল অনন্তকাল ফেলে রাখতে পারেন না বলে সম্প্রতি রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের জন্য এভাবে সময়সীমা বেঁধে দেওয়ায় অনেকেই সুপ্রিম কোর্টের সমালোচনা করেছেন। বিচারবিভাগের এই অতিসক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন খোদ উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকরও। তিনি সাফ বলেছেন, সংসদই সর্বোচ্চ। এই অবস্থায় প্রধান বিচারপতির কথা ধনকরের উদ্দেশে বার্তা কি না, তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে।

পাকিস্তানে গুলিতে মৃত্যু লস্কর জঙ্গির

ইসলামাবাদ, ১৮ মে : ভারতে তিনটি জঙ্গি হামলার মূলচক্রী সইফুল্লা খালিদ সিন্ধুপ্রদেশে আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারাল। ভারত সরকারের অপারেশন সিঁদুরের পর পাকিস্তানের মাটিতে লস্কর জঙ্গি খালিদের মৃত্যু নয়াদিল্লির কাছে স্বস্তির খবর। একটি সূত্র জানিয়েছে, সইফুল্লা খালিদের নাম ভারতে মোস্ট ওয়ান্টেড জঙ্গির তালিকায় ছিল। ২০০৫ সালে বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস, ২০০৬-এ নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদর দপ্তর ও ২০০৮ সালে রামপুরে সিআরপিএফ ক্যাম্পে জঙ্গি হামলা চালানোর যাবতীয় ছক, সইফুল্লা খালিদের মস্তিষ্কপ্রসূত। বহুদিন থেকে সইফুল্লা নেপালে। সেখান থেকেই সে ভারতে একের পর এক জঙ্গি হামলা চালিয়েছে। নিজের সুবিধার জন্য সইফুল্লা নেপালে বিনোদ কুমার নাম নিয়ে বাস করছিল। নাগমা বানু নামে এক স্থানীয় মহিলাকে বিয়ে করে।

অতি সম্প্রতি সইফুল্লা সিন্ধুপ্রদেশের বাদিল জেলার মাতলিতে চলে যায়। সেখান থেকে লস্কর-ই-তৈবা ও তার শাখা সংগঠন জামাত-উদ-দাওয়ার হয়ে কাজ চালাচ্ছিল। সিন্ধুতে এসে জঙ্গি নিয়োগ ও তহবিল সংগ্রহই ছিল তার কাজ। অনেকের বক্তব্য, পাকিস্তানের মাটিতে সইফুল্লার মৃত্যু আরও একবার প্রমাণ করে দিল পাকিস্তান জঙ্গিদের নিরাপদ আশ্রয়। সইফুল্লা খালিদকে কে বা কারা মেরেছে তা জানা যায়নি।

আজ ত্রিদেশীয় সফরে জয়শংকর

নয়াদিল্লি, ১৮ মে : সোমবার ত্রিদেশীয় সফরে যাচ্ছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। কেন্দ্রীয় সরকারের কৌশলগত কূটনৈতিক মিশনের লক্ষ্যে বিদেশমন্ত্রীর এই সফর ছ'দিনের। রবিবার সাউথ ব্লকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জয়শংকর নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্ক ও জার্মানি যাচ্ছেন। সফরকালে বিদেশমন্ত্রী তিন দেশের নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা করে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে পারস্পরিক স্বার্থের দিকটি নিয়ে আলোচনা করবেন। বাণিজ্য, প্রযুক্তি, মানুষে মানুষে সম্পর্কের সহযোগিতা নিয়েও আলোচনা হবে।

গোরুর গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতা। কর্নাটকের চিকমাগালুরে রবিবার। -পিটিআই

জেল খাটা নেতাদের সামনের সারিতে নয়

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

লক্ষ্য, দলের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি

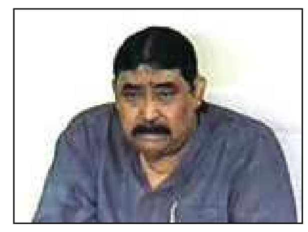

পদ নিয়ে চিন্তাভাবনা করি না। মানুষের সঙ্গে থাকাটাই আমার কাজ। জেল যখন খেটেছি, অন্য দলে যাব না।
অনুব্রত মণ্ডল

কড়া তৃণমূল

- অনুব্রত মণ্ডল ও জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে কোনও কর্মসূচিতে না ডাকার নির্দেশ
- দলীয় কর্মসূচিতে সামনের সারিতে নয় অভিযুক্তরা
- গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কোনওভাবেই সামনে আসা যাবে না
- গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব হলে অভিযুক্তদের সঙ্গে সঙ্গে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে।

কলকাতা, ১৮ মে : আগামী বছর বিধানসভা ভোটের আগে দলের ভাবমূর্তি স্বচ্ছ রাখতে মরিয়া তৃণমূল। সেই কারণেই 'জেল খাটা' দাপুটে তৃণমূল নেতাদের সামনের সারিতে আনতে চাইছেন না দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। বীরভূম জেলা তৃণমূলের এক সময়ের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল বা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূলের শীর্ষ নেতা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে দলের কর্মসূচির সামনের সারিতে না থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকি, দলের কোর কমিটির সদস্য থাকলেও অনুব্রত মণ্ডলকে দলের কোনও কর্মসূচি না ডাকতেও এদিন তাঁকে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিধানসভা ভোটের আগে দলের ভাবমূর্তি স্বচ্ছ রাখতে অনেক টালবাহানার পর অভিষেকের সুপারিশ মেনেই দলে রদবদল করা হয়েছে। সেখানেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, 'অভিযুক্ত' নেতাদের আর প্রথম সারিতে রাখতে চান না দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড। সেই মনোভাবে সায় দিয়েছেন দলনেত্রী।

খবর, কয়েকটি জেলায় এখনও জেলা সভাপতি পদে কোনও নাম ঘোষণা করা হয়নি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, দার্জিলিং (সমতল) সাংগঠনিক জেলায় সভাপতি পদ। সোমবার তিনদিনের উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবারই বীরভূম জেলা তৃণমূলের কোর কমিটির বৈঠক বসেছিল। বৈঠক চলাকালীন অনুব্রতকে ফোন করে কোনও কর্মসূচি না ডাকার নির্দেশ দেন মমতা। দলের কোর কমিটি যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেবে বলেই অনুব্রতকে জানিয়ে দেন মমতা। একইভাবে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূলের কর্মসূচিতেও প্রথম সারিতে না থাকতে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে নির্দেশ দিয়েছেন মমতা। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের মন্ত্রিত্ব ফিরে পাওয়া নিয়ে জল্পনা চলছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি যে দিকে এগোচ্ছে, তাতে তাঁর মন্ত্রীসভায় ঠাঁই পাওয়া নিয়ে সংশয় রয়েছে। এদিন অনুব্রত অবশ্য দাবি করেন, 'তৃণমূল ছাড়লে আমাকে জেল খাটতে হত না। অনেক আগেই এমপি বা এমএলএ হতে পারতাম। পদ না পেলে আমার অম্বল হয়ে যাবে, এমন ধরনের মানুষ আমি নই। পদ নিয়ে চিন্তাভাবনা করি না। মানুষের সঙ্গে থাকাটাই আমার কাজ। জেল যখন খেটেছি, অন্য দলে যাব না।'

চাকরিহারাদের তলব পুলিশের

রিমি শীল

কলকাতা, ১৮ মে : বিকাশ ভবনের সামনে পুলিশ ও শিক্ষকদের মধ্যে সংঘর্ষের পরিস্থিতির পর শিক্ষকদের একাংশকে থানায় তলব করল পুলিশ। তাঁদের বিরুদ্ধে বিধাননগর উত্তর থানায় সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর, সরকারি কর্মীদের কাজে বাধা দেওয়া, পুলিশকে মারধর সহ একাধিক ধারায় অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। সোমবার থেকে তাঁদের থানায় হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। আন্দোলনকারীরা ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে আইনজীবীদের পরামর্শ নেওয়া শুরু করেছেন।

শনিবার চাকরিহারাদের কর্মসূচিতে পড়ুয়ারা হাজির ছিল। এই বিষয়ে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের কাছে তিনদিনের মধ্যে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশন। কমিশনের বক্তব্য, শিশুরা কোনওভাবেই কোনও আন্দোলনের অংশ হতে পারে না। যারা ওই কর্মসূচিতে ছিল তাদের বয়সসীমা ও কাদের মাধ্যমে তারা অংশ নিল তা জানতে চাওয়া হয়েছে।

রবিবারও যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের তরফে একাধিক কর্মসূচি করা হয়। দৃষ্টিহীন ও বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষকরা এদিন বিকাশ ভবনের সামনে এসে নিজেদের সংগ্রামী জীবনের কথা তুলে ধরেন।

বৃহস্পতিবারের ঘটনার পর একের পর এক শিক্ষকের কাছে নোটিশ পাঠিয়ে হাজিরা দিতে বলে পুলিশ। হাজিরা না দিলে গ্রেপ্তার করার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। চাকরিহারা শিক্ষক বৃন্দাবন ঘোষ বলেন, 'ওইদিন বিশাল জমায়েতের জেরে জিনিসপত্র ভেঙেছে। শিক্ষকদের হেনস্তার জন্যই হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। এখনও

রিপোর্ট চাইল কমিশন

পর্যন্ত ৫ থেকে ৬ জন শিক্ষককে নোটিশ পাঠানো হয়েছে বলে জেনেছি। সংখ্যাটা আরও বেশি হতে পারে। ১৯ ও ২১ মে বিধাননগর উত্তর থানায় হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' চিন্ময় মণ্ডল বলেন, 'এভাবে নতুন নতুন ধারায় মামলা, আলাদা করে ডাকার কারণ কী? আমাদের আঘাত করা হয়, আবার আমাদের বিরুদ্ধে মামলা হল।' সূত্রের খবর, ১৫ জন আন্দোলনকারীকে চিহ্নিত করেছে পুলিশ। এদিন কুণাল ঘোষ বলেন, 'অশান্তি করতে গিয়ে রাজ্য সরকারের রিলিফই না বন্ধ হয়ে যায়।'

কালি মেখে প্রতিবাদ টেট উত্তীর্ণদের

কলকাতা, ১৮ মে : নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারির দাবিতে মুখে কালি মেখে প্রতিবাদ জানালেন ২০২২ সালের টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা। শুক্রবার থেকে তাঁরা কলেজ স্কোয়ারের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেছেন। শনিবার সেখানে তাঁরা 'বেকার মেলার' আয়োজন করেন। রবিবার সেখানেই হাতে পোস্টার ও মুখে কালি মেখে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন তাঁরা।

তাঁদের দাবি, ২০২২ সালে পরীক্ষার পর তিন বছর কেটে গিয়েছে, কিন্তু এখনও নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি। যে কলম তাঁরা শিক্ষকতার কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, তা তাঁদের কাছে এখন লজ্জার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এদিন মুখে কালি মেখে প্রতিবাদ করছেন তাঁরা।

চাকরিপ্রার্থী মোহিত করাতি বলেন, '৫০ হাজার শূন্যপদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ প্রসঙ্গে শিক্ষা দপ্তর জানাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ না পেলে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদে পাঠানো যাবে না। তাই এবার বিজ্ঞপ্তি জারি না করলে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সহ শিক্ষা দপ্তর ঘেরাওয়ের ডাক দেওয়া হবে।'

নদী কমিশন নিয়ে কেন্দ্রকে চিঠি

উত্তরবঙ্গের বন্যা নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ মে : ভারত-ভুটান নদী কমিশন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি দিচ্ছে রাজ্য সরকার। উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণে ভারত-ভুটান নদী কমিশন অত্যন্ত জরুরি বলে বারবার দাবি উঠেছে। এই নিয়ে বিধানসভাতেও প্রস্তাব আনা হয়েছিল। বিধানসভার অধ্যক্ষ এই নিয়ে বিজেপি বিধায়কদেরও দাবি জানাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরবার করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তখনই ঠিক করা হয়েছিল, যৌথ প্রতিনিধিদল কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রকের কাছে দরবার করবে। কিন্তু বিজেপি বিধায়করা পরবর্তীকালে প্রতিনিধিদলে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদলই সেখানে যাবে। সেই মতো সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়াকে দায়িত্বও দিয়েছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারী বর্ষার কারণে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় নদীর জলস্তর অনেক বেড়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারত-ভুটান নদী কমিশন দ্রুত কার্যকর করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানাবে রাজ্য।

বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ইন্দো-ভুটান নদী কমিশনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলেই আমরা বিধানসভা থেকে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল পাঠাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিজেপি বিধায়করা এই ব্যাপারে সম্মতি জানাননি। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমরা চেয়েছিলাম, রাজ্যের উন্নয়নের জন্য সকলে একসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরবার করুক। কিন্তু সেটা হল না।' রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'ইন্দো-ভুটান নদী কমিশন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই নিয়ে উদ্যোগ নিয়েছেন। আমরা কেন্দ্রের কাছে এই দাবি জানাব।' আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, 'ইন্দো-ভুটান নদী কমিশন রাজ্য সরকার করতে পারবে না। এটা আন্তর্জাতিক বিষয়। কেন্দ্রীয় সরকারকে হস্তক্ষেপ করার জন্য বিধানসভায় প্রস্তাব পাশ হয়েছে। রাজ্য সরকার এই কমিশন গঠনে অত্যন্ত আগ্রহী। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই দাবিও জানানো হচ্ছে।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১ সংখ্যা, সোমবার, ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

সমস্যার শিকড় গভীরে

প্রায় ২৬০০০ শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের বিষয়টি ক্রমে চলে যাচ্ছে বিশবাঁও জলে। অনেকে ভেবেছিলেন, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না তাঁর কর্মজীবনের শেষদিনে এই মামলায় এসএসসি'র রিভিউ পিটিশন শুনবেন। বাস্তবে তা হয়নি। এরপর কোন বেঞ্চে ও কবে শুনানি হবে, তা এখনও অনিশ্চিত। তবে ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনার আবহেও চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা ফের সংবাদ শিরোনামে এসেছেন আন্দোলনে শামিল হওয়ায়।

বিকাশ ভবনের সামনে তাঁদের ওপর লাঠিচার্জ হয়েছে। রক্তাক্ত হয়েছে রাজপথ। যদিও তৃণমূলের ভাষায়, সেসব নাটক। সরকারি দলের এমন প্রতিক্রিয়ায় প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, ২০১৬ সালের প্যানেল বাতিল নিয়ে হাজার হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর এই বিক্ষোভ-আন্দোলনের শেষ কোথায়? প্রথমে আসে যোগ্যদের প্রসঙ্গ। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্কুলে শিক্ষকতার অনুমতি, বেতনের নিশ্চয়তা সত্ত্বেও ১৫৪০৩ যোগ্য শিক্ষক কেন আন্দোলনে?

প্রথম কারণ, তাঁদের শিক্ষকতার ছাড়পত্র ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। দ্বিতীয় কারণ, ফের নিয়োগ পরীক্ষায় বসতে হবে তাঁদের। শিক্ষকরা এর কোনওটিই চাইছেন না। তাঁরা সংগতভাবেই প্রশ্ন তুলেছেন, এসএসসি'র ভুলের মাশুল তাঁরা কেন গুনবেন? বরং রিভিউ পিটিশন করার আগে তাঁদের সঙ্গে সরকার কথা বলুক- এটা তাঁদের দাবি। সেই দাবির নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এসএসসি'র নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশে আপত্তি আছে আদালতের রায়ে যোগ্য শিক্ষকদের।

চাকরির নিশ্চয়তা এবং ফের পরীক্ষা না দেওয়া- এই দুটো তাঁদের প্রধান দাবি। যদিও গত ৩ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট ২৫,৭৫৩ জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশ বহাল রাখলে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, একজনেরও চাকরি যাবে না। তা নিশ্চিত করতে তাঁর প্ল্যান এ, বি, সি, ডি, ই ইত্যাদি প্রস্তুত আছে। রাজ্য কিন্তু আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা না বলে রিভিউ পিটিশন দাখিল করেছে।

আইনজ্ঞরা অবশ্য মনে করছেন, রিভিউ পিটিশন করে কিছু লাভ হবে না। যেখানে পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়াই কারচুপিতে ভরা, সেখানে রায় পুনর্বিবেচনার সুযোগ নেই। অথচ মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, ডিসেম্বরের মধ্যে তিনি সব সমস্যার সমাধান করে দেবেন। সুপ্রিম কোর্ট গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি শিক্ষাকর্মীদের বিষয়ে কিন্তু কোনও উচ্চবাচ্য করেনি, মুখ্যমন্ত্রী তাই চাকরিচ্যুত গ্রুপ সি কর্মীদের জন্য মাসে ২৫০০০ এবং গ্রুপ ডি কর্মীদের জন্য মাসে ২০০০০ টাকা ভাতা ঘোষণা করে দিয়েছেন।

তাঁর যুক্তি, ডানলপ বন্ধের পর থেকে রাজ্য যেমন কর্মীদের মাসে দশ হাজার টাকা করে দেয়, তেমনি সমস্যা না মেটা পর্যন্ত শিক্ষাকর্মীরা ভাতা পাবেন। মানবিকতার দৃষ্টি থেকে দেখলে মুখ্যমন্ত্রীর প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু দেশের আইনকানুন তো আছে। ১৭ এপ্রিলের রায়ে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, এসএসসি'র ২০১৬ প্যানেলে শিক্ষাকর্মী নিয়োগে আগাগোড়াই দুর্নীতি হয়েছে।

প্রশ্ন উঠেছে, সর্বোচ্চ আদালতের এই রায়ের পর মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষাকর্মীদের জন্য মাসিক ভাতা ঘোষণা করেন কোন আইনে? সেটা আদালতের অবমাননা হবে না তো? আইনজ্ঞদের বক্তব্য, আদালতের নির্দেশে চাকরিচ্যুতদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী এভাবে সরকারি অর্থ খরচ করতে পারেন না। দ্বিতীয়ত, যদি একটি ক্ষেত্রে এমন মাসোহারার ব্যবস্থা হতে পারে, তাহলে বাকি চাকরিচ্যুতদের জন্য নয় কেন?

বস্তুত অযোগ্য চিহ্নিত শিক্ষকদের একাংশও ইতিমধ্যে দাবি তুলেছেন, তাঁদের জন্যও মুখ্যমন্ত্রী ভাতা ঘোষণা করুন। তাঁদের বক্তব্য, কীসের ভিত্তিতে তাঁদের দাগি তকমা দেওয়া হচ্ছে, তা স্পষ্ট নয়। ওএমআর সংক্রান্ত যে সমস্যার কথা বলা হচ্ছে, তারও নির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। আপাতত রিভিউ পিটিশনের দিকে তাকিয়ে সব পক্ষ। কিন্তু সমস্যার শিকড় অনেক গভীরে।

মুখ্যমন্ত্রী চাইলেও চটজলদি কোনও সমাধান সম্ভব নয়। তাই ধরে নেওয়া যায়, ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে শাসক-বিরোধী দু'পক্ষের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রচারের বিষয় হয়ে উঠতে পারে ছাব্বিশ হাজার চাকরি বাতিল।

অমৃতধারা

আত্ম-অনুসন্ধান বেদান্তের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেক বৈদান্তিককে তন্নতন্ন করে, নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে, মনকে ব্রহ্মসমুদ্রে ও নিত্য ধ্যানে, বিচারে লীন করতে হবে। হারাতে হবে নিজের সব কিছুকে। সব হারিয়ে সব ফিরে পাওয়া। এ যেন সমুদ্রের গর্ভে বেপরোয়াভাবে মরণঝাঁপ। সমুদ্র ফিরিয়ে দেবে চৈতন্যময় মৃতদেহটি, অমরতার বরে ভরপুর। আত্মা না হওয়া পর্যন্ত আত্মতুষ্টির স্থান নেই এই পথে। চাই বিচার, ভক্তি, বিশ্বাস, সাহস, অদম্য কর্মশক্তি, প্রেম। সর্বসংস্কারমুক্ত মনে কাণ্ডকারখানাই- অবতারতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব। সবার প্রতি আমার শেষ কথা-সবাই সবাইকে ভালোবাসতে শেখ-প্রেম, প্রেম আর শুধুই প্রেম।

- ভগবান

দুনিয়াজুড়ে ভোটযুদ্ধে ট্রাম্প-প্রভাব

কোথাও মার্কিন ঘনিষ্ঠতা ভোটের বাজারে ডিভিডেন্ড দেয়, কোথাও আবার মার্কিন বিরোধিতাই ভোটে ম্যাজিক-মন্ত্র।

অতনু বিশ্বাস

দুনিয়ার রাজনীতি এবং দুনিয়াজুড়ে বিভিন্ন দেশের ভোটে আমেরিকার এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টের আর সার্বিকভাবে বিবিধ মার্কিন নীতির যে একটা প্রভাব দীর্ঘদিন ধরেই আছে, এমনকি পরোক্ষভাবে হলেও, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকার কথা নয়। কোথাও মার্কিন দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ভোটের বাজারে ডিভিডেন্ড দেয়, কোথাও আবার মার্কিন বিরোধিতাই ভোটের ময়দানে ম্যাজিক-মন্ত্র। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের প্রেসিডেন্সিতে ডোনাল্ড ট্রাম্প আর সেই ট্রাম্প ২.০-র আমেরিকা বোধহয় বৈশ্বিক প্রভাবে ছাপিয়ে গিয়েছে আগেকার আমেরিকাকে।

ট্রাম্প কিন্তু তাঁর এই প্রভাব বিস্তার করা শুরু করেছেন ভোটে জিতেই জানুয়ারির ২০ তারিখ তাঁর দ্বিতীয় প্রেসিডেন্সির জন্য শপথগ্রহণের আগে থেকেই। কারণ, ওভাল অফিসের দায়িত্বভার নেওয়ার আগে থেকেই ট্রাম্প ডেনমার্ক নিয়ন্ত্রিত স্বশাসিত অঞ্চল গ্রিনল্যান্ডকে আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলছিলেন। এমনকি প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগ করেও তিনি গ্রিনল্যান্ড দখল করতে চান, এমন ইঙ্গিত বারবার দিয়েছেন ট্রাম্প।

গ্রিনল্যান্ডের সাম্প্রতিক ভোটে এর ফলাফল কিন্তু বলার মতো। বলাই বাহুল্য গ্রিনল্যান্ডবাসীরা ট্রাম্পের এই আগ্রাসী মনোভাবকে পছন্দ করেননি বড় একটা। ফলে নির্বাচনে জিতল একটা মধ্যপন্থী দল, যারা ডেনমার্ক থেকে পর্যায়ক্রমে গ্রিনল্যান্ডের স্বাধীনতার পক্ষপাতী। বোঝাই যাচ্ছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রিনল্যান্ডবাসী সেটাকেই মনে করেছেন ট্রাম্পের আগ্রাসনের সঙ্গে যুঝবার পক্ষে সবচাইতে উপযোগী পরিস্থিতি। জয়ী দলের নেতা হান্স-ফ্রেডেরিক নিয়েলসেন বারবার ট্রাম্পকে আক্রমণ করেছেন, তাঁকে বলেছেন গ্রিনল্যান্ডের রাজনৈতিক স্বাধীনতার পক্ষে 'হুমকি'।

তারপর এপ্রিলের শেষে হল কানাডার অকালনির্বাচন। সে কিন্তু একটা ঐতিহাসিক ভোট। সে ভোটও একেবারে ট্রাম্পময়। ভোটের তিন-সাড়ে তিন মাস আগেও জনমত সমীক্ষায় কানাডার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো এবং তাঁর দল লিবারেল পার্টির ভরাডুবি প্রায় নিশ্চিত দেখাচ্ছিল। জানুয়ারির মাঝামাঝি নাগাদ ন্যানোস নামক এক সংস্থার করা প্রাক-নির্বাচনি সমীক্ষায় দেখা গেল বিরোধী দল কনজারভেটিভ পার্টির পক্ষে সমর্থন ৪৭ শতাংশ আর শাসক লিবারেল পার্টির পক্ষে জনসমর্থন মাত্র ২০ শতাংশ। অন্যান্য সংস্থার করা সমীক্ষার ফলেও মোটামুটি একই ছবি।

কিন্তু কুর্সিতে বসার আগে থেকেই ট্রাম্প কানাডাকে আমেরিকার ৫১তম রাজ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করে বসলেন প্রবলভাবে। বারবার। তৎকালীন কানাডিয়ান প্রধানমন্ত্রীকে বারবার 'গভর্নর ট্রুডো' হিসেবে ব্যঙ্গ করতে থাকলেন। তার ওপর তো গোটা দুনিয়ার সঙ্গেই শুরু করলেন তাঁর শুল্ক-যুদ্ধ। আমেরিকা-কানাডা-মেক্সিকোর মধ্যের বাণিজ্য চুক্তিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কানাডার ওপর শুল্ক চাপিয়ে দিলেন চড়া হারে। এসবের ফলশ্রুতিতে মারাত্মক চটল কানাডিয়ান জনতা। প্রবলভাবে উজ্জীবিত হল তাদের জাতীয়তাবোধ। ইতিমধ্যে ট্রুডোর জায়গায় কানাডার লিবারেল পার্টির নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন মার্ক কারনি। ভোটের বাজারে কানাডিয়ানদের জাতীয়তাবোধকে আরও উসকে দিতে পারলেন কারনি। আমেরিকার রিপাবলিকান পার্টি এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কানাডার কনজারভেটিভ দলের নেতা পিয়ের পয়লিয়েভর এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন দলের আদর্শগত মিল এবং সংযোগ সুবিদিত। এক, তীব্র ট্রাম্প বিরোধিতার আবহে এবং কানাডিয়ান জাতীয়তাবাদের উতল হাওয়ায় মুছে গেল ২০-২৫ শতাংশ বা তারও বেশি জনসমর্থনের ব্যবধান। উলটে এপ্রিলের ২৮ তারিখের ভোটে লিবারেলরাই পেল কনজারভেটিভদের থেকে আড়াই শতাংশ বেশি ভোট। যে পয়লিয়েভরের কানাডার প্রধানমন্ত্রী হওয়াটা মাস কয়েক আগেও ছিল প্রায় নিশ্চিত, ট্রাম্পের প্রভাবে এক ঘোলা জলের তীব্র আবর্তে তা ভেঙেচুরে হল একাকার। মোট কথা, কানাডার ভোটে ট্রাম্প-এফেক্ট যেভাবে কনজারভেটিভ পার্টিকে নিশ্চিত জয় থেকে টেনে নামিয়ে তাদের ভরাডুবি ঘটিয়েছে তা ভবিষ্যতে ভোট বিশেষজ্ঞদের পর্যালোচনায় এবং পলিটিকাল সায়েন্সের ক্লাসেও নানাভাবে উদাহরণ হিসেবে উল্লিখিত হবে।

যাই হোক, গ্রিনল্যান্ড কিংবা কানাডার ভোটপর্ব ট্রাম্পের ছায়ার নীচে গ্রহণে ঢাকা পড়া হয়তো স্বাভাবিকই ছিল, কারণ এদেরকে আমেরিকার অংশ করতে চেয়ে ট্রাম্প এদের জাতীয়তাবোধকে জাগিয়ে দিয়েছেন। একটা বড় অংশের মানুষ তাই ট্রাম্পবিরোধী হয়ে পড়েছেন। তাই যে পার্টি বা নেতার আমেরিকায় ট্রাম্প কিংবা তার দলের সঙ্গে মাখামাখি বা নীতিগত সংযোগ অথবা সাদৃশ্যও রয়েছে, তারা বিরাগভাজন হচ্ছেন জনগণের দরবারে। এমন ছবি কিন্তু দেখা যাচ্ছে এ গ্রহের অন্যত্রও।

যেমন অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়ার ভোট হল মে মাসের ৩ তারিখ। সেখানেও কিন্তু ক্ষমতাসীন লেবার পার্টি এবং প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি অ্যালবানিজ ক্রমশ জনপ্রিয়তা হারাচ্ছিলেন নানাবিধ কারণে। ডিসেম্বর নাগাদই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে বিরোধী জোট লিবারেল-ন্যাশনাল কোয়ালিশন বা এককথায় 'কোয়ালিশন' এগিয়ে আছে জনসমর্থনে। কিন্তু হঠাৎই যেন নেপথ্যে থেকেও রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন ট্রাম্প। দুনিয়াজুড়ে বাণিজ্য-যুদ্ধ নিয়ে তাঁর আগ্রাসন স্পষ্ট করলেন সুদূর ওয়াশিংটন, ডিসি-তে বসে। এবং বিরোধী নেতা পিটার ডাটন যদিও কোনওভাবেই ট্রাম্পের 'ক্লোন' রূপ ছিলেন না, কিন্তু ট্রাম্প ঘরানার রাজনীতি এবং ভাবমূর্তি থেকে তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলেন না কিছুতেই। বিরোধীরাও তাঁকে জুড়তে চেয়েছেন ট্রাম্প ঘরানার সঙ্গে। ফলশ্রুতিতে ভোটে তাঁর ভরাডুবি হল। পুনর্নির্বাচিত হলেন অ্যালবানিজ এবং তাঁর দল।

দুনিয়ার অন্যত্রও কিন্তু নির্বাচনে ট্রাম্পের প্রভাব স্পষ্ট অনুভূত হচ্ছে। যেমন সিঙ্গাপুরেও ভোট হয়েছে মার্চের ৩ তারিখ। সেখানে যদিও ৬৬ বছর ধরে ক্ষমতাসীন শাসকদল পিপলস অ্যাকশন পার্টির জয় নিয়ে কোনও সংশয় ছিল না, ভোটাররা কিন্তু আবার বিপুলভাবে জয়ী করেছে তাদের। আসলে ট্রাম্প ঘোষিত অতি চড়া শুল্কহারের ফলে দুনিয়াজুড়ে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষিতে নিজেদের দেশে রাজনৈতিক স্থিততাকেই বেছে নিয়েছে মানুষ। অর্থাৎ প্রকারান্তরে ডোনাল্ড ট্রাম্প ভোটে একটা নির্ণায়ক বিষয় হয়ে উঠছে অনেক দেশেই।

সামনেই ভোট রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়াতে। ভোট আছে জাপানের সংসদের উচ্চকক্ষেরও। এসব ভোটের ক্ষেত্রে এবং আগামীদিনে আরও অনেক দেশে ট্রাম্পের শুল্ক, তার অর্থনৈতিক প্রভাব, কোন নেতা ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে ভালো করে দরদস্তুর করতে পারবেন, কোন নেতার নীতি বা কথাবার্তা ট্রাম্পের মতো, এসবের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

ওপরের আলোচনায় মনে হতে পারে যে, সাম্প্রতিক অতীতে যখন বিশ্বব্যাপী অ্যান্টি-ইনকামবেন্সি অর্থাৎ ক্ষমতাসীনের বিরোধিতা করার মনোভাব এবং রক্ষণশীলতার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছিল বেশ চড়া মাত্রায়, ট্রাম্পের প্রভাবে কিন্তু উলটে একটা সামাজিক-গণতান্ত্রিক রাজনীতির পুনরুজ্জীবনের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, যা মধ্যপন্থী এবং বামপন্থী জোটগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করছে। সেই সঙ্গে ভোটাররা ভূ-রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই বেছে নিচ্ছেন স্থিতিশীলতা। এর অর্থ কি এটাই যে ট্রাম্প এবং ট্রাম্পবাদ বিশ্বজুড়ে এতটাই সমর্থন হারিয়েছে যে ট্রাম্পের বাণিজ্য-যুদ্ধ এবং অন্যান্য নীতির আবর্তে ট্রাম্পবিরোধী দৃষ্টিকোণ এবং বক্তব্য অন্য দেশেও নির্বাচনে জয়লাভের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে?

তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে, সেটাও কিন্তু ঠিক নয়। এজন্য আমাদের নিতে হবে আরও দুটো উদাহরণ। প্রথমটা হল ফেব্রুয়ারির জার্মানির ভোট। সে ভোটে অতি দক্ষিণপন্থী এবং ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠ দল এএফডি-র ফল হয়েছে নজরকাড়া। এএফডি তাদের সর্বকালের সেরা ফল করেছে এই ভোটে। না জিতলেও হয়ে উঠেছে এক প্রধান শক্তি। আর দ্বিতীয় উদাহরণটা রোমানিয়ার। সম্প্রতি সেখানকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ের ভোটে জিতেছেন ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত অতিজাতীয়তাবাদী নেতা জর্জ সিমিয়ন। সিমিয়ন নিজেকে বর্ণনা করেছেন ট্রাম্পের স্বাভাবিক বন্ধু হিসেবে। ট্রাম্পের 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেন'-এর স্টাইলে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পুনর্গঠন করতে চেয়েছে সিমিয়ন।

জার্মানি এবং রোমানিয়ার ভোট বোঝাচ্ছে, ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠ হলে ভোটে হারতে হবে, বিষয়টার এতটা অতিসরলীকরণ সম্ভব নয়। উচিতও নয়। আসলে প্রতিটা দেশের পরিস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন। ভিন্ন তাদের ভোটারদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং মানসিকতা। এবং নেতারা ভোটের প্রচারে জনগণকে কীভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারলেন, সেটাও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তবে একটা বিষয় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক-যুদ্ধ এবং তাঁর বিবিধ নীতি এবং কথাবার্তার প্রভাব পৃথিবীর নানা দেশের অন্তর্বর্তী রাজনীতিতে এতটাই পড়েছে যা নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠতে পারে অনেক দেশের ভোটে। নিয়ন্ত্রক, তবে তার প্রভাব কিন্তু হতে পারে যে কোনও দিকেই। স্মরণকালের মধ্যে অন্য কোনও মার্কিন প্রেসিডেন্ট কি এমন ছাপ ফেলতে পেরেছেন বিশ্ব রাজনীতিতে?

(লেখক ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক)

আজ

১৯০৮

আজকের দিনে জন্ম বিশিষ্ট সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

১৯৯৭

আজকের দিনে প্রয়াণ কিংবদন্তি নাট্যব্যক্তিত্ব শম্ভু মিত্রের।

আলোচিত

বিরাট কোহলি ওঁর জমানার বড় খেলোয়াড়। আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ওঁর সিদ্ধান্তকে সম্মান জানানো উচিত। আসলে এদেশে ছেড়ে যাওয়াকে সবসময় সমাদর করা হয় না। কিন্তু বিরাট সঠিক সময়ই বেছে নিয়েছে। এটাই একজন অসাধারণ খেলোয়াড়ের অভিজ্ঞান।

- সঞ্জয় বাঙ্গার

ভাইরাল/১

মুম্বইয়ের জুহুতে তাঁর বাংলো 'জলসা'র বাইরে এসে অমিতাভ বচ্চন সবার দিকে হাত নাড়তেই ফ্যানরা কুপোকাত। মোবাইলে তোলা সেই ভিডিও মুহূর্তে ইন্টারনেটে আপলোড হতেই ভাইরাল। সাময়িক বিরতির পর বিগ বি আজকাল ফের কাজে ডুবে গিয়েছেন।

ভাইরাল/২

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের 'মহাপ্রসাদ' টেবিলে বসা এক পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে- ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে এমন দৃশ্য দেখে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। মন্দিরের নিয়মে মহাপ্রসাদ মাটিতে বসে খাওয়ার নিয়ম।

জনমন
জনমত

বরাকের স্মৃতিকে যেন না ভুলি

১৯৬০ সালের ১০ অক্টোবর অসমের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিমলাপ্রসাদ চালিহার সরকার অসমিয়া ভাষাকে অসমের একমাত্র সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতির প্রস্তাব দেয়। পরবর্তীতে সেই প্রস্তাব পাশ হয়। বরাক উপত্যকার বাঙালিদের ওপর অসমিয়া ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে 'কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদ'। তাদের দাবি ছিল, ১৩ মে'র মধ্যে বাংলা ভাষাকে অসমের দ্বিতীয় সরকারি ভাষা হিসাবে মান্যতা দেওয়া। সরকার এই দাবি না মানায় তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল ১৯ মে হরতাল করা।

ঘটনাক্রমে ১৯ মে পরিস্থিতি প্রতিকূল হলে শিলচরে অবস্থিত 'তারাপুর রেলস্টেশনের' দায়িত্বে থাকা সুরক্ষাকর্মীরা লাঠি ও বন্দুক দিয়ে বাংলা ভাষাপ্রেমী আন্দোলনকারীদের মারতে শুরু করে এবং গুলি চালাতে শুরু করে। সেইদিন নয়জন এবং পরদিন দুইজন বাংলা ভাষাপ্রেমী শহিদ হন।

এই ঘটনার পর অসম সরকার বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। এরপর প্রতি বছর বরাক উপত্যকা সহ ভারতের বিভিন্ন বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে ও রাজ্যে ১৯ মে বাংলা ভাষা শহিদ দিবস হিসাবে পালন করা হয়।

বাংলাদেশের ভাষা শহিদদের প্রতি সশ্রদ্ধ সম্মান জানিয়েই বলছি, শুধুমাত্র শিলচরে বা অসমে নয়, পৃথিবীর সব প্রান্তের বাঙালিরা যথাযোগ্য মর্যাদায় ১৯ মে ভাষা শহিদ দিবস হিসাবে পালন করি।

ধনঞ্জয় পাল
দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।

কর্মরত বহু বাঙালিও

১৫ মে উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'কর্মক্ষেত্রে জোড়া ফলায় বিদ্ধ বাঙালি' শীর্ষক প্রতিবেদন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এখানে বলা হয়েছে, বাঙালিরা কম বেতনে কাজ করতে চায় না এবং বিভিন্ন ভাষাও জানে না। বিষয়টি সম্পূর্ণ ঠিক নয়।

অনেক বাঙালি ছেলেমেয়ে আশপাশের গ্রামীণ এলাকা এবং শহরতলি থেকে এসে শিলিগুড়ির অনেক দোকান, শপিং মল এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। তারা কাজ চালানোর মতো কয়েকটি ভাষাও বলতে পারে। আমাদের কিছু বন্ধু ও পরিচিত মানুষ কম বেতনে এই ধরনের কাজ করে থাকেন। অনেক প্রতিষ্ঠানেই বাঙালি এবং অবাঙালি মিলেমিশে কাজ করে থাকে। আবার অনেক প্রতিষ্ঠানেই শুধু বাঙালি ছেলেমেয়ে সুনামের সঙ্গে কাজ করে।

রীতম হালদার, সংহতি মোড়, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাংলায় 'উনিশে মে' মর্যাদা পায় না কেন

একুশে ফেব্রুয়ারির গর্ভে ছিল উজ্জ্বল উনিশে মে। অসমের শিলচরে ১১ ভাষা শহিদকে এই বাংলা মনে রাখেনি সেভাবে।

পার্থ চৌধুরী

বাংলা ভাষার জন্য আত্মবলিদানে'র সূত্রে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি পেয়েছে, এ গর্ব আপামর বাঙালির। এক্ষেত্রে কাঁটাতারের বেড়া কখনোই অন্তরায় হয়নি সংগত কারণেই। দিনটিকে স্মরণ করে দুই বাংলাতেই আমরা সাড়ম্বরে উদযাপনে মেতে আছি বহু বছর ধরে। এ এক অনন্য নজির পৃথিবীর বুকে। ভাষার লড়াই যে একটা দেশকে স্বাধীন করতে পারে, এমনটা দুনিয়ার আর কেউ ভাবতে পেরেছিল?

এই দিনটি আরও মহিমান্বিত হতে পারত, কিন্তু হয়নি আত্মবিস্মৃত এপার বাংলার বাঙালির অনবধানতায়। আমরা সেভাবে গুরুত্বই দিলাম না 'উনিশে মে'-কে। যদি দিতাম, তাহলে এই দিনটির প্রতি যেমন আমাদের যথার্থ শ্রদ্ধা প্রকাশ পেত, তেমনই অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে একুশে ফেব্রুয়ারির ভিন্ন বৈশিষ্ট্যটিও সাধারণের আলোচনায় স্থান পেত।

১৯৬০ সালের ১০ অক্টোবর। বিধানসভার অধিবেশন। অসমের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিমলা প্রসাদ চলিহা একমাত্র অহমিয়াকেই সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতির প্রস্তাব আনলেন। বাংলা কিন্তু তখন অসমের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা। করিমগঞ্জের বিধায়ক নরেন্দ্রমোহন দাস তীব্র আপত্তি জানালেন প্রস্তাবের বিপক্ষে। কংগ্রেস সরকার আমল দিল না সেই আপত্তির। ২৪ অক্টোবর প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল।

এই ঘটনায় গর্জে উঠলেন অসমের বাঙালিরা। ১৯৬১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদ গঠিত হল। ১৪ এপ্রিল শিলচর, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দিতে পালিত হল 'সংকল্প

দিবস'। বরাক উপত্যকার বাঙালিরা ফুটছেন তখন। তাঁরা এপ্রিল মাসে প্রায় দশদিন ধরে উপত্যকায় প্রচার চালান পদযাত্রা করে। এই যাত্রায় তাঁরা অতিক্রম করে প্রায় ২০০ মাইল পথ। এ যেন আর এক লংমার্চ।

পরিষদের আহ্বায়ক রথীন সেন ঘোষণা করেন, 'যদি ১৩ এপ্রিলের মধ্যে বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসাবে ঘোষণা করা না হয়, তাহলে ১৯ মে থেকে চলবে টানা হরতাল। বাঙালি বোঝাবে তাঁরা ভাষার জন্য কী করতে পারে।'

অসম সরকার চুপ করে বসে রইল না। নামল আসাম রাইফেলস, মাদ্রাজ রেজিমেন্ট এবং স্থানীয় পুলিশ। শিলচরে চলল রুটমার্চ। ১৮ মে আন্দোলনের তিন নেতা রথীন সেন, বিধুভূষণ চৌধুরী এবং নলিনী দাসকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ১৯ মে ১৯৬১ ঘটল সেই বৈপ্লবিক ঘটনা।

সেদিন সকাল থেকে শিলচর, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দিতে শুরু হল হরতাল। শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে সত্যাগ্রহ পালন চলছিল। দুপুরে উপস্থিত হলেন আসাম রাইফেলসের জওয়ানরা। বেলা আড়াইটে নাগাদ আন্দোলনকারী বাঙালিদের ওপর লাঠিচার্জ, বেয়নেট চার্জ শুরু করে এই প্যারামিলিটারি বাহিনী। জবাবে ফুঁসে ওঠেন বাঙালিরা। এলোপাতাড়ি ব্রাশফায়ার শুরু হয়। মুহূর্তের মধ্যে প্রাণ যায় ৯ জন আন্দোলনকারীর। ৩ জন আহত হন। পরদিন তাঁদের মধ্যে ২ জনও মারা যান। শহিদ হন মোট ১১ জন ভাষা শহিদ।

পরদিন ২০ মে মরদেহ সহ শোক মিছিল করে পথে নামে মানুষ। ফলশ্রুতিতে সরকার বাধ্য হয়েছিল বরাক উপত্যকায় বাংলাকে সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দিতে। আমাদের পূর্বসূরিদের ভাষার জন্য আত্মত্যাগের এই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়কে আমরা যথার্থ শ্রদ্ধা জানাই কি? কতজন বাঙালি জানে এই ঐতিহাসিক ঘটনা? আমাদের এত কুণ্ঠা কেন? পশ্চিমবাংলার সর্বত্র এই দিনটি যথাযথভাবে পালিত হয় না। একুশের গর্ভজাত উনিশকে আর কতকাল ব্রাত্য করে রাখব আমরা?

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা। নাট্যকর্মী।)

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com**

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৪৩

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। অর্থহীন উক্তি বা বাক্য, অসংলগ্ন কথাবার্তা ৪। টাকার ভাঙানি, খুচরো ৫। ইংরেজি বছরের একটি মাস ৭। তত্ত্ব, সন্ধান, খোঁজ, উপায় ও পথ ৮। চিরকাল ৯। দলিল, নথিপত্র ১১। ইচ্ছা, অভিরুচি, খুশি ১৩। লাক্ষা, গালা, আলতা ১৪। ভঙ্গুর, অত্যন্ত দুর্বল, পাশ্চাত্য নৃত্যবিশেষ ১৫। বন্ধু, বয়স্য, ফাজিল লোক।

উপর-নীচ : ১। কাক, চিল, শকুন, প্যাঁচা ইত্যাদি শিকারি পাখি ২। পরমেশ্বর ৩। কেনাবেচা ৬। ব্রজবুলিতে নবীন ৯। মুক্ত, খোলা, উদার, অকৃপণ ১০। লোকালয়, জনবসতিযুক্ত স্থান ১১। শস্যবিশেষ, ভুট্টা ১২। বিশেষ জোর, উচ্চ ধ্বনি, জয়োল্লাস।

সমাধান ■ ৪১৪২

পাশাপাশি : ১। দৈবক্রমে ৩। নোকর ৫। নীলকমল ৭। শামলা ৯। পরাত ১১। নরপুঙ্গব ১৪। বর্তিকা ১৫। কপর্দক।

উপর-নীচ : ১। দৈন্যদশা ২। মেদিনী ৩। নোলক ৪। রসালো ৬। মদিরা ৮। মঞ্জীর ১০। তকতক ১১। নসিব ১২। পুস্তিকা ১৩। বর্নিকে।

বিন্দুবিসর্গ

কোহলিকে ‘ভারতরত্ন’ দেওয়ার দাবি রায়নার

নয়াদিল্লি, ১৮ মে : শচীন তেন্ডুলকার প্রথম ক্রীড়াবিদ হিসেবে ভারতরত্ন পেয়েছেন। সুরেশ রায়না চান, বিরাট কোহলিকেও দেশের সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হোক। ভারতীয় ক্রিকেটে বিরাটের যা অবদান, ভারতরত্ন প্রাপ্য। বিরাটের জন্য ফেয়ারওয়েল ম্যাচ আয়োজনের দাবিও তুললেন।

শনিবার কলকাতা নাইট রাইডার্স-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যায়। একটা বলও খেলা সম্ভব হয়নি। কমেন্ট্রি বক্সে বসে বিরাটকে নিয়ে আলোচনার সময় রায়না এমনই চাঞ্চল্যকর পরামর্শ দেন। বলেছেন, ‘ভারতীয় ক্রিকেটে অবদানের জন্য বিরাটকে অবশ্যই ভারতরত্ন দেওয়া উচিত।’

রায়নার মতে, বিরাট যে মাপের ক্রিকেটার, তাতে বিদায়ি টেস্টও প্রাপ্য। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের উচিত উদ্যোগী হওয়া। শচীন যেমন ঘরের নিজের শহর মুম্বইয়ে বিদায়ি টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন।

> যখন ভারতীয় দল ঘোষণা করা হয়, আমি ঘুমোচ্ছিলাম। কোহলি আমাকে লাথি মেরে ঘুম থেকে তুলে খবরটা দেয়। বলে, তুই ভারতের হয়ে খেলবি। ডাক পেয়েছিস। উত্তরে বলেছিলাম, এখন তো ঘুমোতে দে।
>
> **ইশান্ত শর্মা**

বিরাটের জন্য তেমনই দিল্লিতে বিদায়ি ম্যাচের আয়োজন করা উচিত। ঘরের সমর্থক, গোটা পরিবারের সামনে বিদায়। এরচেয়ে ভালো মঞ্চ কী হতে পারে বিরাটের মতো খেলোয়াড়ের জন্য।

ইশান্ত শর্মা আবার বিরাটকে নিয়ে নতুন রহস্য ফাঁস করলেন। দিল্লি থেকে ভারতীয় দল-দীর্ঘদিনের সতীর্থ। অনূর্ধ্ব-১৭ পর্যায় থেকে একসঙ্গে খেলেছেন। ইশান্তের মতে, বাকিদের কাছে বিরাট মহাতারকা হতে পারে, কিন্তু তাঁর কাছে নয়! বিরাট হল তাঁর ছোটবেলার বন্ধু, প্রিয় চিকু।

ইশান্ত বলেছেন, ‘দিল্লির হয়ে যখন অনূর্ধ্ব-১৯ খেলতাম, তখন রোজ টাকা গুনতাম, দেখতাম আমাদের কাছে কত আছে। খেলার পর দুজনে খেতে যেতাম। যাতায়াতের খরচ বাবদ যা পেতাম, তার থেকে বাঁচিয়ে রেখে খেতাম দুজনে। একসঙ্গে বড় হয়েছি। কোহলি তাই বাকিদের কাছে মহাতারকা হতে পারে, আমার কাছে নয়।’

নিজেকে যেভাবে গড়ে নিয়েছে বিরাট, তাতে গর্বিত বন্ধু ইশান্ত। ভারতের জার্সিতে শতাধিক টেস্ট খেলা ইশান্ত বলেন, ‘কীভাবে দুজনে এত টেস্ট খেললাম, তা নিয়ে কখনও আলোচনা করিনি আমরা। অন্য সবকিছু নিয়ে মজা করি। বন্ধুদের মধ্যে যা হয় আর কী। কখনও মনে হয় না ও বিরাট কোহলি। আমাদের কাছে চিরকাল ও চিকু। এভাবেই দেখি বিরাটকে। একভাবে আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করে চিকুও।’

শুধু মনের কথা, খাবার নয়, বাইরে খেলতে গেলে রুম পার্টনার ছিলেন দুজনে। সেভাবেই জাতীয় দলে খেলার খবর বিরাটের থেকে পেয়েছিলেন ইশান্ত। বলেছেন, ‘যখন ভারতীয় দল ঘোষণা করা হয়, আমি ঘুমোচ্ছিলাম। কোহলি আমাকে লাথি মেরে ঘুম থেকে তুলে খবরটা দেয়। বলে, তুই ভারতের হয়ে খেলবি। ডাক পেয়েছিস। উত্তরে বলেছিলাম, এখন তো ঘুমোতে দে।’

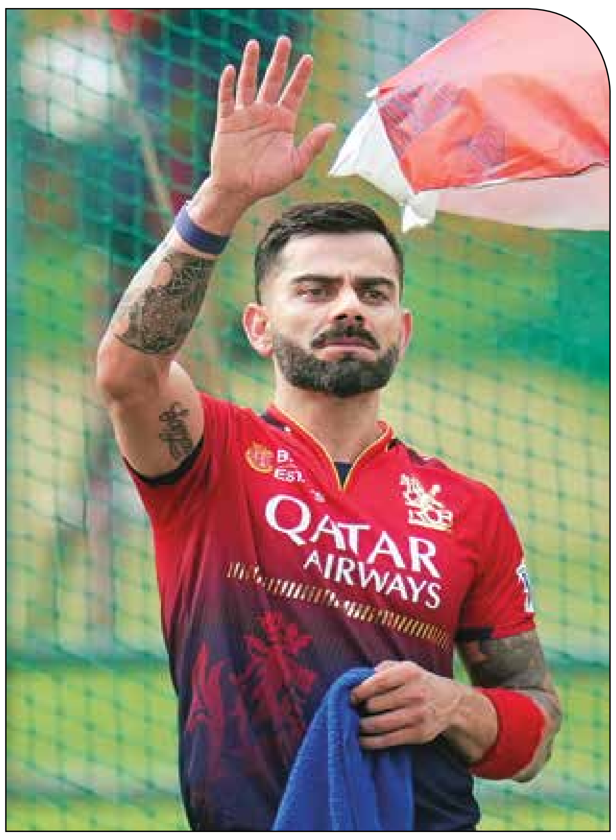

ম্যাচের পর টাকা গুনত চিকু : ইশান্ত

বিরাটকে কাউন্টি খেলার প্রস্তাব মিডলসেক্সের

লন্ডন, ১৮ মে : সম্প্রতি তিনি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। টিম ইন্ডিয়ার আসন্ন ইংল্যান্ড সফরে দেখা যাবে না বিরাট কোহলিকে।

কিন্তু তারপরও বিলেতের মাটিতে বিরাটকে খেলতে দেখা যেতে পারে। সব ঠিকমতো চললে কোহলি মিডলসেক্সের হয়ে কাউন্টি ক্রিকেট খেলতে পারেন। অতীতে কখনও কাউন্টি ক্রিকেট খেলেননি কোহলি। এবার কি তাঁকে কাউন্টি খেলতে দেখা যাবে? উত্তর এখনও অজানা। কিন্তু তার মধ্যেই ইংল্যান্ডের কাউন্টি ক্রিকেটের অন্যতম ঐতিহ্যশালী দল মিডলসেক্সের তরফে কোহলিকে দলে নেওয়ার আগ্রহ দেখানো হয়েছে। তাঁর কাছে প্রস্তাবও পাঠানো হয়েছে বলে খবর। তবে রাত পর্যন্ত কোহলি এই ব্যাপারে খোলসা করেননি। তাঁর ভাবনার কথাও তাই অজানা দুনিয়ার। কিন্তু মিডলসেক্সের প্রস্তাবের পর কোহলির বিলেতে কাউন্টি খেলা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। মিডলসেক্সের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট অ্যালান কোলম্যান আজ বলেছেন, ‘বিরাট ক্রিকেট দুনিয়ার কিংবদন্তি, আইকন। ওর মতো ক্রিকেটারকে দলে পেতে আগ্রহী আমরা।’ টিম ইন্ডিয়ার হয়ে ১২৩টি টেস্ট খেলা কোহলি শেষপর্যন্ত মিডলসেক্সের ডাকে সাড়া দিলে কেন উইলিয়ামসনের সতীর্থ হতে পারেন তিনি।

‘টেস্ট মিস করবে ওকে’

হতাশায় ডুবে বাঙ্গার-ভরত

নয়াদিল্লি, ১৮ মে : ১২ মে তিনি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করেছিলেন। মাঝে কেটে গিয়েছে কয়েকটি দিন। কিন্তু বিরাট কোহলির অবসর ঘোষণা নিয়ে এখনও হাহুতাশ চলছে ক্রিকেট দুনিয়ায়।

কোহলিকে নিয়ে হতাশায় ডুবে যেমন প্রাক্তন ও বর্তমান ক্রিকেটারদের বিশাল অংশ, ঠিক তেমনই টিম ইন্ডিয়ার দুই প্রাক্তন ব্যাটিং ও বোলিং কোচও কোহলির টেস্ট ছাড়ার সিদ্ধান্তে অবাক। মাসখানেক আগে দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে যাওয়ার আগে টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ব্যাটিং কোচ সঞ্জয় বাঙ্গারের সঙ্গে মুম্বইয়ের বান্দ্রা-কুরলা কমপ্লেক্সের মাঠে অনুশীলন করেছিলেন কোহলি। দুবাইয়ে ট্রফি জিতে দেশে ফেরার পরও বাঙ্গারের ক্লাসে দেখা গিয়েছিল কোহলিকে। সেই সময় মনে করা হয়েছিল, মিশন ইংল্যান্ডের লক্ষ্যে প্রস্তুতি চালাচ্ছেন বিরাট। সময়ের সঙ্গে পুরো ছবিটা বদলে গিয়ে কোহলি এখন টেস্ট ক্রিকেটে প্রাক্তন। প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের সিদ্ধান্তে অবাক বাঙ্গারও। ভারতীয় দলের প্রাক্তন ব্যাটিং কোচ আজ বলেছেন, ‘বিরাটের সিদ্ধান্ত একান্তই ব্যক্তিগত। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ওর টেস্ট ছাড়ার সিদ্ধান্তে আমি হতাশ, অবাকও। ওর যা ফিটনেস ও স্কিল, আমার ধারণা ছিল আরও কয়েক বছর অনায়াসে খেলবে ও।’

এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে বিরাট কোহলির সম্মানে ১৮ নম্বর সাদা জার্সিতে হাজির তাঁর অনুরাগীরা।

ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে বহু বিখ্যাত, কিংবদন্তি ক্রিকেটারের অবসর সুখের হয়নি। সেই তালিকায় এখন কোহলিও। বাঙ্গারের কথায়, ‘আমাদের দেশে অবসরের সিদ্ধান্ত সবসময় প্রশংসা পায় না। তবে পরিস্থিতির বিচারে হয়তো কোহলি সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছে। ওর মতো কিংবদন্তি যখন অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার সম্মান আমাদের সবারই করা উচিত।’ বাঙ্গার যেখানে থেমেছেন, ঠিক সেখান থেকেই কোহলির অবসরের সিদ্ধান্তে তাঁর হতাশার কথা দুনিয়ার দরবারে তুলে ধরেছেন ভরত অরুণ। টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন বোলিং কোচের কথায়, ‘টেস্ট ক্রিকেট মিস করবে কোহলিকে। ঠিক কেন ও এখনই অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, জানা নেই। হয়তো ওর সিদ্ধান্তই সঠিক। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি খুব অবাক হয়েছি।’ ভরত এখন কলকাতা নাইট রাইডার্সের বোলিং কোচ। গতরাতে কেকেআর বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ ভেস্তে গিয়েছে এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে। খেলা না হলেও দুই দলের ক্রিকেটার, কোচদের জমিয়ে আড্ডা দিতে দেখা গিয়েছে। কোহলিকেও দেখা গিয়েছিল ভরতের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলতে। তাঁদের মধ্যে ঠিক কী কথা হয়েছিল, তা নিয়ে কিছু বলেননি ভরত। কেকেআরের বোলিং কোচের কথায়, ‘বিরাট কিংবদন্তি। ওর সিদ্ধান্তকে সবারই সম্মান করা উচিত। ও যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছে অবসরের, তখন সেটাই ঠিক।’

টিকিটের টাকা ফিরিয়ে দিচ্ছে আরসিবি

নায়ক দর্শনে ভিলেন প্রকৃতি

বেঙ্গালুরু, ১৮ মে : মঞ্চ তৈরিই ছিল। হাজির ছিলেন তিনিও। কিন্তু বাদ সাধল প্রকৃতি।

আইপিএলের প্রত্যাবর্তনের রাত হতে পারত বিরাট কোহলিময়। বদলে সেটা হয়েছে নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টির আঙিনা। যেখানে রেইন রেইন গো অ্যাওয়ে স্লোগান ব্যর্থ হয়েছে। সঙ্গে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের ভরা গ্যালারির ধৈর্যের বাঁধও ভেঙেছে। বেঙ্গালুরুতে রাত বাড়ার সঙ্গে বেড়েছে বৃষ্টির দাপট। অন্তহীন অপেক্ষার পর কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ ভেস্তে গিয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। আর তারপরই ভরা গ্যালারিকে টিকিটের অর্থ ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোহলির দল। কমপ্লিমেন্টারি টিকিটের অর্থ ফিরিয়ে দেওয়ার কোনও ব্যাপার স্বাভাবিকভাবেই নেই। আরসিবির তরফে এক মিডিয়া রিলিজে আজ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ‘যেসব ক্রিকেটপ্রেমী অর্থের বিনিময়ে টিকিট কেটে মাঠে খেলা দেখতে হাজির হয়েছিলেন, তাঁদের সবাইকেই টিকিটের মূল্য ফেরত দেওয়া হবে।’

চিন্নাস্বামীর মায়াবী রাতে গ্যালারিতে হাজির ছিলেন হাজারো বিরাট। টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের পর প্রথমবার আধুনিক ক্রিকেটের ভগবানকে দেখার জন্য যাঁরা হাজির হয়েছিলেন মাঠে। তাঁদের বেশিরভাগেরই পরনে ছিল টেস্ট ক্রিকেটের সাদা জার্সি। যার পিছনে লেখা ছিল বিরাট। সঙ্গে ছিল কোহলির প্রিয় ১৮ নম্বর। আজ বিকেলের দিকে কর্ণাটক ক্রিকেট সংস্থার এক কর্তা বলছিলেন, ‘গতরাতে খেলা শুরুর জন্য সবদিক থেকে তৈরি ছিলাম আমরা। কিন্তু বৃষ্টি না থামলে কিছু করার ছিল না। অনেক রাতের দিকে যখন বেঙ্গালুরুতে বৃষ্টি থামে, তখন প্রায় শেষ রাত।’ আরসিবি-র তরফেও খেলা না হওয়ার জন্য হতাশা চেপে রাখা হয়নি। তাছাড়া কেকেআরের বিরুদ্ধে বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়া ম্যাচ থেকে আরসিবি পেয়েছে এক পয়েন্ট। সেই এক পয়েন্টের কারণে কোহলির দলের প্লে-অফ এখনও নিশ্চিত নয়। বাকি থাকা দুই ম্যাচের জন্য বিরাটদের এখন অপেক্ষা করতেই হবে। তবে আরসিবি-র বাকি থাকা সেই ম্যাচ কতটা বিরাটময় হয়ে ওঠে, সেটাই এখন দেখার।

নাইটদের সিদ্ধান্তে অবাক ক্রিকেট মহল

বিদায়ের পর দলে নয়া রহস্য স্পিনার!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ মে : হতাশায় ডুবে যাওয়ার রাত। বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়ার রাত।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর আইপিএল শুরু হল গতরাতে। আর শুরুতেই ভিলেন বৃষ্টি। কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ম্যাচে এক বলও খেলা হয়নি এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে। বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছে নাইটদের স্বপ্নও।

আর স্বপ্নভঙ্গের পরদিন নাইট শিবির থেকে এসেছে চমকপ্রদ তথ্য। জানা গিয়েছে, ২৫ মে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে বাকি থাকা শেষ লিগ ম্যাচের জন্য স্কোয়াডে নেওয়া হয়েছে মধ্যপ্রদেশের শিবম শুক্লাকে। ২৯ বছরের এই লেগস্পিনারকে রহস্য-স্পিনার আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। যদিও ঘরোয়া ক্রিকেটে এখনও পর্যন্ত তাঁর কোনও রহস্যের সন্ধান মেলেনি। কিন্তু কেন এমন সিদ্ধান্ত? জানা গিয়েছে, রোভমান পাওয়েল ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে না ফেরার সিদ্ধান্ত সামনে আসার পরই পরিবর্তের খোঁজে ছিল কেকেআর। আজ সেটাই চূড়ান্ত হয়েছে। তবে প্রশ্ন উঠেছে, শেষবেলায় একটি নিয়মরক্ষার ম্যাচের জন্য দলে পরিবর্তন না করলেই চলত না কি? কেকেআরের তরফে অবশ্য বাইরের দুনিয়ার এমন প্রশ্নের কোনও জবাব দেওয়া হয়নি।

বরং কেকেআর শিবির গতরাতে চিন্নাস্বামীর বৃষ্টি নিয়ে অনেক বেশি হতাশায় ডুবে রয়েছে। আজিঙ্ক্যা রাহানেরা ভেবেছিলেন রজত পাতিদার, বিরাট কোহলিদের বিরুদ্ধে বেঁচে থাকার যুদ্ধে জিতে আগামীর অক্সিজেনের কথা। বাস্তবে সেটা হয়নি। বৃষ্টিতে ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ার পর নাইট সংসারে এসেছে মাত্র এক পয়েন্ট। শেষ ম্যাচে প্যাট কামিন্সদের বড় ব্যবধানে হারাতে পারলেও নাইটদের সুবিধা হওয়ার কিছু নেই। এমন অবস্থায় দলের মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো ও কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতরা শেষ ম্যাচের লক্ষ্যে নাইটদের চাঙ্গা করার কাজ শুরু করেছেন। দলকে উৎসাহ দিয়েছেন আগামীর লক্ষ্যে। কিন্তু তার মধ্যেই চলতি অষ্টাদশ আইপিএলে নিলাম থেকে কেকেআরের দল নির্বাচনের পাশাপাশি প্রস্তুতি- সব কিছু নিয়েই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে।

সমাজমাধ্যমে গতবারের চ্যাম্পিয়ন কেকেআর-কে ‘বুড়ো’-দের দল বলে কটাক্ষ করাও শুরু হয়েছে। পাশাপাশি ফিল সল্ট, মিচেল স্টার্ক, শ্রেয়স আইয়ার, নীতীশ রানাদের ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত যে চরম ভুল ছিল, সেই বিষয়ও নতুনভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বাস্তব হল, আপাতত ভুল শুধরে নেওয়ার কোনও সুযোগ নেই রাহানে-পণ্ডিতদের। কিন্তু এমন অচলাবস্থা চলতে থাকলে শেষ মরশুমের চ্যাম্পিয়নদের আগামীর লক্ষ্যে সফল হওয়ার সম্ভাবনাও তেমন দেখা যাচ্ছে না। যদিও ২০২৬ সালের আইপিএলের এখনও ঢের দেরি। কিন্তু তার আগে আগামীর লক্ষ্যে ভাবনা ও পরিকল্পনার বদল করতেই হবে কেকেআরকে। না পারলে ‘কেকেহার’ হয়েই থাকতে হবে।

আফটার শক

- সমাজমাধ্যমে গতবারের চ্যাম্পিয়ন কেকেআর-কে ‘বুড়ো’-দের দল বলে কটাক্ষ করা শুরু হয়েছে।
- ফিল সল্ট, মিচেল স্টার্ক, শ্রেয়স আইয়ার, নীতীশ রানাদের ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত যে চরম ভুল ছিল, সেই বিষয়ও নতুনভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

টানা বৃষ্টিতে শেষ হয়ে গেল কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্লে-অফের আশাও। হতাশা নিয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে রইলেন ভেঙ্কটেশ আইয়ার।

আশা বাঁচিয়ে রাখার ম্যাচ পন্থদের

লখনউ, ১৮ মে : শুরুটা দারুণ।

কিন্তু লিগ যত এগিয়েছে, দিশা হারিয়েছে লখনউ সুপার জায়েন্টস। একসময় মনে হচ্ছিল, সহজেই প্লে-অফের টিকিট পকেটে পুরে ফেলবে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দল। কিন্তু সাপলুডোর আইপিএলে শেষ পাঁচ ম্যাচে চারটিতে হেরে খাদের কিনারে লখনউ!

ভারত-পাক সংঘর্ষে দিন দশেকের ‘ছুটি’। নতুন অক্সিজেন নিয়ে আগামীকাল নিজেদের দ্বাদশ ম্যাচ খেলতে নামছে টিম লখনউ। ১১ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট। নক আউটে পা রাখতে হলে বাকি তিন ম্যাচে জেতা এবং বাকি দলগুলির দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া রাস্তা নেই।

ঘরের মাঠ একানা স্টেডিয়ামে জয়ে ফেরার টক্কর ঋষভ পন্থ ব্রিগেডের জন্য। প্রতিপক্ষ সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। ইতিমধ্যেই যারা প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছেন (১১ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট)। নিয়মরক্ষার শেষ তিন ম্যাচে হায়দরাবাদের কাছে সম্মানরক্ষা এবং আগামীর ভাবনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

নড়বড়ে প্রতিপক্ষ। যদিও স্বস্তি নেই টিম লখনউয়ের। শেষ পাঁচ ম্যাচে দলের নিম্নমুখী পারফরমেন্সের সঙ্গে অধিনায়ক ঋষভের ফ্লপ শোয়ের লম্বা কাহিনী দলের মেজাজটাই বিগড়ে দিয়েছে। রেকর্ড ২৭ কোটিতে নেওয়া তারকা দলের মাথাব্যথা। ১১ ম্যাচে মাত্র ১২৮ রান। ব্যাটিং অর্ডারে পিছোতে পিছোতে ৭ নম্বরেও নেমেছেন। কিন্তু ভাগ্যের চাকা বদলায়নি।

আগামীকাল ঋষভের জন্য পরীক্ষার মঞ্চ। ভাগ্য বদলেরও। সামনে ইংল্যান্ড সফর। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি উত্তর পর্বে ফের লিডারশিপ গ্রুপে ফেরার হাতছানি। সহ অধিনায়ক করার কথা ভাবা হচ্ছে। তার আগে ঋষভের রানে ফেরাটা গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় দলের জন্য। পন্থও মরিয়া থাকবেন নিজের হারানো ছন্দটা ফিরে পেতে।

নিকোলাস পুরান (৪১০ রান) শুরুটা ভালো করেছিলেন। যদিও শেষ কয়েক ম্যাচে পুরানের ব্যাটেও রানের খরা। মাঝের ওভারে আয়ুষ বাদোনি (৩২৬), ডেভিড মিলার (১৬০) মাঝারিয়ানায় আটকে। ফল যা হওয়ার তাই। নড়বড়ে ব্যাটিং ভোগাচ্ছে। এর মধ্যেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিতে তিরুমালার বিখ্যাত তিরুপতি মন্দিরে সপরিবারে পুজো দিলেন ফ্র্যাঞ্চাইজির কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা।

সানরাইজার্সের অবশ্য হারানোর

লখনউ সুপার জায়েন্টসের সাফল্য প্রার্থনায় তিরুমালার তিরুপতি মন্দিরে পুজো দিলেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। দিলেন ৩.৫ কোটি টাকার দানসামগ্রী।

হায়দরাবাদের হারানোর কিছু নেই

আইপিএলে আজ

লখনউ সুপার জায়েন্টস
বনাম
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : লখনউ

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

কিছু নেই। তবে অভিষেক শর্মা, নীতীশ কুমার রেড্ডি, ঈশান কিষানরা মরিয়া থাকবেন শেষ তিন ম্যাচে সমর্থকদের প্রত্যাশা কিছুটা হলেও মেটাতে। বিক্ষিপ্তভাবে অভিষেক, ঈশানরা তাঁদের বিধ্বংসী ক্রিকেটের ঝলক দেখিয়েছেন। কিন্তু ম্যারাথন লিগে সাফল্য পেতে ধারাবাহিকতা দরকার। তা দেখা যায়নি এবার।

কাল ট্রাভিস হেডকে পাচ্ছে না সানরাইজার্স। কোভিডে সংক্রামিত হয়েছিলেন অজি তারকা। হেডকোচ ড্যানিয়েল ভেত্তোরি জানান, এখনও দলের সঙ্গে যোগ দেননি হেড। সেক্ষেত্রে ওপেনিং জুটি বদলাচ্ছে হায়দরাবাদের। গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে পাওয়ার প্লে।

নতুন বলে অভিষেকদের জন্য চ্যালেঞ্জ হতে পারে টিম লখনউয়ের নবাগত তারকা মায়াঙ্ক যাদবের বদলি নিউজিল্যান্ডের পেসার উইলিয়াম ও’রৌরকে। তবে আকাশ দীপ, আবেশ খান, রবি বিষ্ণোইরা বল হাতে এখনও পর্যন্ত ভরসা জোগাতে ব্যর্থ লখনউকে। ব্যতিক্রম বলতে নবাগত স্পিনার দিগবেশ রাঠি (১২ উইকেট)। ব্যক্তিগত পারফরমেন্স নয়, দরকার দলগত প্রয়াস।

ঋষভের ফর্মে ফেরার সঙ্গে সেই শর্ত কাল পূরণ হয় কি না, সেটাই দেখার।

ঝুলনকে আদর্শ করার পরামর্শ দিলেন সৌরভ

আশিস মণ্ডল

বোলপুর, ১৮ মে : বোলপুর পুরসভা ও বীরভূম জেলা ক্রীড়া সংস্থার আহ্বানে এসে শান্তিনিকেতনের প্রেমে পড়ে গেলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ৯ মে তাঁর বোলপুর আসার কথা থাকলেও শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি আসতে পারেননি। মঞ্চে উঠে তিনি বলেছেন, ‘এই প্রথম বোলপুরে এলাম। এখানে রবীন্দ্রসংগীত, নৃত্য ও পরিবেশ দেখে মুগ্ধ। এখানে ভলিবল, বাস্কেটবল, ক্যারাটে সহ বিভিন্ন খেলার প্রতিভাবান খেলোয়াড় আছেন। তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়া হল। বীরভূম থেকে বহু খেলোয়াড় কলকাতায় যায়।’ এদিন তাঁদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, ‘দেশের আইকন ঝুলন গোস্বামী। ঝুলন যদি নদিয়ার একটি সাধারণ ঘরের মেয়ে হয়ে এই জায়গায় পৌঁছাতে পারে, বীরভূম কেন পারবে না? নিশ্চয় পারবে। শুধু পরিশ্রম করতে হবে।’ মঞ্চে দাঁড়িয়ে সৌরভের কাছে অনুব্রত মণ্ডল অনুরোধ করেন বোলপুরে একটি ক্রিকেট কোচিং সেন্টার চালু করার। সৌরভ অবশ্য অনুব্রতর অনুরোধ রাখার কোনও প্রতিশ্রুতি দেননি। এদিন বোলপুর সাংসদ অসিত মালকে ধন্যবাদ জানিয়ে সৌরভ বলেছেন, অসিত মাল ৪ কোটি টাকা দিয়েছেন স্টেডিয়ামের উন্নয়নে। তাঁকে ধন্যবাদ।

আজ শুরু হংকং ম্যাচের প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ মে : হংকং ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু সোমবার থেকে। তার আগে এদিনই বেশকিছু ফুটবলার যোগ দিলেন কলকাতার শিবিরে।

১০ জুন হংকংয়ে ২০২৭ এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে ভারত। যা খবর তাতে ওটাই সম্ভবত শেষ ম্যাচ হতে চলেছে মানোলো মার্কুয়েজের। তিনি নিজেই জানিয়েছেন, হংকং ম্যাচের পর ভারতীয় দলের দায়িত্ব নিতে আর রাজি নন। প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করায় গ্রুপ থেকে যোগ্যতা অর্জন করা যথেষ্ট কঠিন হয়ে গেছে ভারতের পক্ষে। যদিও এখনও হাতে পাঁচটা ম্যাচ বাকি। কিন্তু তার মধ্যে তিনটি অ্যাওয়ে ম্যাচ। নিজেদের ঘরের মাঠে দুর্বল বাংলাদেশের বিপক্ষে জিততে না পারায় এই দলকে নিয়ে বাজি ধরছেন না বিশেষজ্ঞরা। অনেকেই মনে করছেন, অ্যাওয়ে ম্যাচগুলিতে জেতার ক্ষমতা এই ভারতের নেই। যোগ্যতা অর্জন করতে হলে গ্রুপ শীর্ষে থাকতে হবে। যদিও অন্য ম্যাচে সিঙ্গাপুর ও হংকংও গোলশূন্য ড্র করে। তবুও ভারত আদৌ এই সহজ গ্রুপ থেকে যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে কি না তা নিয়ে সন্ধিহান সকলেই। হংকং ম্যাচ খেলার আগে থাইল্যান্ডের বিপক্ষে ব্যাংককে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবেন সুনীল ছেত্রীরা।

ভারতীয় মহিলা দলের সই করা জার্সি সুনীল ছেত্রীকে তুলে দিলেন কোচ ক্রিসপিন ছেত্রী।

শিবিরে মোট ২৮ জন ফুটবলার ডাকেন মানোলো। যার মধ্যে ইরফান ইয়াদওয়াদ অ্যাপেনডিক্সের অস্ত্রোপচার করানোয় যোগ দেননি। তাঁর বদলে আগেই এডমুন্ড লালরিনডিকাকে ডেকে নেন মানোলো। কলকাতাতেও স্থানীয় কোনও দলের বিপক্ষে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন জাতীয় দলের হেডকোচ। শিবিরে যোগ দেওয়ার আগে এদিন সুনীল বেঙ্গালুরুতে সিনিয়ার মহিলা দলের শিবিরে গিয়ে তাঁদের উৎসাহ দিয়ে আসেন। তাঁরাও ২০২৬ এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের জন্য তৈরি হচ্ছেন। যা আগামী ২৩ জুন মঙ্গোলিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে শুরু করবে ক্রিসপিন ছেত্রীর দল। এদিন মহিলা দলের প্রত্যেক সদস্যের সই করা জার্সি তাঁরা সুনীলকে উপহার হিসাবে তুলে দেন।

শুভমানদের জয়ে প্লে-অফে প্রীতির দল

৩ উইকেট নিয়ে পাঞ্জাব কিংসের জয়ের নায়ক হরপ্রীত ব্রার।

পাঞ্জাব কিংস-২১৯/৫
রাজস্থান রয়্যালস-২০৯/৭

জয়পুর, ১৮ মে : শুরুটা হয়েছিল দেশের আসল হিরোদের কুর্নিশ জানিয়ে। দুই দলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গোটা গ্যালারি ভারতীয় সেনাদের লড়াইকে স্মরণ করে। শ্রেয়স আইয়ারের গলাতেও সেনাবাহিনীর বীরত্বের কথা।

সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামের বাইশ গজেও ব্যাট-বলের টক্করেও উত্তেজনার পারদ। রক্তচাপ বাড়ানো ম্যাচে শেষ হাসি হাসলেন পাঞ্জাব কিংস অধিনায়ক শ্রেয়স। আবারও ভালো শুরু, সম্ভাবনা জাগিয়েও ফের মাঝের ওভারে লড়াই থেকে হারিয়ে যাওয়ার চেনা ছবিতে ম্যাচ হাতছাড়া রাজস্থান রয়্যালসের।

পাঞ্জাবের ২১৯/৫ স্কোরের জবাবে ২০৯/৭-এ আটকে যাওয়া রাহুল দ্রাবিড়ের দলের। যার হাত ধরে মূল্যবান ২ পয়েন্ট টিম পাঞ্জাবের। পরে রাতে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে গুজরাট টাইটান্স জিতে যাওয়ায় প্লে-অফে পৌঁছে যায় প্রীতি জিন্টার দল (১২ ম্যাচে ১৭)।

অথচ, ২১৯ রানের জবাবে দারুণ শুরু করেছিলেন রাজস্থানের তরুণ ওপেনারদ্বয় যশস্বী জয়সওয়াল ও বৈভব সূর্যবংশী। অর্শদীপ সিংয়ের প্রথম ওভারে ২২ রান নিয়ে শুরু করেন যশস্বী। চারটি চার ও ১টি ছক্কা-গ্যালারির গোলাপি ঢেউয়ের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

ডান হাতের তর্জনীতে চোটের জন্য ফিল্ডিং করতে নামেননি শ্রেয়স। বদলে নেতৃত্বে শশাঙ্ক সিং। প্রতিপক্ষে দুই তরুণের দাপটে খেই হারাচ্ছিলেন। বাউন্ডারি লাইনের বাইরে উত্তেজিত দেখাচ্ছিল কোচ রিকি পন্টিংকে। ৪.৫ ওভারে ৭৬ রানের পর শেষপর্যন্ত জুটি ভাঙেন হরপ্রীত ব্রার। আউট বৈভব (১৫ বলে ৪০)।

৪টি চার ও ৪টি বিশাল ছক্কায় মার্কো জানসেন, অর্শদীপদের বিশ্বমানের পেসারদের নিয়ে কার্যত ছেলেখেলা করেন বছর চোদ্দোর বৈভব। একসময় ৮.৩ ওভারে রাজস্থানের স্কোর ছিল ১০৯/১। ৬৯ বলে দরকার আর ১১১ রান।

ক্রিজে তখনও আগুন ঝরাচ্ছেন যশস্বী (২৫ বলে ৫০)। কিন্তু বৈভবের পর ফের যশস্বীকে ফিরিয়ে ম্যাচের রংবদলে দেন হরপ্রীত (২২/৩)।

পরে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে রিয়ান পরাগকে (১৩) ফিরিয়ে ম্যাচের সেরার পুরস্কার। শেষদিকে ধ্রুব জুরেল (৫৩) মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু ফের তীরে এসে তরী ডোবার কাহিনী।

এর আগে টসে জিতে শ্রেয়স ব্যাটিং নেন। জানান, উইকেট বেশ ভালো, যা কাজে লাগাতে চান। যদিও তুষার দেশপান্ডের জোড়া ধাক্কায় ৩.১ ওভারেই ৩৪/৩ পাঞ্জাব। প্যাভিলিয়নে প্রিয়াংশ আর্য (৯), প্রভসিমরান সিং (২১) ও নবাগত মিচেল ওয়েন (০)।

প্রিয়াংশ-প্রভসিমরান জুটি চলতি লিগে প্রতি ম্যাচেই ভালো শুরু দিচ্ছেন। আজ ছবিটা উলটো। প্রথমে ফেরেন প্রিয়াংশ। আগের বলেই ক্যাচ দিয়ে বেঁচে গিয়েছিলেন। কিন্তু তা কাজে লাগাতে ব্যর্থ। আইপিএল অভিষেকে ওয়েনকে তিন নম্বরে নামানোর ফাটকাও কাজে আসেনি।

প্রভসিমরান ফেরেন ৩৪/৩ স্কোরে। এখান থেকে নেহাল ওয়াধেরা-শ্রেয়সের ৬৭ রানের জুটিতে প্রতিরোধ। শ্রেয়স (৩০) ফেরার পর নেহাল (৭০) ও শশাঙ্কের (অপরাজিত ৫৯) দাপট। চাপের মুখে ২৫ বলের হাফ সেঞ্চুরিতে মালকিন প্রীতি জিন্টার মুখের হাসি মেলাতে দেননি নেহাল। এরপর চেনা মেজাজে ফিনিশ শশাঙ্কের।

আজমাতুল্লাহ ওমরজাই (অপরাজিত ২১) ক্যামিও ইনিংস খেলেন শেষদিকে। যোগফল, ৩৪/৩-এর আতঙ্ক সরিয়ে ২১৯/৫ স্কোরে পৌঁছে যাওয়া এবং রাজস্থান-বধে মূল্যবান ২ পয়েন্ট নিয়ে ফেরা পাঞ্জাবের।

ব্যর্থ যশস্বী, বৈভবের লড়াই

বিধ্বংসী অর্ধশতরানের পথে যশস্বী জয়সওয়াল। রবিবার।

শেষ চারে নিশ্চিত আরসিবি, গুজরাটও

সুদর্শনের শতরানে ব্যর্থ রাহুলের লড়াই

দিল্লি ক্যাপিটালস-১৯৯/৩
গুজরাট টাইটান্স-২০৫/০
(১৯ ওভারে)

নয়াদিল্লি, ১৮ মে : টিম ইন্ডিয়ার আসন্ন ইংল্যান্ড সফরে যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে কে ওপেন করবেন? সব ঠিক থাকলে উত্তর হয়তো হতে চলেছে লোকেশ রাহুল। ভাবনায় রয়েছে বি সাই সুদর্শনের নামটাও। রবিবার শতরান করে নিজেদের দাবিটা জোরালো করে রাখলেন দুইজনেই। তিন অঙ্কের রান না পেলেও টেস্ট অধিনায়কের দৌড়ে হটফেভারিট শুভমান গিল অপরাজিত ৯৩ রানের ইনিংসে গৌতম গম্ভীর-অজিত আগরকারদের খাতায় নম্বর বাড়িয়ে রাখলেন। এদিনই আবার শুভমান ভারতীয়দের মধ্যে দ্বিতীয় দ্রুততম হিসেবে ১৫৪ ইনিংসে টি২০ ক্রিকেটে ৫ হাজার রান সম্পূর্ণ করে ফেললেন।

ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের ভাবনা আন্দাজ করতে পেরে চলতি আইপিএলের বাকি ম্যাচে লোকেশকে ওপেনিং করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস। রবিবার গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে পছন্দের জায়গায় নেমে দুরন্ত শতরানে গম্ভীরদের বার্তা দেওয়ার সঙ্গে আসন্ন বিলেত সফরের রিহার্সাল সেরে রাখলেন রাহুল। গড়ে ফেললেন নয়া রেকর্ডও।

চলতি আইপিএলে দ্বিতীয়বার ওপেন করতে নেমে ক্রিকেটপ্রেমীদের মন ভালো করে দিলেন রাহুল (৬৫ বলে অপরাজিত ১১২)। টি২০-র মারকাটারি যুগেও লোকেশের টাইমিং নির্ভর ব্যাটিং সবসময়ই চোখের জন্য আরামদায়ক। রবিবার অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে যা আবারও করে দেখালেন এই তারকা ব্যাটার।

লোকেশ এদিন শুরুই করেন মহম্মদ সিরাজকে জোড়া চার হাঁকিয়ে। তারপর ম্যাচ যত এগিয়েছে ১৪টি চার ও চারটি ছক্কার ইনিংসে শুভমান ব্রিগেডের উপর জাঁকিয়ে বসেছেন রাহুল। ৩৫ বলে অর্ধশতরান করেন তিনি। শতরানে পৌঁছাতে নিলেন ৬০ বল। তার আগে বিরাট কোহলিকে (২৪৩ ইনিংস) টপকে টি২০-তে ভারতীয়দের মধ্যে দ্রুততম ৮ হাজার রানের মাইলস্টোনে পৌঁছে যান রাহুল (২২৪ ইনিংস)।

চোট সারিয়ে ফেরা ফাফ ডুপ্লেসি (৫) আর্শাদ খানের স্লোয়ারে ঠকে গেলেও রাহুল পাশে পেয়ে যান বাংলার রনজি ট্রফি দলের উইকেটকিপার-ব্যাটার অভিষেক পোড়েলকে (৩০)। তাঁদের ৯০ রানের পার্টনারশিপ মন্থর উইকেটে দিল্লির বড় রানের মঞ্চ গড়ে দেয়। অভিষেক ফেরার পর লোকেশকে সঙ্গ দেন অক্ষর প্যাটেল (২৫)। দিল্লি ৩ উইকেটে ১৯৯ রানে পৌঁছে যায়।

গুজরাট রানতাড়ায় নামার পর কুলদীপ যাদব (৩৭/০), মুস্তাফিজুর রহমান (২৪/০), দুষ্মন্ত চামিরারা (২২/০) কোনও চ্যালেঞ্জই ছুড়ে দিতে পারেননি সুদর্শন (৬১ বলে অপরাজিত ১০৮) ও শুভমানকে (৫৩ বলে অপরাজিত ৯৩)। গুজরাট ১৯ ওভারে বিনা উইকেটে ২০৫ রান তুলে নেয়। এই জয়ের সঙ্গে তারা তো বটেই, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও পাঞ্জাব কিংসও প্লে-অফে চলে গেল।

২০৫ রানের ওপেনিং জুটির পথে বি সাই সুদর্শন ও শুভমান গিল। রবিবার।

শতরানের পর লোকেশ রাহুল। রবিবার নয়াদিল্লিতে।

বায়ার্নে যাত্রা শেষ মুলারের

হফেনহেইম, ১৮ মে : জয় দিয়েই বায়ার্ন মিউনিখে দীর্ঘ ২৫ বছরের যাত্রা শেষ করলেন টমাস মুলার। শেষ ম্যাচে হফেনহেইমকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিল বুন্দেশলিগা চ্যাম্পিয়নরা।

উৎসবের আবহেও বিষাদের ছোঁয়া। ম্যাচ শেষ হতেই মুলার আবেগ ছড়িয়ে পড়ল মাঠ থেকে গ্যালারিতে। চোখে জল বায়ার্ন সমর্থকদের। ৬০ মিনিটে মুলারকে তুলে হ্যারি কেনকে নামান বায়ার্ন কোচ ভিনসেন্ট কোম্পানি। ততক্ষণে যদিও দুই গোলে এগিয়ে গিয়ে জয় একপ্রকার নিশ্চিত করে ফেলেছে জার্মান জায়েন্টরা। ৩৩ মিনিটে মিকায়েল ওলিসে এবং ৫৩ মিনিটে জোশুয়া কিমিচ গোল করেন মিউনিখের ক্লাবটির হয়ে। শেষলগ্নে আরও দুইটি গোল করেন সার্জ গ্যান্যাব্রি ও হ্যারি কেন।

ম্যাচ জেতার পর চোখের জলে বায়ার্নকে বিদায় জানান মুলার। বিদায়বেলায় জার্মান তারকা বলেছেন, 'বায়ার্নে আমার যাত্রাটা যেভাবে শেষ হল, এর থেকে ভালো উপলব্ধি আর কী হতে পারে।' জানিয়েছেন, ক্লাব ফুটবলে আরও কিছুদিন খেলা চালিয়ে যাবেন। যদিও আগামী মরশুমে তিনি কোন ক্লাবে খেলবেন সে ব্যাপারে এখনও সিদ্ধান্ত নেননি। এদিকে বুন্দেশলিগার আরেক ক্লাব আরবি লিপজিগ ছাড়ছেন বেঞ্জামিন সেসকো। আগামী মরশুমে লিভারপুলে যোগ দিতে পারেন তিনি।

E-TENDER NOTICE
E-NIT No.
WB/APD/KMG/VB-IIGP/ET/01/
2025-26, DATED : 16/05/2025
Bid closing date : 23/05/2025 at 12.00 Hrs for more information available at www.wbtenders.gov.in and GP Office, Volka, Purba Salbari, Alipurduar
Sd/-
Pradhan
Volka Barobisha No. II G.P.

প্রথমবার বড় খেতাব জিতে আনন্দে আত্মহারা ক্রিস্টাল প্যালেসের ফুটবলাররা।

হতাশা ঝেড়ে লিগে চোখ গুয়ার্দিওলার

লন্ডন, ১৮ মে : শেষবেলাতেও হতাশাই সঙ্গী।

কমিউনিটি শিল্ড জিতে মরশুম শুরু। এরপর প্রত্যাশা ছিল অনেক। হলে কী হবে, বাকি মরশুম জুড়ে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি শিবিরে শুধুই শূন্যতা। এফএ কাপ ফাইনালেও ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে হেরে খেতাব হাতছাড়া। তবুও আক্ষেপ নেই সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলার। বরং ফাইনালে হারের যন্ত্রণা থেকেই রসদ খুঁজছেন তিনি।

পরিস্থিতি যা আগামী মরশুমে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলতে হলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে শেষ দুই ম্যাচ জিততেই হবে ম্যান সিটিকে। নয়তো চেলসি, অ্যাস্টন ভিলার পয়েন্ট নষ্টের অপেক্ষায় থাকতে হবে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে, এফএ কাপ ফাইনালে হারের পর গুয়ার্দিওলা বলছেন, 'ফাইনালে সবটা উজাড় করে দিয়েছি আমরা। কিন্তু কোনও পরিকল্পনাই কাজে আসেনি। মন খারাপ, তবে এই নিয়ে আক্ষেপ করার সময় নেই। দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে হবে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ছাড়পত্র আদায়ের জন্য প্রিমিয়ার লিগে শেষ দুই ম্যাচ জিততেই হবে।'

হেরে মেজাজ হারালেন গুয়ার্দিওলা।

শনিবার প্যালেসের কাছে গোল হজমের পরও পেনাল্টি থেকে তা শোধ করার সুবর্ণ সুযোগ ছিল সিটির সামনে। আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড মাঠে থাকলেও স্পটকিক নেন ওমর মারমৌশ। তাঁর শট রুখে দেন প্যালেস গোলরক্ষক ডিন হেন্ডারসন। হাল্যান্ড থাকতেও কেন অন্য কেউ? উত্তরে পেপ বলেছেন, 'ফুটবলাররা মাঠেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমার সঙ্গে আলাদা করে কথা হয়নি। তবে এটা মানতে হবে হেন্ডারসন ভালো সেভ করেছে।'

এদিকে, এই এফএ কাপই জাতীয় স্তরে ক্রিস্টাল প্যালেসের প্রথম খেতাব। ওয়েম্বলির মাঠে ইতিহাস লিখে উচ্ছ্বসিত প্যালেসকে প্রথম ট্রফি জেতানো কোচ অলিভার গ্লাসনার। বলেছেন, 'এই মুহূর্তটা আমাদের আর সমর্থকদের। মরশুমের শুরুতে একটা সময় টানা আট ম্যাচ জয়হীন ছিলাম আমরা। সেখান থেকে আজ চ্যাম্পিয়ন। আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। এই রকম ম্যাচ দশটায় হয়তো একটা জিতব। সেই একটা দিন আজই ছিল।'

প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ নীরজের

দোহা, ১৮ মে : ৯০ মিটার পার করার জন্য নীরজের প্রশংসা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এবার পালটা প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ভারতের তারকা অ্যাথলিট। নীরজ বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রীকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য। আশা করছি, আগামী দিনেও দেশের হয়ে নিজের সেরাটা দেব।'

১৮ জুলাই শুরু হতে পারে ডুরান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ মে : ফেডারেশন কাপ দিয়ে মরশুম শুরু করতে চাইলেও অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকেই পিছু হটতে হচ্ছে। এবারও মরশুম শুরু হবে ডুরান্ড কাপ দিয়েই। ফলে ফেডারেশন কাপ আদৌ হবে কি না বা হলে কবে হবে, তা পরিষ্কার নয়। যা খবর তাতে ডুরান্ড শুরু হওয়ার কথা ১৮ জুলাই।

সম্ভবত অগাস্টের ২৩ তারিখ শেষ হতে পারে এই টুর্নামেন্টের ফাইনাল। সেপ্টেম্বরের প্রথম না হলেও দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই শুরু হয়ে যাবে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ। ফলে ফেডারেশন কাপ করার মতো কোনও উইন্ডো মাঝে দেখা যাচ্ছে না। তাছাড়া জুলাইয়ের মাঝামাঝি এআইএফএফে নির্বাচনের দামামা বেজে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে হয়তো মরশুম শেষে ফের সেই সুপার কাপই করতে হতে পারে ফেডারেশনকে।

ইস্টবেঙ্গলে চূড়ান্ত প্যালেস্তাইনের রশিদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ মে : আগামী মরশুমের জন্য দ্বিতীয় বিদেশি চূড়ান্ত করে ফেলল ইস্টবেঙ্গল।

ভারতীয় সময় শনিবার মধ্যরাতেই লাল-হলুদের চুক্তিপত্র পৌঁছে গিয়েছে মহম্মদ বাসিম রশিদের কাছে। রবিবারই সই করে দেওয়ার কথা। আপাতত এক বছরের চুক্তিতে ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিচ্ছেন প্যালেস্তাইনের এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। এই মরশুমে ইন্দোনেশিয়ার ক্লাব পার্সাতুয়ান সুরাবায়ার হয়ে খেলছেন ২৯ বছরের রশিদ। এছাড়া প্যালেস্তাইন ও মিশরের ক্লাবে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। প্যালেস্তাইন জাতীয় দলের হয়েও পঞ্চাশের কাছাকাছি ম্যাচ খেলেছেন। এবার লাল-হলুদে নতুন ইনিংস শুরু করছেন তিনি।

এদিকে সার্বিয়ান ডিফেন্ডার ইভান মিলাদিনোভিচের সঙ্গে কথাবার্তা একপ্রকার চূড়ান্ত হয়ে গেলেও তাঁর ইস্টবেঙ্গলে আসা এখন বিশবাঁও জলে। কাজাখস্তান প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব টোবোল কোস্টানায়ের সঙ্গে এই বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ ইভান। কাজাখস্তানের ক্লাবটি এই মুহূর্তে তাঁকে ছাড়তে নারাজ। এরকম একাধিক নাম আলোচনায় থাকলেও এখনও পর্যন্ত নতুনদের মধ্যে কেবল দুই বিদেশিকে চূড়ান্ত করেছে ইস্টবেঙ্গল। রশিদ ছাড়াও ব্রাজিলের মিগুয়েল ফেরেইরাও লাল-হলুদে চূড়ান্ত। পুরোনোদের মধ্যে মাদিহ তালালের সঙ্গে চুক্তি থাকলেও জানুয়ারির আগে তাঁর মাঠে ফেরার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। এছাড়া সাউল ক্রেসপো ও দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসের সঙ্গেও আরও এক বছরের চুক্তি রয়েছে। যদিও কোচ অস্কার ব্রুজোঁ দুইজনেরই পরিবর্ত চেয়েছেন। শেষপর্যন্ত দিয়ামান্তাকোসকে রেখে দেওয়া হলেও সাউলের থাকার সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ।

অনূর্ধ্ব-১৯ সাফ চ্যাম্পিয়ন ভারত

ইউপিয়া (অরুণাচল প্রদেশ), ১৮ মে : অনূর্ধ্ব-১৯ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ ফুটবলে খেতাব ধরে রাখল ভারত। বুধবার ফাইনালে বাংলাদেশকে টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বার ট্রফি ঘরে তুলল বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজের ছেলেরা। ২ মিনিটে অধিনায়ক সিঙ্গামায়ুম সামি ভারতকে এগিয়ে দেন। ৬১ মিনিটে মহম্মদ জয় আহমেদ সমতা ফেরালে ম্যাচ টাইব্রেকারে গড়ায়। যেখানে রোহেন সিং দ্বিতীয় পেনাল্টি মিস করে ভারতকে চাপে ফেলে দিয়েছিলেন। তবে বাংলাদেশের অধিনায়ক নাজমুল হুদা ফয়জল স্পটকিক ক্রসবারের উপর দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ায় ম্যাচ ভারতের দিকে ঘুরে যায়। পরে সালাউদ্দিন শহিদের শট সেভ করে দলকে জয় এনে দেন ভারতের গোলকিপার সুরজ সিং আহেইবাম।

আশা বাঁচিয়ে রাখার ম্যাচ পন্থদের
-খবর নয়ের পাতায়

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন মালদা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মালদা - এর একজন বাসিন্দা সমর রায় - কে 05.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 70A 37230 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি শুধুমাত্র আর্থিক স্বাধীনতাই অর্জন করিনি, আমি আমার পরিবারকে সর্বত্তোম উপায়ে সাহায্য করার স্বাধীনতা পেয়েছি এবং আমি বর্তমানে বড়ো স্বপ্ন দেখতে পারবো। একজন কোটিপতি হওয়া আমার জন্য একটি অকল্পনীয় বিষয় এবং এটি সম্ভপর হয়েছে শুধুমাত্র ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির দ্বারা। তাদেরকে আমার সমস্ত ধন্যবাদ জানাই।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ট্রফি নিচ্ছেন ফালাকাটার ফুটবলাররা। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

চ্যাম্পিয়ন ফালাকাটা

আলিপুরদুয়ার, ১৮ মে : আলিপুরদুয়ার জেলা ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল ফালাকাটা। ডিওয়াইএফআইয়ের এই প্রতিযোগিতায় রবিবার ফাইনালে তারা ৩-২ গোলে চাপড়েরপাড়কে হারিয়েছে। ফালাকাটার কুণাল বেলুঙ, ফাইনালের সেরা অজয় খেরোয়ার ও প্রতিযোগিতার সেরা রোহিত তিরকি গোল করেন। চাপড়েরপাড় রবিন মুর্মু জোড়া গোল করেন।

জেতালেন রাহুল

জলপাইগুড়ি, ১৮ মে : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে রবিবার রায়কতপাড়া ইয়ং অ্যাসোসিয়েশন ১-০ গোলে পাণ্ডাপাড়া বয়েজ ক্লাবকে হারিয়েছে। একমাত্র গোল করে ম্যাচের সেরা মহম্মদ রাহুল। বহু চেষ্টা করেও পাণ্ডাপাড়া গোলমুখ খুলতে পারেনি।

সেরা উদয়ন

কোচবিহার, ১৮ মে : রাসমোহন দেবনাথ ও ব্রজদাস পণ্ডিত ট্রফি কিডস কাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল উদয়ন ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। ফাইনালে তারা ৬ উইকেটে হারিয়েছে ফালাকাটার ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে। এমজেএন স্টেডিয়ামে প্রথমে ডুয়ার্স ১৬ ওভারে ৭ উইকেটে ৭৮ রান করে। জবাবে উদয়ন ১৫.৩ ওভারে ৪ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। ম্যাচের সেরা সৌমজিৎ কুণ্ডু ২৭ রানের সঙ্গে ৩ উইকেট পেয়েছে।

ট্রফি নিয়ে উদয়ন ক্রিকেট অ্যাকাডেমির খুদেরা। -দেবদর্শন চন্দ

আলিপুরদুয়ার ভলিবল দল

আলিপুরদুয়ার, ১৮ মে : আন্তঃজেলা জুনিয়ার ভলিবল ২২-২৫ মে উত্তর ২৪ পরগনার কাঁচরাপাড়ায় অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে ছেলে ও মেয়েদের আলিপুরদুয়ার জেলা দল অংশ নেবে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সঞ্জয় ঘোষ ঘোষিত ছেলেদের দলে রয়েছে বিভাস বর্মন, হাবিবুল্লাহ রহমান, বিকাশ বাসফোর, অজয় রায়, বাপি রায়, শুভ সূত্রধর, আরিফ আনসারি, শিবাজি দাস, তুষার মোদক, সৌরভ দত্ত ও আকাশ বাসফোর। কোচ লিন্টু সরকার এবং ম্যানেজার সমীর বসাক। দল ২১ মে রওনা হবে।